হামির

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ।

১৩২২

৩২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে
শ্রীসূর্য্যকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং
২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র

কবিভ্রাতা ভগবদ্ভক্ত দামোদর বংশধর বিজয়স্তম্ভ

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ

বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর

কে সি আই ই মহোদয়ের

করকমলে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির

নিদর্শন স্বরূপ

উপহৃত হইল।

পরিচয়।

হামির আমার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক। হামির সিংহ মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরি সিংহের পুত্র। অরি সিংহের বিবাহটা একটু ঔপন্যাসিক। তিনি একদা মৃগয়ায় গিয়া একটি কৃষক কন্যার সাহসিকতায় মুগ্ধ হন ও তাহার পাণিগ্রহণ করেন! ইঁহারই গর্ভে হামিরের জন্ম। অরি সিংহ দরিদ্রগৃহসম্ভূতা পত্নীকে গৃহে লইতে সাহসী হইলেন না, তাই আমাদের নায়ক শৈশবে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণে অরি সিংহ ও তাহার দশটি সহোদর যুদ্ধে নিহত হন, তাঁহার এক ভ্রাতা অজয় সিংহ মাত্র সে মহাসমরে রক্ষা পান। কিন্তু চিতোর রাজপুতের হস্তচ্যুত হয়; রাণা অজয় সিংহ কৈলবারাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি চিতোর-উদ্ধারে চেষ্টিত হইয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। অন্তর্ব্বিবাদে তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। মুঞ্জ নামক জনৈক দুর্দান্ত পার্ব্বত্য সর্দার, রাজ-বিদ্রোহী হইয়া একদা মহারাণাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও আহত করেন। অজয় সিংহ তাঁহার দুই পুত্র আজিম সিংহ ও সুজন সিংহকে এই অপমানের প্রতিকারে অক্ষম জানিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরকে মুঞ্জ-দলনে প্রেরণ করেন। হামির মুঞ্জর ছিন্ন মুণ্ড লইয়া পিতৃব্যচরণে উপহার দিলে, অজয় সিংহ সেই ছিন্ন মুণ্ড হইতে রক্ত লইয়া হামিরের ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দেন। আজিম সিংহ ভগ্নহৃদয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। সুজন সিংহ পাছে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে এই আশঙ্কায় মেবার ত্যাগ করিয়া যান।

হামিরের বৃদ্ধি দিল্লীশ্বরের নিযুক্তিয় চিতোরের শাসনকর্ত্তা মালদেবের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি হামিরকে অপমানিত করার জন্য নিজ গৃহে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া বালবিধবা কন্যাকে গোপনে তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। শেষে মালদেবের কন্যার দ্বারা তাহার পিতার চাতুরী ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহারই পরামর্শে হামির মেহতাসর্দ্দার জাল সিংহকে শ্বশুরের নিকট হইতে যৌতুক স্বরূপ প্রার্থনা করিয়া লইলেন, এবং জালের সহায়তায় তাঁহার চির-বাঞ্ছিত চিতোর পূর্ণ-অধিকারে সক্ষম হইলেন। মালদেব দিল্লী গিয়া দিল্লীশ্বরকে এই পরাজয়-বার্ত্তা দিলেন। মহম্মদ খিলিজী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তিনি চিতোর হস্তগত করার জন্যে সসৈন্যে হামিরকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন; পরে রাজপুতের অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান। হামিরের রাজত্ব সুদীর্ঘ ও মহিমামণ্ডিত। কালক্রমে রাজপুতনার রাজন্যবর্গ হামিরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই গেল ইতিহাস, অথবা নাটকের আংশিক আখ্যানভাগের সংক্ষিপ্ত সার। এবার নাটক রচনা সম্বন্ধে একটী কথা বলিব।

নাটকের প্রকৃত সার্থকতা মানবপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করিয়া মানব-প্রকৃতিতে অজ্ঞাতে সরস সদ্ভাবরাশি সঞ্চারিত করা। শুধু লোম-হর্ষণ ঘটনা, কবিত্বছটা, ভাষার সমারোহ, সাময়িক উত্তেজনা বা উন্মাদনার ইন্ধন যোগাইলেও সাহিত্যের জীবন-যুদ্ধে টিকিতে পারে না। টিকিবে তাহাই—যাহা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অন্তর্জগতের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধানে সক্ষম; যাহা দেশ-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ

নয় ;—সমগ্র মানবজাতির চিরন্তন মানবিকতাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

একটা প্রবল মত চলিত আছে,—কাব্য, নাটক, বা উপন্যাসের মধ্য দিয়া কোন উদ্দেশ্য বা তত্ত্ব প্রচার করিতে গেলে উহা নীরস উপদেশের মত, সূচাগ্রবুদ্ধি পাঠকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতিকে বিদ্ধ করে ; ইহাতে Art কে অনাবৃত করা হয়।—কেবল মাত্র রসের খাতিরে রস-সৃষ্টিও কি শুধু কথার ভাণ্ডারে পরিণত হয় না ? সে জন্য দায়ী কে ? উপাদান, না শিল্পী ? রচনা-কৌশল-প্রদর্শন শিল্পীর ওস্তাদী, উপাদান উপাদান মাত্র।

এই নাটকে হামির-জননী যে শেষ কথা বলিয়া গেলেন, 'জয় রক্তপাতে নয়,—প্রেমে,' 'যুদ্ধ পশুবলের স্ফূর্ত্তি,' 'জগতের একমাত্র নিস্তার শান্তি,'—এই কয়েকটি পুরাতন সত্য নূতন করিয়া এই নাটকের ধ্যান-ধারণায় লেখককে প্রেরণা যোগাইয়াছে। যদি পাঠক তাহা খুঁজিয়া না পান, তবে সেটা আমারই বাহাদুরী, আমারই সৌভাগ্য। মুখস্ বা খোলস্ সরিয়া গেলেই রস নীরস, তাহার মধ্য হইতে রূপের বিকট কঙ্কাল উঁকি মারে।—রস-সাহিত্যের পাঠককে একটা উজ্জ্বল আবছায়ার পাছে পাছে ঘুরিতে হয় ; সেই মধুর শ্রম, সুমধুর আয়াসেই শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-অনুভূতি। রসে ডুবিয়া গলিয়া রহিয়া রহিয়া তাহার আস্বাদ-গ্রহণ শেষ হইলে তবে কূল মেলে, অথবা অকূলে হারাইয়া যাইতে হয়। এটা আনন্দের অজ্ঞাতবাস। আনন্দই মানুষের স্বভাব ; হা-হুতাশ কুঅভ্যাস। যেমন বিষাদান্ত নাটক রসলিপ্সুর আনন্দদায়ক,

তেমনি মানবজীবনের দুঃখ সুখের অভিব্যক্তি মাত্র। এই কথাটা সাধক রঘুনাথ আমায় যে ভাবে লওয়াইয়াছিলেন, সেই ভাবে তাঁহারই ভাষায় তাহা এখানে লিপিবদ্ধ হইল ;—"আমার মা ত আমায় দুঃখ চেনায় নি ! জগজ্জননী নিজে আনন্দময়ী ; তার নিখিল আনন্দরচনা। কান্নার অশ্রুকলঙ্ক মুছে ফেল, দেখ্‌বে তা হাসিতে হাসিতে ঝলমল্। ত্রিতাপের মর্ম্ম ভেদ কর, দেখ্‌বে পার্থশরাহত ভোগবতীর মত তা থেকে টগ্‌বগ্ করে' আনন্দের সহস্রধারা উঠ্‌ছে। সংসার আনন্দধাম ; মানুষ মৃত্যুজয়ী না হোক্, দুঃখ-বিজয়ী। মানবজীবন শুধু যুদ্ধ নয়, আনন্দবিজয়।" সাফ্ কথা, শেষ কথা এই,—যদি আমি আদর্শকে পরিস্ফুট করিতে না পারিয়া থাকি, সে দোষ আমার ক্ষুদ্র শক্তির ; আমার বৃহৎ লক্ষ্যের নয়।

গ্রন্থকার।

চরিত্র।

অজয় সিংহ	মেবারের রাণা।
আজিম সিংহ সুজন সিংহ	ঐ পুত্রদ্বয়।
হামির	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র, পরে রাণা।
লছমন্ দাস	ঐ অমাত্য।
কিষণলাল	হামিরের অমাত্য।
ক্ষেত্র সিংহ	ঐ পুত্র।
রঘু পাগলা	জনৈক উদাসীন।
মালদেব	চিতোরের শাসনকর্ত্তা।
জাল সিংহ	ঐ প্রধান অমাত্য, পরে হামিরের সেনাপতি।
মুঞ্জ	জনৈক পার্ব্বত্য সর্দ্দার।
রঞ্জন	ঐ প্রতিপালিত
	জনৈক পিতৃমাতৃহীন রাজপুত।
ভজনলাল	আজিম সিংহের পার্শ্বচর।
মহম্মদ খিলিজি	দিল্লীর বাদশাহ।
রহ্মত খাঁ	ঐ আত্মীয় ও সেনাপতি।
হারাবতী	হামিরের মাতা।
অবন্তী	ঐ স্ত্রী।
রুক্মা	মুঞ্জের প্রণয়িনী।
ময়না	রুক্মার পালিতা কন্যা।
দিল্	মহম্মদ খিলিজির কন্যা।

হামির

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হামিরের মাতুলালয়।

(হামির ও হারাবতী)

হা। মা, দেখেছ! আমার এমন বর্শাটা একেবারে দু'খণ্ড হ'য়ে গেছে! বরাহটার মাথা যেন একটা পাথর!

হারা। হামির, এমনি করে' অপব্যয় আর কত দিন চলবে? প্রকৃতি পাকা গৃহিণী, তিনি অপচয় সহ্য করতে পারেন না। যে নিয়োগ কি প্রয়োগ জানে না, তার পক্ষে শক্তি একটা বিড়ম্বনা।

হা। মা, রাজপুতের বাহু কি অলস হ'য়ে থাকবে?

হারা। এর চেয়ে আলস্য ভাল। মৃগয়া একটা অনাবশ্যক হত্যা,—নিষ্ঠুর ব্যসন; বাহুবল পশুর সম্বল। মানবজীবনের স্পন্দন তাই—যা এক আত্মা হ'তে সহস্র আত্মায় ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে; প্রকৃত কর্ম্ম তাই—যার পথ প্রেমে, গতি সত্যে, পরিণতি মঙ্গলে।

হা। এ প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাস কি করে' সম্বরণ করব মা? মনে হয়, যেন কোন্ কুহকপুরীর একটা আলোর ঝলক তাড়িতের

তাড়নার মত আমার বক্ষপুটে এসে আঘাত করে,—যেন তার লৌহদ্বার ভেঙ্গে দিতে চায়! আমার দুই বাহু ছেয়ে উষ্ণ শোণিতের জোয়ার উঠে আসে; প্রাণের মধ্যে কি এক প্রেরণার ব্যাকুলতা ছাড়া পাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে থাকে। এ আবেগের আগুন নিয়ে আপনার মধ্যে আপনি খাক্‌ হ'য়ে যাচ্ছি। সে উৎসাহের বজ্র কার ওপর হান্‌ব,—কোথায় কোন্‌ পাষাণের বাঁধ চূর্ণ করে' দেবো, বলে' দাও জননি!

হারা। নিজের বিবেক আর নিজের তরবারি নিয়ে আপনার পথ আপনিই করে' নিতে হবে হামির। উত্তেজনা একটা উন্মাদনা।

হা। মা, কোথায় যেন কোন্‌ উদয়শিখরে নব-জীবনের নূতন অরুণ মুক্তাকাশকে কিরণের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে! সেখানে জনসমারোহের আনন্দ-কল্লোল সমুদ্রগর্জ্জনের মত শোনা যাচ্ছে! ভাগ্যের সেই উচ্চতোরণে দেবতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতের মত কর্ম্মের নিশান উড়্‌ছে! সাধনার সিংহদ্বারে জীবনের বিজয়-বাজনা বাজ্‌ছে। সেই বিশ্বতানের তালে তালে পা ফেলে যাত্রা কেমন! —সেই সমুদ্রকল্লোলে কণ্ঠ মিশানো, সেই অনন্ত আকাশে মুক্ত বিচরণ! তাই কি চেতনা? তাই কি লক্ষ্য? তাই কি মুক্তি?

হারা। যে মাতুলের অন্নদাস, যে সোহাগ-পিঞ্জরে বন্দী, তার উড়্‌তে সাধ কেন?

হা। জানি না মা, কেন তুমি কিছু দিন হ'তে এ অভাগার প্রতি বিরূপ! কি চাও, জননি? সন্তানের কাছে কি যাচ্ঞা

তোমার? এই হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটন করে' দিলেও কি তোমার তৃপ্তি হবে না জননি?

হারা। হৃদ্‌পিণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র। হৃদয় দে, ক্ষ্যাপা, হৃদয় দে;—সেই ত প্রকৃত শক্তি। তোর নাম ইতিহাসকে উজ্জ্বল কর্‌বে। কত রাজ্য, কত রাজা কালের গদায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাবে, তুই সেই ভগ্নস্তূপে একটা অক্ষয়বটের মত অভ্যুদয়ের শ্যাম-সজীবতা নিয়ে উন্নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি।

(কিষণলালের প্রবেশ)

কি। মা, মহারাণার নিকট হ'তে একজন দূত কুমারের দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে দ্বারে অপেক্ষা কর্‌ছে।

হারা। তাকে নিয়ে এস। আমি তবে আসি—

(প্রস্থান)

(রঘুপাগলার প্রবেশ)

রঘু। জয় হোক্‌।

হা। প্রণাম হই। পিতৃব্যের কুশল ত?

রঘু। হাঁ, তিনি বেশ খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, ঘুমুচ্ছেনও। তবে কিনা, বিদ্রোহী মুঞ্জসর্দ্দারকে জব্দ করতে গিয়ে সম্প্রতি তার তলোয়ারের খোঁচায় ভাঙ্গা কপালটা একটু বেশী হাতে জখম হয়েছে। সে ঘা-টা কখনও কখনও টন্‌ টন্‌ করে' ওঠে বটে! তা যাবে,—সেও শুকিয়ে যাবে। চিতোরের এত বড় নালী-ঘাটাই যদি ভরে' যেতে পারে, তবে এ আর কি! তবে কথা কি, সে ঘায়ের ওপরটাই বুজেছে, ভেতরটা এখনও দক্‌দকে!

কি। চিতোরের নালী-ঘা কি রকম ?

রঘু। আহা, আমাদের মহম্মদ খিলিজি প্রভু বেঁচে থাকুন; অমন প্রলেপ বুঝি আর কেউ দিতে জানে না! তবে দুঃখ এই যে, সে ঘায়ের মুখ খুলে দেবার লোক রাজপুতানায় আর হ'ল না!

হা। হবে, ব্রাহ্মণ, হবে।

রঘু। সে কবে? তা হ'লে কি হামির বৃথায় মাতুলের অন্ন ধ্বংস করে?

হা। যাব, রঘুনাথ, যাব। একদিন বাঁধন খুলে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব।

কি। কুমার, চলুন সেই জীবন-যুদ্ধে,—যবন-যুদ্ধে। খিলিজি বাপ্পার সিংহাসন কলঙ্কিত করেছে; সে রাহু, শুধু চিতোর নয়—সূর্য্যবংশের মহিমা গ্রাস করে' বসেছে!

(হারাবতীর পুনঃ প্রবেশ)

হারা। হিন্দু, 'যবন' কথাটা তোমাদের অভিধান থেকে কবে বহিষ্কৃত হবে? ব্রাহ্মণ, তুমি কি ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা করা'তে এসেছ? জাতি-বিদ্বেষে, ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুস্থান আজ শ্মশান! যাও ব্রাহ্মণ, হামির শ্মশানের ইন্ধন যোগা'তে যাবে না।

রঘু। বল কি মা! হামিরের জন্য রাজসিংহাসন অপেক্ষা করছে। মুঞ্জের ছিন্নশিরের পুরস্কার—মেবারের গদী।

হারা। ব্রাহ্মণ, হামির মনুষ্যত্বের জন্য রাজত্বে পদাঘাত করতে জানে।

রঘু। তুমিই কি মা মহাবীর অরিসিংহের পত্নী? তুমি কি সেই?—যার কিশোর-বাহুত্যক্ত জনারদণ্ড একদিন বন্তবরাহের মস্তক সুতীক্ষ্ণ ভল্লের মত বিদ্ধ করেছিল! তুমি কি সেই?—যার শৈশবসুলভ ক্রীড়াকৌতুকে মেবারের সিংহ তার যোগ্য সিংহিনীর সন্ধান পেয়েছিল! না, না, থাক্। এ ভুট্টার মুলুকে অতীতের মুক্তা ছড়িয়ে কি হবে! চল্লেম; অজয়সিংহকে বল্‌ব,—মুঞ্জর আঘাতে তুমি আহত হয়েছ, মেবারের পৌরুষ ব্যাহত হয়েছে, চিতোর ধূলায় লুঠ্‌ছে, তবু হাম্বির এল না,—সে মায়ের অঞ্চল-বন্ধন ছিন্ন কর্‌তে পার্‌লে না! তুমি পুত্রদের কাছে নিরাশ হ'য়ে ভ্রাতু-ষ্পুত্রের কাছে বড় আশায় আমায় পাঠিয়েছিলে,—সে আশাও ছাই হ'ল।

হা। মা, চল্‌লেম। যদি না পাই তোমার আশীর্ব্বাদ, দাও অভিশাপ;—সেও ত মায়েরই দান! অমঙ্গলে মঙ্গল, তা আমি শিরস্ত্রাণের মত মাথায় নিয়ে শত্রুর অসির সম্মুখীন হব।

হারা। স্থির হও, বৎস! তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পার নি। রাজপুত-জননী কি বীর পুত্রকে গৌরব-অর্জ্জনে বাধা দেয়, অভিমানী ছেলে? মা কি আপনার রক্তমাংসকে অভিশাপ দেয়? আশীর্ব্বাদই যে তার মাতৃত্ব! এই লও; (তরবারি দান)—মাতৃ-মন্ত্র-পূত তরবারি দিয়ে মুঞ্জর ছিন্ন মুণ্ড পিতৃব্য-চরণে ডালি দাও। এই জয়-খড়্‌গে চিতোরেরও নাগ-পাশ ছিন্ন হোক্।

কিষণ ও রঘু। জয়, মায়ের জয়!

হারা। কিন্তু মনে রেখো হাম্বির, মনের কালি নিয়ে, জাতি-

বিরোধের বিষ দিয়ে জাতির মঙ্গল সাধিত হয় না। ভাই পর হ'য়ে গেছে, নিজের প্রাপ্য অংশে তৃপ্ত না হ'য়ে ভা'য়ের হকে হক্ বসিয়েছে,—তাকে বেদনার জন্য আঘাত না দিয়ে চেতনার জন্য যেটুকু নাড়া-চাড়া দরকার তাই দিয়ে বিদ্রোহীকে আয়ত্ত কর। এটা হিংসা নয়,—প্রেম; আহব নয়,—শান্তি। যাও বীর, সেই ধর্ম্ম-যুদ্ধে; দেবতা তোমার সহায়।

(প্রস্থান)

হা। তবে জ্বল্,—মাতৃদত্ত খড়্গ, জ্বলে' ওঠ্। আয়, তোতে আমাতে নব-তরঙ্গে ভেলা ভাসাই :—হয় কূল, না হয় নির্ম্মূল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলবারা—সুজনসিংহের প্রমোদাগার।

(আজিমসিংহ ও ভজনলাল)

আ। আচ্ছা ভজনলাল!

ভ। আজ্ঞে করুন।

আ। তোমার নাকি ঘরে বেজায় অশান্তি?

ভ। আজ্ঞে হাঁ। দিনে যেমন মাছি, রাতে তেমনি মশা!

আ। তোমার অন্দরের কথা বল্ছি;—ভারী না কি জ্বালাতন হচ্ছ?

ভ। আজ্ঞে সেখানকার কথা কি আর বল্‌ব? চন্দ্রসূর্য্যের সাধ্যি কি সেখানে ঢোকেন! হাওয়া বেচারী যে এত কাহিল, তারও গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে যায়। গ্রীষ্মে যেমন ছট্‌ফটানি, শীতে তেমনি কন্‌কনানি!

আ। আমরা সব খবর রাখি হে;—তোমার বাড়ীতে রোজ কুরুক্ষেত্র।

ভ। আজ্ঞে সেটা আদর,—আদর।

আ। তুমি একটা বাঁদর,—বাঁদর!

ভ। আর আপনি নৃসিংহ-অবতার।

আ। যাক্‌, এখন আপোস্‌। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বো,—সত্যি বল্‌বে?

ভ। আমি কি মিথ্যে বল্‌বার লোক?

আ। তা আর বল্‌তে! যাক্‌—বাজারে গুজব, তুমি নাকি দুঃখ ভুল্‌বার জন্যে সিদ্ধি ধরেছিলে?

ভ। ওগো মশাই, আসুন ত,—এগিয়ে আসুন; আপনাকে কাঁধে করে' ধেই ধেই নাচি! এত দিনে নেশা কর্‌বার একটা অজুহাত পেলেম; এর জন্যে যে কত পুঁথিপত্র ঘেঁটেছি—সব ভাল ভাল কেতাব!—কোন ব্যাটাও এ সম্বন্ধে কিছু লেখে নি,—স্বয়ং বেদব্যাসও না!

আ। এর চেয়েও দুঃখ ভোল্‌বার চিজ্‌ আছে।

ভ। আজ্ঞে, কি?

আ। নাচ, আর গান।

ভ। কেয়াবাৎ! তয়্‌ফাও তৈয়েরী, ইসারাও পেলেম! (দ্বার খুলিয়া) ওগো, তোমরা এই দিকে এস, আমরা একটু দুঃখ ভুল্‌ব।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

ন-গণ। (গীত)

আমরা পরাণ নিয়ে খেলা ভালবাসি।
আসে কুরঙ্গ, আশে মাতোয়ারা,
শুনে' বাঁশী—শুনে' মধু-বাঁশী পরে সেধে ফাঁসি।
ফুলবাসে ভরা মধু রাতি,
এস বঁধু, আছি হৃদয় পাতি,
এস পিয়াসী, জুড়াও আসি—
আমরা ভেঙ্গে দিই পেয়ালা নিশি-শেষে,
'সুধা নাই, সুধা নাই' বলি হেসে,
পিয়াই বঁধুয়া গরলরাশি।

(রঘুপাগলার প্রবেশ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

রঘু। ভায়া হে, রস-ভঙ্গ কর্‌লেম, কিছু মনে ক'রো না!

আ। কুছ্ পরোয়া নেই! দাদা, একটু সিদ্ধি খাবে?

রঘু। (সুরে)—

ভোর হয়েছি সিদ্ধি খেয়ে
সিদ্ধেশ্বরীর আপন হাতে,
তোমার সিদ্ধি খাও তুমি ভাই,
নেশা হয় না আমার তা'তে।

ভ। আচ্ছা পাগ্‌লা ঠাকুর, শুনেছি আরাবলী-পাহাড়ের নাকি একটা ন্যাজ বেরিয়েছে, দুটো শিং গজিয়েছে ?

রঘু। এই রকম ত জনশ্রুতি। হবেই বা না কেন ! পাষাণে কি প্রেম নাস্তি ? (আজিমকে দেখাইয়া) এই—ওঁর যদি তোমার মত একটি পুচ্ছ, আর যাঁরা এই মাত্র গেলেন, তাঁদের মত মাথায় একটি গোলাপ-গুচ্ছ গজিয়ে উঠ্‌তে পারে, তবে কি সেই চৌয়াড় বেটা একটু সখ্‌ কর্‌তে পারে না ?

আ। এই না শুন্‌লেম, তুমি মহারাণার আদেশে হামিরকে তার মামা-বাড়ী থেকে আন্‌তে গেছ ?

রঘু। আর ব'লো না ভায়া, বুড়ো হ'লেই ধেড়ে রোগে পায় ! নইলে যার কেশর ঝরে' পড়েছে, দাঁত ক্ষ'য়ে গেছে, নখ ভোঁতা হয়েছে, সে সিংহও আবার হুম্‌কি দেন ! কিন্তু আমি তাজ্জব বাই বুড়োর বাড়াবাড়িটা দেখে' ; মাথার চুড়োই না হয় গুঁড়ো হয়েছিল, মাথা ত ঠিক ছিল ! কপালেই না হয় চোট্‌ লেগেছিল, একটু জল-পটি লাগালেই ত সেরে যেত !

আ। হামির কি এসেছে ? মুঞ্জের মাথা কাট্‌তে পার্‌লেই ত সে গদী পাবে।

ভ। তবে আবার আস্‌বে না !

রঘু। উহুঁ, সে ছোক্‌রা কি রাজ্যের লোভে ভোলে ! সুবিধা ছিল এই যে, এ রাজ্য এখন অস্থিচর্ম্ম-সার, এতে চেক্‌নাই ফোটানো দরকার। হামির নিজের শক্তির দেমাকে অধীর হ'য়ে পড়েছিল। তার কাছে রাজ্যের চেয়ে কার্য্যই এখন প্রিয়, তাই

টোপ গিল্‌লে; আর অম্‌নি এক টানে কাকার কাছে এনে হাজির! সৈন্য সাজ্‌ছে,—যাবে মুঞ্জর মাথা কাট্‌তে। আমাকেও দলের সঙ্গে যেতে হবে। এই পথ দিয়েই হামিরের যাবার কথা, তাই এ দিকে এসেছিলেম। তুমি ফূর্ত্তি কর্‌ছ দেখে' ভাব্‌লেম বাহবা দিয়ে যাই। তুমি বাহাদুর বটে! ও দিকে 'মার্ মার্, ধর্ ধর্,' আর তুমি নাচ গানে তর্। ভায়া, তুমিই আদত্ যোগী!

ভ। আমরা দুঃখ ভুল্‌ছিলেম।

রঘু। খুব ভোলো। হামির বোধ হয় অন্য রাস্তা নিয়েছে। এখন তবে যেতে অনুমতি কর্‌তে হচ্ছে।

(প্রস্থান)

আ। ভজনলাল, মহারাণার প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছ ত? যে মুঞ্জের মাথা কেটে আন্‌তে পার্‌বে, তাকে তিনি গদী দেবেন! আমার মনে হয়, হামিরের কপালেই মেবারের রাজটীকা সেজেছে।

ভ। প্রকারান্তরে আপনারা ত্যাজ্য পুত্র! এমন বাবাকে আমি হ'লে ত তড়াং করে' মুখের ওপর শুনিয়ে দিই,—মশায়ও আমাদের ত্যাজ্য পিতা!

আ। আমার বুকটার ভেতর যেন কি হচ্ছে,—

ভ। তবে দুঃখ-ভুলানীদের আবার ডাকি?

আ। যাই, বুকের ভেতর ভারি যাতনা হচ্ছে।

(প্রস্থান)

ভ। ও কি! আমাদের যে আজ ভাল করে' দুঃখ ভোলা হ'ল না! তাই ত! রকমটা ভাল নয়; আগে থেকে যে সাম্‌লায়,সে পস্তায়

না। মোসায়েবের হাজার দরওয়াজা খোলা। হামির ছোক্‌রার বিদূষক-ভাগ্য নেই, কিন্তু সে গদী পেয়ে বসে' আছে। এখানকার ভাত ত উঠ্‌লো। শুনেছি মালদেব মোসায়েব-পোষা; সেখানেই গিয়ে পড়্‌তে হবে। তার জন্যেই জীবনের একটী অবলম্বন পেয়েছিলাম, এবং পেয়ে হারিয়েছিলাম; এই জন্য তাকে ভালও বাসি, ঘৃণাও করি। তা মোসায়েবী কর্‌তে হ'লে মনের ভাব ধামা-চাপা রাখ্‌তেই হয়। তবে যদি সেখান থেকেও ফির্‌তে হয়, একেবারে দিল্লীতে বড় কর্ত্তার কাছে গিয়ে হাজির হব। স্ত্রী মুখরা, নিজে আটকুড়ো! অতৃপ্ত পিতৃস্নেহ ঢেলে যদি বা পরের ছেলেমেয়েকে আপনার করেছিলেম,—তারা দু'টিতেও যে দিন ছেড়ে গেল, সে দিন থেকে জীবনযাত্রার আকর্ষণ চলে' গেছে। তাই হেসে খেলে, ইয়ারকি করে', কোন মতে সময় কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ন্যায়ই জানে কে, আর অন্যায়ই জানে কে! নিজেকে ভুলে থাক্‌লেই ঢের হ'ল।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মুঞ্জের গৃহসম্মুখ।

(গাইতে গাইতে রঘুপাগলার প্রবেশ)

রঘু।　　　　(গীত)

মায়ার বসন ফেলে দিয়ে আয় মা সেজে উলঙ্গিনী;
মায়ে পোয়ে ফাগ্‌ খেলি আয়, রাঙ্গা হবি শ্যামাঙ্গিনী!

হাতের অভয় উঠ্‌বে নেচে,
চরণের শব উঠ্‌বে বেঁচে,
দে মা কালের নিদ্রা ভেঙ্গে শ্মশানরঙ্গে ও রঙ্গিণী।

মুঞ্জের খোঁজে হামির একলাই এখানে ঢুকেছে। হা ভাগ্য! তুই মেবারের রাণাবংশটার পেছুনেই খুব-হাতে লেগেছিস্! তুইও কম নো'স্, ও আমার চিতোর, আমার সোণার কাঠি—সোণার মাটি! তুই যে নিয়তির কলের পুতুল! বলি, ও আলা-দিনের প্রদীপ, বল্ দেখি তুই আগে ছিলি কার?—রাজপুতের। আর এখন?—পাঁচ ভূতের,—থুড়ি; মহম্মদ খিলিজির। বেশ, বেশ! ছিলি দেওয়ানা, হয়েছিস্ সেয়ানা। বল্‌বে,—চারা কি? যে দিকে হাওয়া, সেই দিকে ধাওয়া।—বহুত্ আচ্ছা!

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। তুমি কে হে?

রঘু। দাঁড়ান মশায়, কথাটা শেষ করে' নিই।—আচ্ছা বহুরূপী, যদি এমনি করে' শেষটা হাসাবি, তবে মেবারের রাণা-বংশটাকে নাচিয়ে তুল্‌লি কেন? যদি ভরাই ডুবাবি, তবে কাঙ্গালকে কুবের-ভাণ্ডারের রাস্তা চেনালি কেন? ও পোড়া মাটি, নাই বা ছিল তোর সবুজ-সম্পদ্, তোর দগ্ধ-জনারই যে সাগরছেচাঁ মাণিক! ও আমার মাটির স্বর্গ, তোর দেবতা ভেগেছে; তুই যে ঢেলা, সেই ঢেলা। চোখ্‌খাগী, এখনও

দেখ্‌লি না, তোর সোণার আদর্শ গোল্লায় গেছে! তুই ত মরুভূমি নো'স্,—তুই শ্মশান!

র। এখন ত শেষ হ'ল? এবারে পরিচয়টি দাও।

রঘু। মশাই দেখ্‌ছেন মস্তকে শৃঙ্গ নাই, নাসাগ্রে খড়্গ শোভা পাচ্ছে না, চার পায়ে ভর করে' দাঁড়িয়ে নেই;—এতেও যদি ঠাওরাতে না পেরে থাকেন, তবে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, আমি আপনার দলে নই,—কিছুতেই না।

র। তুমি পাগল নাকি!

রঘু। ওই রে! বুলি ধরেছ? জিতা রহো, আত্মারাম! কেন বাবা, আমার বোলটা কিছু খোলা-ভোলা; আর যা বলি, তেমনি চলি,—এই না অপরাধ? নইলে আমার পা কি মাথা কোনটাই গোল নয়।

র। হুঁ, তুমি বেজায় টন্‌টনে।

রঘু। আহা, কি প্রেম! শুনে' বাধিত হ'লেম—বাধিত হ'লেম। এখন তবে যেতে অনুমতি কর্‌তে হচ্ছে।

র। তুমি নিশ্চয় রাণার চর।

রঘু। আমায় শুধু 'চর' বল্‌লে অপমান করা হয়। আমি উভচর; তবে জলের পরীক্ষাটা আপাততঃ দিতে পাচ্ছি না, কেননা, ভাঁটায় পড়ে' খাবি খাচ্ছি। যদি কখনও জোয়ারের নাগাল পাই, সাঁতারের খেল্ দেখিয়ে দেবো।

র। মরুভূমিতে জোয়ার! বলে কি? আচ্ছা ক্যাপা নিয়ে পড়া গেল!

রঘু। মশাই আজ্ঞা করেছেন ঠিকই ; ভরসা কর্‌তে আর ভরসা হয় না। এত সোণার চাঁদ ছেলে, এত দেবীর বাড়া মেয়ে বুক চিরে দিলে, তবু সন্তানখাগীর তেষ্টা আর মেটে না! বালিও ভিজ্‌বে না, পাষাণও গল্‌বে না ; অতএব, আমায় যেতে দিতে অনুমতি কর্‌তে হচ্ছে।

র। তোমাকে ভাল করে' যাওয়াই।

(রঘুর হস্ত বন্ধন)

রঘু। আহা, কি প্রেম! বাধিত হ'লেম—বাধিত হ'লেম।

(ময়নার প্রবেশ)

ম। রঞ্জন, রঞ্জন, আমাদের সেই চিতে হরিণটার কি সুন্দর বাচ্ছা হয়েছে দেখ্‌বে এস।—এ কে!

র। ওকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব।

ম। হাত বেঁধেছ কেন? ওর যে ল্যাগ্‌ছে!

রঘু। না, না, উনি বাধিত করেছেন,—বাধিত করেছেন।

র। বাঁধ্‌বো না? ও কি আমাদের আপন?

ম। যদি মানুষ মানুষের আপন না হয়, তা হ'লে ওই যে গাছ আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ও ত আরও পর! ও আর ছায়া দেবে না, ফল যোগাবে না,—মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়্‌বে ; কেননা, মানুষ ভালবাস্‌তে জানে না।

(রঘুর বন্ধন মোচন)

র। ময়না, তুমি সরলা বালিকা ; কাল থেকে হামিরের সঙ্গে আমাদের লড়াই চল্‌ছে,—এ সময় সাবধানতা একান্ত আবশ্যক।

ম। লড়াই চল্‌ছে,—তুমি এখানে কেন ?

র। একজনকে দেখ্‌তে ছুটে ছুটে আসি। কিন্তু একটা কর্ত্তব্যও কি আমায় ভাল করে' কর্‌তে দেবে না ?

(রঘুকে ধরিতে উদ্যত)

ম। (বাধা দিয়া) না। তোমার কাজ বড়, না আমি বড় ?

র। তুমি।

ম। তবে আমার হুকুম মান ?

র। এক শ বার। তুমি প্রভুর স্নেহের পুতুল, তা বলে' নয়।

ম। তবে কি ?

র। তুমি ত তা জান।

ল। (রঘুকে) আহা, তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে ; আমাদের গৃহে বিশ্রাম কর্‌বে এস। তুমি আজ আমাদের অতিথি। পাহাড়ে' বলে' ঘেন্না কর্‌বে না ত ? রঞ্জন না বুঝে তোমায় বেঁধেছিল; কিছু মনে ক'রো না।

রঘু। মনে আবার করি নি ? সেই জন্যই ত ছাড়া পেয়েও এখনও ভাগি নি। আসল কথাটা শুন্‌বে ?— যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবু যেতে হবে একজনকে খুঁজ্‌তে। আতিথ্যের কোনই প্রয়োজন নাই। আজ যা দিলে, সে যে মনের একরাশ্‌ খোরাক,— অনেক কাল বসে' খাওয়া যাবে, আর সাথে সাথে আশীর্ব্বাদটাও

করা যাবে। (রঞ্জনকে) দেখুন মশাই, আপনি সত্য সত্যই বড় বাধিত করেছেন—বড় বাধিত করেছেন।

(প্রস্থান)

ম। রঞ্জন, কি ভাব্‌ছ ?

র। একটা জ্বলন্ত আগুন নিয়ে খেলা কর্‌ছি,—না না, তোমায় দেখ্‌ছি।

ম। ততক্ষণ হরিণ-ছানা দেখ্‌লে কাজ দিত।

র। এই বুঝি তোমার ভালবাসা ?

ম। তুমি তা কি বুঝ্‌বে! ছেলেবেলা তোমাকে মায়ের পেটের ভাই বলে'ই জান্‌তেম। জ্ঞান হ'য়ে সে ভুলই ভেঙ্গেছে,—কিন্তু ভালবাসা তেমনই আছে।

র। কাঙ্গালের কথা যে ভাব, এই যথেষ্ট ; এর বেশী প্রত্যাশা তার সাজে না। চল্‌লেম ; আশীর্ব্বাদ কর,—যুদ্ধ হ'তে যেন না ফিরি।

ম। রঞ্জন, ভাই, অভিমান করে' আমার ভগ্নী-গর্ব্ব ধূলিসাৎ ক'রো না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হামির ও মুঞ্জ সর্দ্দারের প্রবেশ)

হা। আমি যে আজ তোমাকেই খুঁজ্‌ছি।

মু। সেটা উভয়তঃ।

হা। দু'দিকেই বৃথা বলক্ষয় হচ্ছে। এস, তোমাতে আমাতে শির বাজী রেখে হার জিত ঠিক করে' ফেলি।

মু। তা'তে আমি খুব রাজী।

হা। তবে আপনাকে বাঁচাও।

মু। আগে নিজকে সামাল দাও। (যুদ্ধ)

হা। তুমি আহত হয়েছ।

মু। এখনও হত হই নি।

হা। তোমার মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মু। কিন্তু তা খসে' যায় নি।

(যুদ্ধ ; মুঞ্জের পলায়ন ও হামির কর্ত্তৃক তাহার অনুসরণ)

হা। (অন্তরালে) জয় মহারাণা অজয়সিংহের জয়!

(অন্তরালে বামাকণ্ঠে আর্ত্তনাদ, এক হাতে মুক্তকৃপাণ ও
অন্য হাতে মুঞ্জের ছিন্ন শির লইয়া হামিরের পুনঃপ্রবেশ
এবং রুক্মা ও তৎপশ্চাৎ ময়নার প্রবেশ)

রু। কে তুই তস্কর?

হা। আমি হামির; সম্মুখযুদ্ধে রাজদ্রোহীর মাথা কেটে রাজাকে উপহার দিতে নিয়ে যাচ্ছি।

রু। (গমনে বাধা দিয়া) আমায় হত্যা না করে' যেতে পারবি নে।

হা। তুমি স্ত্রীলোক; তোমার সাথে হামিরের কোন বিবাদ নাই।   (প্রস্থান)

রু। কোথা পালা'ল খুনী? (প্রস্থানোদ্যত)

ম। (রুক্মাকে ধরিয়া) মা, দেবতার সঙ্গে বাদ করে' কি হবে? সে রোষে পড়ে' বাবা গেলেন,—শেষে মাকেও হারাব!

রু। ময়না, পিশাচ দেবতা?

ম। মা, অমন রূপ কি মানুষের হয়? অমন গলা কি শুনেছ? অমন চলা কি দেখেছ? এ নিশ্চয় কোন দেবতা, রুষ্ট হয়েছিলেন!

(বেগে রঞ্জনের পুনঃপ্রবেশ)

র। মা, আততায়ীকে বাধা দিতে গিয়ে আমার এই দশা হয়েছে (রক্তাক্ত মস্তক প্রদর্শন)। সে দ্রুতগামী অশ্বে ঝড়ের মত অন্তর্ধান হ'য়ে গেল! প্রভুর ছিন্নমুণ্ড দেখে আমাদের দল যখন পালাতে আরম্ভ করলে, সেই সুযোগে শত্রুরা আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে' ক্ষান্ত হয় নি, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে! আজ যে তোমাদের নিয়ে কোথা দাঁড়াব, তার স্থানটুকুও নেই।

রু। সব যাক্। তাঁর চেয়ে আমার বেশী কি? ঘর নাই,— গাছতলা নেয় কে? সর্ব্বস্ব গেছে,—উঞ্ছবৃত্তি নেয় কে? আমি মরবো না, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে' টিঁকে থাক্‌বো। প্রতিশোধের আশায় বেঁচে থাক্‌বো। নইলে আমার প্রাণ ত একজনের সঙ্গেই চলে' গ্যাছে।

ম। বাবা, বাবা, কেন তুমি দেবতার সঙ্গে বাদ করেছিলে? বাবা, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে! (বসিয়া পড়িল)

রু। ওঠ্ ময়না, ওঠ্; কাঁদ্‌বার দিন ঢের পাব। আগে প্রতিশোধ নিই। রঞ্জন, তুইও আয় বাবা; আজ তিন জনে মৃতের নামে শপথ করি, হামিরের সেই দশা ঘটা'ব। ছিন্ন মুণ্ডের রক্ত স্পর্শ করে' প্রতিজ্ঞা করি হামিরের রক্তে স্নান কর্‌বো।

র। মা, আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম।

ম। মা, দেবতাকে কে এঁটে উঠ্‌বে?

রু। তবে থাক্, তোকে আমরা চাই না।

ম। কেন মা? তুমি আমায় যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

রু। তবে শোন্, তুমিও শোন রঞ্জন,—আজ থেকে হামিরের নাম যেখানে হবে, সে স্থান আমাদের নরক; ও নাম যে করবে, সে আমাদের শত্রু। হামিরের রক্ত চাই,—তার বুকের রক্ত। স্বামী, প্রাণাধিক, প্রিয়তম! বড় লেগেছে, না? বড় লেগেছে! প্রাণঘাতীর হৃদয়-রক্তে তোমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবো,—সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবো।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর দুর্গ

(মালদেব ও জালসিংহ)

মা। আচ্ছা জাল, তুমি ভূত মান?

জা। চিরটা কাল যার বেগার খাটছি, তাকে আর মানি না?

মা। আমি প্রায় রাত্তিরেই ভূত দেখি। পদ্মিনীর ভূত এসে

আমার চারদিকে আগুন নিয়ে খেলা করে ; আমি চম্‌কে উঠি, চীৎকার করি, আবার দিন হ'লে সব ভুলি ; মনে হয়, রাত্রের কাণ্ডগুলো একটা দুঃস্বপ্ন।

জা। আপনি মাঝে মাঝে ভূত দেখেন, আমি অষ্টপ্রহর দেখ্‌ছি! তার আব্‌দার শুন্‌ছি, হুকুম মান্‌ছি ; তা স্বপ্নও নয়, দুঃস্বপ্নও নয়,—বেজায় সত্যি।

মা। তুমি কি বল্‌তে চাও, আমিই ভূত?

জা। না হয় অদ্‌ভুতই আছেন, ভূতের নিকট আত্মীয় ; যেমন তাল আর বেতাল!

মা। আমি অদ্ভুত হ'তে গেলাম কেন?

জা। ললাট-লিপি! কাক ময়ূরপুচ্ছ পরতে চায় কেন?—তারও একটা বাতিক, একটা বিদ্‌ঘুটে খেয়াল।

মা। জাল, তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু তা হ'লেও মুনিব—মুনিব, চাকর—চাকর।

জা। আমায় চাকর বল্‌লে আপনার গতি কি হবে? রাগে ত্রৈরাশিক ভুল্‌বেন না। দয়া করে' আমায় 'গোলামের গোলাম' বল্‌তে আজ্ঞা হোক্। খিলিজি-অনুগ্রহের লোণা আস্বাদ এত শীগ্‌গির ভোলাটা আপনার মত বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

মা। জাল, তুমি একটি মাকাল!

জা। তা কি এতদিনে বুঝ্‌লেন?

মা। যা-ই বল, আমিই এখন চিতোরাধিপতি।

জা। বাপ্পার কাছাকাছি আর কি!

মা। চিতোরের রাজবংশ কি আকাশ থেকে পড়েছিল? তারাও রাজপুত, আমিও রাজপুত।

জা। যেমন আরসুলাও পাখী, আর ভেকও পশুরাজের জাতি!

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভ। আর এই বান্দারামও একটা মানুষ!

মা। তুমি কে?

ভ। একজন উমেদার।

মা। কি কাজ চাও?

ভ। আপনার মোসাহেবী। বিশ্বাস কর্‌বেন কি না জানি না।—এ কাজে আমার ভারী ফূর্ত্তি, বেজায় দখল।

মা। তুমি আগে কোথায় ছিলে?

ভ। আজ্ঞে সে দুঃখের—থুড়ি, সে সুখের কথা কি বল্‌ব? ছিলেম এক হাবা গঙ্গারামের কাছে, চিন্‌লে চিন্‌তেও পারেন—অজয়সিংহের বেটা আজিমসিং। ছেলে ইয়ার,—বাপ গোঁয়াড়। মুঞ্জ সর্দ্দারের গুঁতো খেয়ে বাপ ছেলেদুটোকে ধর্‌লেন,—'উস্‌কো শির লে আও।' ছেলেরা বল্‌লে,—'আমরা নাবালক, নেই সেকে গা।' আর অমনি ভাইপো হামিরকে তলপ! সে ধাক্কায় আমিও ছিট্‌কে পড়েছি;—ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তাই লুফে নিলেন, অথবা নিশ্চয় নেবেন।

জা। হামির বড় শক্ত গুয়া,—না? তাই বুঝি দাঁতের খেল্‌টা এখানে দেখাতে এসেছ?

ভ। সে ছোক্‌রার কথা আর বল্‌বেন না। রাজ্য কর্‌বেন, কিন্তু মোসাহেব রাখ্‌বেন না! দেখ্‌তেই পাবেন, রাজ্য কতদিন থাকে! এ বিষয়ে আপনার ভারী খোস্‌নাম্। যা হোক্, দুঃখ ভোল্‌বার একটা জায়গা হ'ল। আপনার এখানে সিদ্ধিও চলে, সিদ্ধেশ্বরীরও অভাব নাই।

মা। দুঃখ ভোলা কি হে?

ভ। আজ্ঞে, আমার পুরাণ মুনিব আমায় একটা আখেরের রাস্তা বাত্‌লে দিয়েছিলেন; সেই দুঃখ-ভোল্‌বার হজমিগুলি হচ্ছে—সিদ্ধিপান, আর নাচগান।

জা। আপাততঃ এস্থান হ'তে প্রস্থান করে' আমাদের দুঃখ ভোলাও ত হে বাপু! অনেক জরুরী কাজ পড়ে' আছে।

ভ। যেখানে কাজ সেখানেই দুঃখ, আর সেইখানেই দুঃখ ভোল্‌বারও দবকার। তা আপনি না বুঝুন, উনি বুঝ্‌ছেন,—তবেই হ'ল। যাই, বাইরে অপেক্ষা করি। এসে যখন পড়েছি, বিদেয় হচ্ছি নে।

(প্রস্থান)

জা। বাদ্‌শাহী ফৌজের রসদ যোগা'তে প্রজার মুখে রক্ত উঠে গেল! তার ওপরে মালগুজারির জন্য যে সব জবরদস্তি আরম্ভ হয়েছে, এ আর কি করে' তারা বর্‌দাস্ত করে? দিল্লীশ্বরকে এই ফৌজ তুলে নিতে অনুরোধ করে' পাঠালে হয় না?

মা। কোন ফল হবে না। তার মালগুজারি চাই—

দুর্ভিক্ষই কে জানে, সুভিক্ষই কে জানে! যদি মালগুজারি পাঠাতে পারতেম, তবে বল্বার মুখ থাক্ত।

জা। আমাদের ত মালগুজারি সংগ্রহ হয়েছে।

মা। সে সামান্য রাজস্ব নিয়ে দিল্লী যাবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

জা। যদি আদেশ হয়, তবে এ দাস তা নিয়ে দিল্লীশ্বরকে সেলাম করে' আসে।

মা। তা হলে তোমার মাথা যাবে।

জা। মাথার চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে।

মা। কি?

জা। মত। যাই, প্রস্তুত হই গে।

মা। এত ব্যস্ত কেন?

জা। মাথাটা বড় ভারী বোধ হচ্ছে, দেখি, দিল্লী গিয়ে মাথার ব্যামোটা সারে কি না।

(প্রস্থান)

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। বাবা, বাদ্শার ফৌজ যতদিন থাকে, রাজকোষ হ'তে তাদের রসদ যোগাও। গরীবের বাড়া ভাত কাড়্লে দেবতা কি তা সইবেন?

মা। আমি মালখানার খাজাঞ্চি মাত্র, আমার সাধ্য কি বাদ্শার লোক্সান করি!

অ। যদি প্রজার ভাল করতে না পার, যদি দুঃখীর দুঃখ দূর

তোমা হ'তে না হয়, তবে বৃথা রাজ্যের বোঝা ব'য়ে কি কাজ ? যে গরীবের সেবক, সেই ত রাজা।

মা। আমি পরের আজ্ঞাধীন, আমি কি কর্‌তে পারি ?

অ। কি না কর্‌তে পার, বাবা ? তুমি যা ই হও, তুমি আপাদমস্তক রাজপুত। ওই আরাবলীর প্রত্যেক রক্তাক্ত পাষাণ তোমার ইতিহাস লিখে রেখেছে ; ওর কন্দরে কন্দরে 'হর হর বোম্ বোম্' কালের সুপ্তিকে বার বার ভেঙ্গে দিচ্ছে। তুমি ত বধির নও, বাবা ! তুমি হুকুম-বর্‌দার, হুকুম কি শুন্‌ছো না ? ডাক কি মান্‌বে না ? তবে তুমি রাজদ্রোহী, তুমি বিশ্বাসঘাতক।

মা। অবন্তি, মনে রেখো—পিতার যে মত, সন্তানেরও সেই পথ।

অ। বাবা, তুমি দেহের জন্মদাতা, কিন্তু জ্ঞানের জন্ম দিয়েছে বিবেক। তুমি বিশ্ব দেখিয়েছ, সে বিশ্বেশ্বরকে চিনিয়েছে। আমি কারও কাছে অবিশ্বাসিনী হব না।

মা। তবে তুই কি কর্‌তে বল্‌সি, মেয়ে ?

অ। শুন্‌লেম, হামিরসিংহ মেবারের গদীতে বস্‌ছেন। এ ওলোট-পালট একটা মহাপরিবর্ত্তনের সূচনা কর্‌বে। হামির মহাবীর অরিসিংহের পুত্র, বীর্য্যবতী হারাবতীর গর্ভে তার জন্ম। সে সিংহশাবক কাষ্ঠপুত্তলিকার মত সিংহাসনে বসে' থাক্‌বে না। মেবারের সুসময় এসেছে ; এ শুভক্ষণে তুমি কি মেবারের কুপুত্র বলে' পরিচয় দেবে ? না বাবা, যাও—তোমার শক্তি, তোমার আকিঞ্চন নিয়ে সেই গৈরিক পতাকার নীচে সমবেত হও। রাজপুত যদি

রাজপুতের জন্য বাহু না বাড়ায়, তবে পৃথিবী সহায় হ'লেও তার মুক্তি নাই।

মা। তুই কি বল্‌লি, ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। মাথার ভেতর কি এক এলেমেলো কাণ্ড আরম্ভ হ'য়ে গেছে! ছুট্‌তে চাই, ছাড়া'তে পারি না। না মেয়ে, আমি কর্ত্তব্য স্থির করেছি। প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হ'তে পার্‌ব না।

অ। তবে কি রাজপুতশ্রেষ্ঠ মালদেব এক টুক্‌রো রুটির জন্য পাঠান-সিংহাসনের পাছে পাছে ঘুরে বেড়াবে? না পিতা, প্রাণ থাক্‌তে আমি তা ধারণা কর্‌তে পার্‌বো না। খিলিজি-নেশা কি এমন করে' ক্ষত্রতেজ গ্রাস করে' বসেছে?

মা। চল মা, নিভৃতে আমার প্রাণের কথা তোমায় সব খুলে বল্‌বো।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

কৈলবায়া,—প্রাসাদ-সম্মুখ।

চারণগণ। (গীত)

ওগো আমার মাটির স্বর্গ
মাথায় রাখি তোমার চরণ।
হও না মাটি সোণা খাঁটি
তুমি আমার জীবন মরণ।

আলোয় নেয়ে তোমার ক্ষেতে
সবুজ হরষ ওঠে মেতে,
তোমার রূপে ভুবন আলো
'ওগো আমার কালবরণ !
আছে তোমার অতীত উজল,
আছে তোমার সাধনের বল,
তোমার বুদ্ধি তোমার সিদ্ধি
কাহার সাধ্য করে বারণ ?
যাক্ না প্রলয়,—চিন্তা কি ভাই ?
এত সতীর চিতার ছাই
যাহার ধূলি আছে চুমি',
তার কি আছে অন্ত,—মরণ ?
মাটী নও গো, তুমি ঈশ্বর,
তুমি চিরকালের দোসর ;
জীবন দিল তোমার বাতাস,
তোমার আকাশ শেষের শরণ ।

(প্রস্থান)

(অজয়সিংহ ও লছমনদাসের প্রবেশ)

অ। একদিন চারণগণের পুণ্যগীতি রাজস্থানের মরুভূমিকে সরস করে' আরাবলীর কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে রাজপুত-জাতিকে গড়েছিল, তার হৃদয় উচ্চাশার তরঙ্গে নাচিয়েছিল, তার

প্রাণে সাধন-বীজ বপন করেছিল। এ মহাজাতির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করে' তার ঔদার্য্য, তার শৌর্য্য, তার মাধুর্য্যের ছবি অমর তুলিকায় এঁকেছিল। স্তম্ভিত জগতকে সগর্ব্বে দেখিয়েছিল,—এ জাতি সামান্য নয়। এ জাতিতে কাপুরুষ নাই, বিশ্বাসঘাতক নাই। আজ সেই গান ম্লান; সে অভ্রভেদী গলায় মর্‌চে ধরে' গেছে; সেই উদ্দাম সঙ্গীতের তালে তালে যে শাণিত কৃপাণ নাচ্‌ত, তার ধার ক্ষ'য়ে গেছে! সে মেবার আজ অস্থিচর্ম্মসার; সে রাণাগিরি আজ বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়েছে! নইলে একটা পার্ব্বত্য মূষিক মেবার-সিংহের মস্তকে পদাঘাত করে? লছ্‌মনদাস, যদি একটা দিনের জন্যে মহাকালের বরে যৌবন ফিরে পেতেম, যদি একটা দিনের জন্যে এই বাহু ভরে' সে দিনের রক্তোচ্ছ্বাস আবার আস্‌তো, যদি এই হাতে তলোয়ার তেমনি খেল্‌ত!—হা হা! আর কি তা হয়? তবে বেঁচে আছি কেন? কেন সেই বীর ভ্রাতৃগণের—সেই একাদশ আদিত্যের সংখ্যা বাড়িয়ে 'অমর দ্বাদশের' একজন হ'লেম না!

ল। মহারাণা, স্থির হোন্।

অ। মহারাণা কে লছ্‌মন দাস? 'যে রাণা, সে মর্দ্দানা।' আজ এ মুকুট আমার শিরঃপীড়ার মত হয়েছে! রাজদণ্ড আমার কম্পিত হস্ত হ'তে স্খলিত হ'য়ে পড়্‌ছে; রাজশ্রী কণ্টকের কণ্ঠ-হারের মত আমায় ব্যথিত কর্‌ছে।

ল। মহারাণা, ক্ষুণ্ণ হবেন না। মুঞ্জকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে কুমার হাম্বিরসিংহ এখনই বিজয়-পতাকা উড়িয়ে আস্‌বেন।

অ। আমি যে সেই আশায় বেঁচে আছি লছ্‌মন দাস! কৈ দেখা দিল গৈরিক ধ্বজা? কৈ শোনা যায় জয়ধ্বনি? কৈ অশ্বের ক্ষুরে ধূলির ঝড় উঠ্‌ল? হা মহাবীর লক্ষ্মণ সিংহ! হা পুত্রবৎসল পিতা! মেবারের ললাটে কলঙ্ক-কালিমা মাখা'তেই কি তোমার অযোগ্য পুত্রকে মহাসমর হ'তে রক্ষা করেছিলে? তোমার সব আশায় ছাই পড়েছে! লছ্‌মন দাস, কৈ অশ্বপদ-শব্দ? কৈ হাম্মির? কোথায় মুঞ্জের ছিন্ন শির?

ল। মহারাণা, স্থির হোন্‌। অদূরে ওই কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

অ। ও ব্যর্থ কলরব, আশার আকাশ-কুসুম! আমি যে সমস্ত ক্ষণ ধরে' চোখে চোখে মুঞ্জের ছিন্নশির দেখ্‌ছি! আমি যে মিছে আশায় আজ সহস্র কাণ দিয়ে হাম্মিরের জয়ধ্বনি শুন্‌ছি!

ল। ওই শুনুন, আনন্দকল্লোল ক্ষিপ্রবেগে নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

অ। ও যদি জয়ধ্বনি না হ'য়ে হাহাকার হয়, তবে লছ্‌মন দাস, তুমি কি কর্‌বে, শোন।—এই তরবারি সোজা আমার দিকে ধরে' রাখ্‌বে, আমি তাকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করব। মুখ নত কর্‌লে যে? কাপুরুষ, ভয় পাচ্ছ? প্রভুর আদেশপালনে দ্বিধা হচ্ছে?

ল। মহারাণা, এই শুনুন।—'হাম্মিরের জয়' স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

(মুঞ্জের ছিন্নশির-হস্তে সসৈন্যে হামিরের ও অপর দিক্ দিয়া আজিম ও সুজনসিংহের প্রবেশ)

হা। মহারাণা, এই সেই শির।

অ। আঃ, আঃ, হামির, প্রাণাধিক, কুলপ্রদীপ! তৃপ্ত হ'লেম, তৃপ্ত হ'লেম! আয় বৎস, তোর রক্তরঞ্জিত দেহ আলিঙ্গন করে' প্রাণের জ্বালা জুড়োই।

হা। মহারাণা, দাস পিতৃব্য-ঋণের কিয়দংশমাত্র শোধ করেছে, বেশী কিছু করে নাই।

অ। বিনয়ের অবতার, এই ত বীরোচিত মহিমা। বৎস, এ হৃদয়ের সবটুকু স্নেহের তীর্থসলিলে তুমি সদ্যস্নাত হয়েছ। (মুঞ্জের ছিন্নশির হইতে রক্ত লইয়া) এই তোমার উজ্জ্বল ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দিলেম। অশ্রুজল—আজ শান্তি বারি, প্রাণের আনন্দ—শঙ্খধ্বনি। আজিম, সুজন, ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না; বসুমতী বীরভোগ্যা; হামির গদী পেল বলে' যেন সে তোমাদের বিরাগভাজন না হয়।

সু। মহারাণা, হামির সর্ব্বাংশে গদীর উপযুক্ত। আমরা বরং মেবার ত্যাগ করে' নবভাগ্য অন্বেষণে যাব, তবু ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘট্‌তে দেবো না। আসুন দাদা, চলে' আসুন।

আ। অ্যাঁ, মেবার ত্যাগ! সিংহাসনচ্যুত!

(উভয় ভ্রাতার প্রস্থান)

অ। এই নাও মুকুট। মেবারের নূতন রাণা, আমি তোমায় অভিনন্দন করি, আশীর্ব্বাদ করি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবো।

হা। মহারাণা, এ কি কঠোর আজ্ঞা? দাস কি অপরাধে চরণসেবা হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে?

অ। হামির, পুত্রাধিক প্রিয়তম! আমার সঙ্কল্প হ'তে আমায় ফেরা'তে চেয়ো না,—ফেরা'তে পার্‌বে না। এক অভি-লাষ নিয়ে চল্‌লেম,—যদি তোমা হ'তে তা পূর্ণ না হয়, তবে বুঝি আমার সন্ন্যাসও ভোগমুক্ত হবে না। ভেবেছিলেম, চিতোর উদ্ধার কর্‌বো; অন্তর্ব্বিবাদের জন্য তা হ'লো না। আজ বড় আশায় সেই আশা তোর হাতে দিয়ে গেলেম। যদি তোর দ্বারা সাধ মেটে, আর সেই দিন দেখ্‌বার জন্য আমি বেঁচে থাকি,—পুণ্য সমাধিতে ব'সে' তোকে আশীর্ব্বাদ করে' মর্‌বো। কিন্তু যদি এই দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায়,—যেখানেই থাকি, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তোর রাজশ্রীকে সজাগ প্রহরীর মত ঘিরে থাক্‌বে।

(অজয় ও লছ্‌মনের প্রস্থান)

হা। যার চিতোর নাই, সে কিসের রাণা? বন্ধুগণ, ভাই সব,এস,আজ রাজা প্রজা সেই জাতীয় বিত্ত উদ্ধারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করি। সংযম ছাড়া কি সাধনা হয়? সাধনা ভিন্ন কি সিদ্ধি মেলে? আমরা রাজপুত; আমাদের কাছে ত্যাগ কঠোর ব্রত নয়,—আনন্দ কর্ত্তব্য। ঘরে ঘরে প্রচার করে' দাও—যত দিন চিতোর উদ্ধার না হয়, এ রাজ্যে আমোদ প্রমোদ সব বন্ধ। আহেরিয়া, দেওয়ালী, ফাগোৎসব প্রভৃতিতে সমারোহ হ'তে পার্‌বে না। সমস্ত মেবারে ঘোষণা দাও, যেন সকলে স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করে' সপরিবারে কমল-মীরের উপত্যকাভূমি ও পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে আশ্রয় নেয়;

নচেৎ তারা হামিরের শত্রুমধ্যে পরিগণিত হবে। বিজিত নগর কোন্ মুখে খিলিজীপ্রভুর কৌতুকের খেলানা হবে? যত দিন চিতোর উদ্ধার না হয়, মেবার সন্ন্যাস অবলম্বন করুক,—মেবারবাসী সন্ন্যাসী হোক্।

সকলে। জয়, মহারাণা হামিরের জয়!

(জনৈক পল্লীবাসীর প্রবেশ)

প-বা। তুমিই কি আজ আমাদের ভাগ্য-বিধাতা? মহারাণা, আজ রাজার জয়ধ্বনি কি প্রজার হাহাকারকে ডুবিয়ে দেবে?

(রঘুপাগলার প্রবেশ)

রঘু। কে হে তুমি বেরসিক, রামায়ণের মধ্যে ভূতের গীত জুড়ে' দিলে? মহারাণা, বুঝ্‌লেন?—যত বেশী গরীব, তত বেশী বর্ব্বর।—আদেশ হ'লে এখনই গলাধাক্কা দিয়ে রাজক্ষমতার পহেলা বউনীটা ওরই ওপর করি! বলি, কোথাকার কে হে তুমি? অভিষেকের শুভক্ষণে একটা অমঙ্গল কান্না সুরু করে' দিলে?

হা। তোমার কি হয়েছে, নির্ভয়ে বল।

প-বা। আপনি আজ আনন্দসাগরে ভাস্‌ছেন, সদ্য গদী পেয়েছেন, কাঙ্গালের কথা কি আজ আপনার কাণে—আপনার প্রাণে পৌঁছোবে?

রঘু। তা বৈ কি! উনি শুধু রাজা? রাজার বেটা রাজা।

হা। কে বলে আমি রাজা ? আমি দরিদ্রের সেবক, আর্ত্তের সহায়, ধর্ম্মের রক্ষক।

প-বা। দেশে রাজা থাক্‌তে প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠ হয় কেন ?

রঘু। কেন ? তা বুঝ্‌লে না ? প্রজার ঘরে ভাত থাক্‌লে সে রাজার দ্বারে যোড়হাত করে' আস্‌বে কেন ?

প-বা। তবে সে উদ্দেশ্য ভাল করে'ই সিদ্ধ হয়েছে! শুধু আমি নই, এইমাত্র সমস্ত গ্রামটী বাদ্‌শাহী ফৌজকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে; তারা ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে পলায়িত গ্রামবাসীকে লাঞ্ছিত কর্‌ছে।

রঘু। তা করুক্ গে; কত্তার লোকদের একটুখানি সখ্ হয়েছে, মেটাক্ গে। আরে মূর্খ, চেয়ে দেখ্ দেখি, আমাদের নূতন মহারাণাকে মুকুটে কেমন খাসা মানিয়েছে!

হা। ধিক্ এ মুকুটে (মুকুট ফেলিয়া দিলেন)। বীরগণ, মুছে ফেল ললাটের ঘর্ম্ম; রণস্থল রাজপুতের বিরাম-শয্যা। আজ টিকাডোর ব্রতের অভিনয় নয়,—উদ্‌যাপন। আজ শত্রুর অস্ত্রাঘাত —মুকুট, শবাসন—সিংহাসন, শত্রুশোণিত—অভিষেক-বারি। ডাক—'হর হর বম্ বম্।'

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী ;—বাদশার খাস-দরবার।

(মহম্মদ খিলজী, সভাসদ্‌গণ ও জালসিংহ)

মহ। তুমি কি সাহসে এই মুষ্টি-ভিখের মত মালগুজারী নিয়ে আমার কাছে এলে?

জা। মানুষের কাছে মানুষ আস্‌বে, এতে ভয়ের কারণ কি থাক্‌তে পারে?

১ম-স। নাদান্, কুর্ণিশ্ করে' কথা বল্।

২য়-স। বেয়াদব্, কার সঙ্গে কথা, হিসেব করিস্!

৩য়-স। এ বেয়াক্কেল দেওয়ানা নাকি!

জা। জাঁহাপনা, আপনার এই পোষা কুকুরগুলোকে বাঁধ্‌তে আদেশ করুন। আর এই রকমের কতগুলো দিয়ে ফৌজ সাজিয়ে যে ভুট্টা ক্ষেত পয়মাল কর্‌তে ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের ফিরিয়ে আনুন। চিড়িয়াখানা রাজধানীতেই মানায়। এদের দিয়ে মালগুজারী সংগ্রহে অসুবিধা বৈ সুবিধা হবে না।

মহ। তোমার প্রভুর যদি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাই থাক্‌বে, তবে ফৌজই বা যাবে কেন? হামিরের হাতে তাদের দুর্দ্দশাই বা হবে কেন? হাম্বির গদী পেয়েই দিল্লীর বাদ্‌শার ওপর চাল

চালছে। এতটা তার হিম্মত্! সে জানে না দিল্লীর বাদশা কি চিজ্।

জা। (মৃদুস্বরে) সেটা বেশ বোঝা গেল। বাহবা বাহাদুর! খুব করেছ, আচ্ছা করেছ। (প্রকাশ্যে) আমার প্রভু নির্দ্দোষ। যে আসল অপরাধী, সেই অলক্ষ্মীটাকে শূলে চড়া'লে কাজ দিত জাঁহাপনা। তবে একেবারে অতটা ঠাণ্ডাই আপনার কালিয়া-কোর্ম্মার কল্জেয় বর্দাস্ত হবে কি না, জানি না; কিন্তু প্রজাগুলো নেহাত্ বেয়াদব্ হ'য়ে উঠেছে। আধপেটা খাবে, তবু খাবেই; ছেলে-পিলেকেও উপোস্ কর্তে দেবে না! কেন রে?—ছেলে গেলে ছেলে হবে, কিন্তু বাদ্শার মেহেরবানী গেলে কি আর তা ফির্বে?

১ম-স। বেসক্!

২য়-স। জরুর!

৩য়-স। আল্বাৎ!

জা। ওস্তাদ্জীরা সারেগাম সাধ্ছ নাকি?

মহ। মালদেব আমার মাথা কাটিয়েছে, তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ভ্রমণ করা'লে তবে ঠিক হয়।

জা। সম্রাট্, ছেলেবেলা আপনার ওস্তাদ্ বোধহয় আপনার পৃষ্ঠে বেত্রের ব্যবস্থা কর্তে ভুলেছিলেন; আপনি দুনিয়ার তখ্ত পেয়েছেন, কিন্তু সামান্য সহবৎও শিক্ষা পান নি!

১ম-স। কি বেত্মিজ্!

২য়-স। কি নফরের নফর!

৩য়-স। কি শয়তান!

জা। জাঁহাপনা, সিংহের গর্জ্জন কাণে সয়, কিন্তু মশার ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ একান্ত অসহ্য!

মহ। সে জন্য ব্যস্ত নাই; সিংহকে যথেষ্ট খুঁচিয়েছ। রাজ-পুত, তুমি জান, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাজা মানুষের গর্দ্দান নিতে পারি?

জা। সম্রাট্‌, আপনিও জান্‌বেন,—আমি হাস্‌তে হাস্‌তে গর্দ্দান দিতে জানি।

মহ। ইস্‌, একটা আঙ্গুল কাট্‌লে দেখি মুর্চ্ছা যাবে!

স-গণ। বেসক্‌, বেসক্‌!

জা। শক্‌ শক্‌ কি কর্‌ছ সাহেবরা? আমি শকও নই শকাব্দাও নই; এমন কি, একটা বিদুষকও নই;—আমি কাঠখোট্টা ভুট্টাখোর। (ছুরিকা বাহির করিয়া অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া) এই নিন্‌ জাঁহাপনা, স্মরণচিহ্নের মত এটাকে রক্ষা কর্‌বেন। মনে রাখ্‌বেন,—রাজপুতের প্রাণের চেয়ে বড় মান।

(রহমত খাঁর প্রবেশ)

রহ। কিন্তু সবার বাড়া হিন্দুস্থান। দাও, ভাই, কাঙ্গালকে ওই অমূল্য নিধি দাও। উনি মুলুকের মালেক্‌, ওঁর দৌলতের অভাব নাই।

(সভাষদ্‌গণের বিরক্তিসহকারে প্রস্থান)

মহ। রহমত্‌ খাঁ, মালদেবকে আমি পদচ্যুত করে’ তোমার ভ্রাতাঁকে সেই কার্য্যভার প্রদান কর্‌ছি।

রহ। জাঁহাপনার দান আলিশান। কিন্তু আমার ভ্রাতার তরফ হতে এ অধীন সসম্মানে তা আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যদি মালদেব জাঁহাপনার অপ্রিয়ভাজন হ'য়ে থাঁকে, তবে কোন হিন্দুকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হোক্। হিন্দুপ্রধান প্রদেশে হিন্দুই উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা।

মহ। শোন রাজপুত, তোমার প্রভুকে বল্‌বে, সে যদি এক মাসের মধ্যে কৌশলে হামিরকে জব্দ কর্‌তে পারে, তবে তার সব কসুর রেহাই হবে।

জা। বল থাক্‌তে কৌশল কেন?

মহ। মেরা খোস্। শোন, তুমি যদি এটা করা'তে পার্‌বে বল, তোমার গোস্তাকিও মাফ্‌ হবে।

জা। জাঁহাপনা, আমাদের বাস মরুভূমির মুলুকে; আমাদের কথাগুলো রোথা-চোখা,—যদিও সাফ্‌ সত্য। প্রভুকে সব বল্‌বো, কিন্তু কোন ফল হবে না। কেননা, আমার লড়্‌তেই জানি,—গুপ্তাঘাত শিখি নি। দয়া করে' রাজধানীর 'কৌশল' জিনিষটা আমাদের বখ্‌শিস্‌ কর্‌বেন না। ওটা আমাদের জাতের ধাতে নাই। যে রাজপুতকেই চিন্‌লে না, হিন্দুস্থান শাসন কি তার কাজ?

মহ। শুন্‌লে রহমত্‌! আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, হিন্দু দিয়ে মুসলমানের রাজ্য, মুসলমানের কার্য্য চল্‌তে পারে না।

রহ। খোদা যাঁকে মুলুকওয়ালার ঘরে পয়দা করেছেন, হিনি জাত বাদশা, তাঁর শাসন-নীতিতে এমন স্থূল ভুল নিতান্ত অস্বাভাবিক।

মহ। যাদের উল্টো মত, উল্টো পথ, পৃথক্ ভাষা, পৃথক্ ভাব, তাদের সঙ্গে মৈত্রী কি সম্ভব?

রহ। কিসে অসম্ভব জাঁহাপনা? বিরোধ কে আগে বাধিয়েছে? সেই কালো কেউটের গর্ত্ত খুঁচিয়ে দেখ্‌তে গেলে রেষারেষি বেড়েই চল্‌বে। ভারত-বৃক্ষের হিন্দু-মুসলমান দুটি প্রকাণ্ড যমজ শাখা গলাগলি ধরে' উঠেছে, এক দিন তা আকাশ ধর্‌তে হাত বাড়াবে। আপনি যদি বিদ্বেষের করাতে চিরে সেই এককে দুই করেন, তবে ভবিষ্যতের কাছে, যিনি ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান তাঁর কাছে—চিরদিনের মত অপরাধী হবেন।

জা। আজ বুঝ্‌লেম, ইস্‌লাম শুধু তলোয়ারের জোরে মানব-হৃদয় জয় করে নাই।

রহ। আমিও বুঝেছি, কেন মুকুটধারী হিন্দুর মস্তক তপোবনচারীর পদধূলিতে লুণ্ঠিত হ'য়ে আপনাকে ধন্য মানে। আসুন মশায়, আপনি আজ আমার অতিথি।

মহ। এ দুর্ব্বিনীত আমার বন্দী। কার সাধ্য একে আশ্রয় দেয়?

রহ। ঈশ্বরেচ্ছায় এ গোলামের সে এক্তিয়ার আছে। আর এ কথাও জানবেন জাঁহাপনা, রহমত্‌ খাঁর দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে তার অতিথির একটা কেশও কেউ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

মহ। কি রহমত্‌ খাঁ, তুমি আমার পরোয়া রাখ না? আমি দুনিয়ার বাদ্‌শা।

রহ। মাফ্‌ করবেন জাঁহাপনা, বাদ্‌শার ওপরে বাদ্‌শা আছেন।

(জালকে লইয়া প্রস্থান)

মহ। প্রহরী, প্রহরী!—না, থাক্‌; কাউকে আবশ্যক নাই, আমি নিজেই যাব। (প্রস্থানোদ্যত)

(দিলের প্রবেশ)

দি। কোথা যাবে বাপজান্‌?

মহ। রহমত্‌কে ধর্‌তে।

দি। কেন?

মহ। সে বেইমান্‌।

দি। কালও ত বাপজান্‌ তুমি রমত্‌ চাচার সঙ্গে গলাগলি ধরে' ঘুর্‌ছিলে! কালও ত দুটীতে এক পেয়ালায় সরবৎ খাচ্ছিলে! কালও ত তার কাঁধে হাত রেখে ভাই বলে' আদর কর্‌ছিলে! তবে কি আমাদের গতকালগুলো সব বেইমান্‌?

মহ। দিল্‌, যে দিন যায় তাই ভাল।

দি। তবে বড়লোকের কলিজা নাই। বাপজান্‌, ভাল লোককে কি দাগা দিতে আছে? তাতে খোদা খাপ্পা হন।

মহ। দিল্‌, তুই কি পয়গম্বরের প্রত্যাদেশ? না খোদার ঘরের একটি সু-খবর?

দি। আমি শুধু তোমার আদুরে মেয়ে।

মহ। না দিল্, তুই আমার ছেলে মেয়ে দুই-ই।

দি। তাই বুঝি আমায় ছেলের পোষাক পরাও, আবার বেণীও বাঁধাও? তোমার মতলব এবারে মালুম হ'ল। চল বাপজান্, আজ সারাদিন তোমায় দেখি নি।

মহ। চল্ দিল্, চল্।

দি। রোজ এমনি সময়ে তুমি আর রমত্ চাচা আমার পোষা ভেড়াটাকে ছোলা খাওয়া'তে; কখনও সে, কখনও আমি তোমাদের দু'জনের চুমোগুলি ভাগ করে' নিতেম! বাপজান্, আজ রমত্ চাচা ত আস্‌বে না!

মহ। কেন আস্‌বে না? আমি তাকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু বল্ দেখি দিল্, আমাদের গতকালগুলোই বেইমান্, না বড়লোকের কলিজা নাই?

(দিল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিলনোড়া;—নির্ঝরতীরে শিলাবেদী।

(ময়না)

ম।— (গীত)

আমি মিছে কার লাগি গান গাই!
তারে না দেখিলে ভাবি যাহা
দেখা হ'লে ভুলে' যাই!

মনের সুখ-সাধ মনে ল'য়ে
জনম আমার যাবে ব'য়ে,
হবে একদিন প্রাণের আশা
জ্বলে' জ্বলে' সবই ছাই!
নিমেষের সেই দেখার সাধ,
তাও যদি হয় অপরাধ,
আমি চাই না তারে, আপনারে
বিলাইতে শুধু চাই।

মা'র কথামত হাম্বিরের গতিবিধি লক্ষ্য করতে ভিখারিণী বলে' পরিচয় দিয়ে এখানে আসি। মা সাথে ছুরীও দিয়েছিল;— যদি সুযোগ আসে! কিন্তু হ'ল কি! বুকের কাটারী প্রেম হ'য়ে আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে! হাম্বিরকে শেষ করতে এসে তারই পায়ে নিজেকে নিঃশেষ করেছি! হারাবতী আমার গান শুনে' আমায় প্রাসাদে আশ্রয় দিলে। ভাবলেম, এই ত সুযোগ! কিন্তু দাঁড়াল কি?—দিনের পর দিন যাচ্ছে, কোথায় প্রতিশোধ! আমি প্রেমের ধার পরিশোধ করছি। সে ঋণ যত শুধছি, ততই বেড়ে যাচ্ছে! হাম্বির, ও রূপ তুমি কোথায় পেয়েছিলে? আমায় এমন করে' কেন পাগল করে' দিলে দেবতা? আমি গৃহ ভুললেম, মাকে ছাড়লেম, পিতার স্মৃতি হারিয়ে ফেললেম! সে দিন রঞ্জন আমায় নিতে এসে কত সাধলে, কত কাঁদলে,—কিছুতেই এ মধুমাটি ছাড়তে পারলেম না। সে চোখ রাঙ্গিয়ে চলে' গেল।

(রুক্মার প্রবেশ)

রু। কেন চোখ রাঙ্গাবে না? শিক্‌লি-কাটা পাখি, এরই মধ্যে আবার এত পোষ মেনেছিস্? নতুন জিঞ্জির এমন নরম, ব্যাধের পিঞ্জর এতই মিষ্টি লেগেছে?

ম। এ কি! মা যে?

রু। এখনও মরি নি, তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিস্? আমি যে প্রতিশোধের আশায় যমরাজার কাছ থেকে জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছি!

ম। মা, তুমি আমার খোঁজ পেলে কি করে'?

রু। এই খালি হাত, খোলা চুল, এই শাদা কাপড়, শাদা সীঁথি,—এরা আমায় পথ চিনিয়েছে। আমার উপবাসী প্রতিহিংসা ছিন্নমুণ্ডের রক্ত-চিহ্ন ধরে' আমায় টেনে এনেছে। ময়না, তোর বাবাকে মনে পড়ে? যার জন্যে ওই প্রাণ, যার যত্নে ওই দেহ,—সে নাই; তবু তোর দিন হেসে-খেলে গান-গেয়ে কাট্‌ছে!

ম। বাবা, তুমি যেখানে থাক, আমায় কোলে তুলে নাও; আমি বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি!

রু। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস, একটুখানি হা-হুতাশ,—এ দিয়েই পিতার ধার শুধ্‌তে চাস্? শুধু দু'ফোঁটা অশ্রুতে পিতাকে জল দেওয়া হ'ল? অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এরই জন্যে লোকে সন্তান কামনা করে? এরই জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করে? এরই জন্যে সংসারের সহস্র গ্লানি নীরবে পরিপাক করে? যদি

আর কেউ হ'ত, তার চোখের আগুনে একটা রাজ্য ভস্ম হ'য়ে যেতো ? জিঘাংসার তাড়িতে বজ্র তৈয়েরী হ'য়ে একটা রাজমুকুটকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে' দিত !

ম। মা, কি কর্‌ব বল !

রু। পিতৃঘাতী এখনও জীবিত,—আর সন্তান কর্ত্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না ?

ম। মা, প্রতিহিংসা কি হিংসাকে জয় কর্‌তে পারে ?

রু। তবে পারে কে ?

ম। প্রেম।

রু। তবে রঞ্জনের অনুমানই সত্য ! এরই জন্যে এত সাধের ময়ূর হরিণ, এত সোহাগের তরু লতা, এত আদরের ফল ফুল,—সব ভুলে' আছিস্‌ ? কিন্তু কেউ কি কখন শুনেছে,—পিতার প্রাণ-ঘাতীকে কন্যা প্রাণ সমর্পণ করেছে ? কেউ কি কখন দেখেছে,—পিতার শ্মশানের ছাই উড়ে যেতে না যেতে সেখানে কন্যার বাসর রচিত হয়েছে ? হায়, হায় ! আমিও এমনি একটা সৃষ্টি-ছাড়া জীব হ'লেম না কেন,—যে নিজ হাতে লেলে পেলে নিজের বুকের ধনকে নখে ছিঁড়ে খায় ! ও মায়া-কান্নায় গলি নে। আমি স্বামী খেয়ে ডাইনী হয়েছি,—ছিন্নমুণ্ডের শোণিত পিয়ে ছিন্নমস্তা সেজেছি ! কিন্তু তুই ?—কেঁদে জিত্‌বি ?—না, না, সমগ্র জগতের সমস্ত অশ্রু দিয়েও কি এ কলঙ্ক ঘোচে কলঙ্কিনী !

ম। মা, নারী অন্নের থালা ফেলে ছুরী ধর্‌বে। সুধাভাণ্ড চূর্ণ করে' বিষ পরিবেশন কর্‌বে ? তা হ'লে যে ওই আকাশ

চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়্‌বে! পৃথিবী দু'ফাঁক হ'য়ে তার স্নেহের দুলালদের গ্রাস কর্‌বে! দেবতা দানবের রূপ ধরে' বিশ্বাসের বুক চিরে রক্ত খাবে!

রু। ময়না, তবে এই শেষ। কিন্তু জানিস্‌, তোরও সব ফুরিয়েছে। হাম্মির বিবাহ কর্‌তে চিতোর যাচ্ছে।

ম। আমি তা জানি। আমি ত মনের কোণেও কখনও আনি নি যে হাম্মির আমাকে বিবাহ কর্‌বে!

রু। তবে তুমি কি তার বিলাসের পুত্তলি হ'য়ে থাক্‌বে?

ম। ছিঃ, ছিঃ! আমার ভালবাসার নাম কলজে উপ্‌ড়ে দেবার সাধ। যখনই সে দেবতাকে দেখি, মনে হয়, কি তপস্যা কর্‌লে এই হৃদয়-পদ্ম তাঁর পাদপদ্মের অঞ্জলি হ'তে পারে!

রু। এ ভাবে দিন যাবে না ময়না! আশ্‌মানী খেয়াল ছুটে যাবে,—ঘর-সংসারের দিকে মন ধাইবে। রূপের দেমাক ক'দিনের? জীবনের দীর্ঘ পথে সহযাত্রীর খোঁজ পড়্‌বে। রঞ্জন তোকে ভাল বাসে; তাকে বিবাহ—

ম। যে দিন ভা'য়ের সঙ্গে বোনের বিবাহ হবে, সে দিন পৃথিবী একটা ধোঁয়া হ'য়ে কালো মেঘের দেশে উড়ে যাবে!

রু। রঞ্জন ভাই হ'তে গেল কেন?

ম। রঞ্জনকে দেখ্‌লেই মনে হয়, যদি ঠিক তার মত আমার একটি মায়ের পেটের ভাই থাক্‌তো—

রু। তবে আর কাউকে—

ম। ওইটি শুধু আমায় দয়া করে' ব'লো না।

রু। তবে থাক্ বিবাহ; ক্ষুদ্র সুখ, তুচ্ছ তৃপ্তি ভেসে যাক্। আয়, অধীর সুখে মাতি, তীব্র তৃপ্তিতে নাচি। এই ছুরী নে। হাম্বির চিতোরের জন্য যাত্রা করে' এই পাহাড়ের পাছেই তাঁবুতে নিদ্রিত আছে;—তার সে নিদ্রা যেন ভাঙ্গে না।

ম। অ্যাঁ, হত্যা! নরহত্যা!

রু। হত্যার প্রতিদান হত্যা। মনে আন্ সেই শ্রেষ্ঠ শির, যা একদিন আশীর্ব্বাদের মত তোকে ছায়া করে' ছিল।—এ কি! সহসা আততায়ীর কৃপাণ জ্বলে' উঠ্‌লো। কার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আকাশ ছেঁদা করে' গড়িয়ে চল্‌লো? এ কার ছিন্ন মুণ্ড নড়্‌ছে?—বুঝি সে এখনই কথা ক'য়ে উঠ্‌বে। কি অক্ষম আর্ত্তি প্রকাশের জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছে! মুখ দিয়ে ও কি রক্ত বমন, না বিদীর্ণ হৃদপিণ্ড কেঁদে গলে' ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

ম। উঃ, যথেষ্ট হয়েছে! বল, কি কর্‌তে হবে?

রু। যে অকালে একটা মহৎ জীবনের মূলোচ্ছেদ করেছে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্। (ছুরী দিল)

ম। উঃ! হাত কাঁপ্‌ছে,—মন দমে' যাচ্ছে!

রু। ও দুর্ব্বলতা। বুকে হিম্মত্ আন্,—হিম্মত্ আন্। তুই এ ঘরে ঘরোয়ানার মত আছিস্,—তোকে কেউ সন্দেহ কর্‌বে না। নইলে ওই নোয়া দিয়ে নিজের বৈধব্যের প্রতিশোধ নিজেই নিতেম। যা,—শীঘ্র যা; বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হ'তে পারে। পতিহন্তার রক্ত এনে দে; তা দিয়ে এই কাপড় রাঙ্গা'ব, শাড়ী

ঠোঁট লাল করব, ধব্‌ধবে সীঁথিতে সিঁদুর পর্‌ব, সে রক্তমাখা ছুরী হাতের নোয়া করে' পর্‌ব। দে মা, আমার বৈধব্য ঘুচিয়ে দে।

ম। যাব,—যাব; নইলে যে কুসন্তান বলে' তুমি আমায় অভিশাপ দেবে!

(প্রস্থান)

রু। কোথায় আছ তুমি?—আমার জীবনে-মরণে প্রভু! বড় তেষ্টা পেয়েছে,—ছাতি ফেটে যাচ্ছে! একটু থাম',—একটু ধৈর্য্য ধর, তৃপ্তি করে' দেবো,—তোমার তৃপ্তি করে' দেবো। চলে' যাচ্ছ? নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছ? যেয়ো না,—যেয়ো না।

(ময়নার পুনঃ প্রবেশ)

এত শীগ্‌গীর যে? হয়েছে, ময়না? হ'য়ে গেছে?

ম। হয়েছে।

রু। আয় মা, বুকে আয়।

ম। কিন্তু হামির মরে নাই।

রু। কে মরেছে?

ম। হিংসা। ঘৃণায় মুখ ফিরোয়ো না; এই ছুরী নাও, বুক পেতে দিচ্ছি, মাতৃস্নেহের মত তা মর্ম্মের মর্ম্মে চলে' যাক্। তুমি জীবন দিয়েছ, এবার দাও মরণ,—সোণার মরণ!

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। মা, আর বিলম্ব কর্‌লে বিপদের সম্ভাবনা।

রু। কেন পার্‌লি না সর্ব্বনাশি, কেন পার্‌লি না ?

ম। হাত থেকে ছুরী পড়ে' গেল, মন থেকে কালি ধু'য়ে গেল, প্রাণ থেকে হিংসা খসে' গেল ! সেই এক জ্যোস্না রাতে দেবতার যে ঘুমন্ত ছবি দেখেছিলেম, তা মনে পড়ে' গেল ! কি সে রূপের ঘুম ! মা গো, সে বড় সুন্দর,—সে বড় সুন্দর !

রু। তোর পিতার চিতা যে এখনও ঠাণ্ডা হয় নি কালামুখি ! এরই মধ্যে এত খানি ? যাক্,—আমিই কাজ নিকেশ কর্‌ব।

ম। তা হ'লে আমি চীৎকার করে' সকলকে জানাব।

রু। হো হো, বড় দাগা দিলি,—পাষাণি, বড় দাগা দিলি !

(প্রস্থান)

র। ময়নার প্রেম অন্তর্য্যামী। আমার মন থেকে যা ডেকে উঠেছিল, তাই ত মিলে গেল ! কিন্তু তুমি যে আজ লজ্জার মাথা খেয়ে মা'র কাছে সব খুলে বল্‌বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি !—দেবতা, দেবতা ? রূপের ঘুম ? সে বড় সুন্দর,—না ময়না, সে বড় সুন্দর ?

(প্রস্থান্)

ম। রঞ্জন, রঞ্জন, একটা কথা শোন,—একটা কথা—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর ;—প্রান্তর।

(হামির)

হা। এই চিতোর! এই সেই রাজপুতের গতি-তীর্থ, রাজ-স্থানের রাজটীকা! তবে কৈ তার দুর্গ-চূড়া অভ্র ভেদ করে' উঠেছে? কৈ তার সিংহ-দ্বারে বিজয়-দুন্দুভি বাজ্‌ছে? কৈ তার সজ্জিত তোরণে গৈরিক পতাকা উড়্‌ছে?

(বালকবেশে অবন্তীর প্রবেশ)

অ। পথিক, ভস্মস্তূপে মিছে আলোর নিশানা খুঁজে বেড়াচ্ছ!

হা। তুমি কে?

অ। এ দেশেই আমার বাড়ী। আমি আপনাকে জানি,—আপনি মেবারের রাণা।

হা। কিশোর, যার চিতোর নাই, সে আবার রাণা? হায়! সে চিতোর নাই, তবু তার স্মৃতিস্তম্ভ আরাবলী এখনও নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে আছে! কেন ওর পাষাণ-পঞ্জর ভেদ করে' অগ্নির উচ্ছ্বাস উঠ্‌ছে না?

অ। ওইখানে সেই মেবারের সীতা পদ্মিনীদেবীর চিতা।

হা। সে চিতা ত নেভে নি! সে যে জাতির হোমানল! তবু কেন ওই ধূলির অণু-পরমাণু অথর্ব্বের মত মহাকালের প্রহর গুণ্‌ছে! এই ধুলো মাথায় মাখি। এর রেণুতে রেণুতে নব-

জীবনের বীজ লুক্কায়িত! এ মাটি খাঁটি সোণা। এ ত মরে নি, —মর্‌তে পারে না; শুধু চেতনা হারিয়ে পড়ে' আছে।

অ। রাজস্থান আজ অভিশপ্ত,—রাজপুত জাতি পাপগ্রস্ত!

হা। যে বংশের আদিপুরুষ রামচন্দ্র, আদিজননী সীতা সতী, যে জাতিতে বাপ্‌পার জন্ম, বাদলের উদ্ভব, গোরার উৎপত্তি, পদ্মিনীর অভ্যুদয়, সেই রাজপুত জাতির কি লয় ক্ষয় আছে? পূর্ব্বপুরুষের রক্তপূত এই মাটি হ'তে আবার শত বাপ্‌পা বংশ বিস্তার কর্‌বে, হাজার বাদল খাড়া হবে, লক্ষ গোরা মাথা তুল্‌বে; কত পদ্মিনী অনলকুণ্ডকে উশীর-শয়নের মত আলিঙ্গন করে' স্তম্ভিত জগতবাসীকে দেখাবে,—রাজস্থান প্রকৃতই জগতের মুকুট!

অ। আপনি মৃতরাশির মধ্যে অমৃতের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন!

হা। আমি স্বপ্নকে সত্য কর্‌বো, কল্পনাকে কর্ম্মে ফোটা'ব।

অ। যতদিন রাজপুত আত্মকলহ না ছাড়্‌বে, তার কোন আশা নাই। আপনাকেও আজ সেই বিদ্বেষের দ্বার হ'তে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

হা। আমি ত কলহ কর্‌তে আসি নি,—মহারাজ মালদেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এসেছি। একটীবারের জন্য পিতৃ-পিতামহের সেই শোণিততুল্য লীলা-নিকেতন দেখে' ধন্য হ'তে এসেছি।

অ। সে নিমন্ত্রণ যে কলহকে আমন্ত্রণ! কিন্তু এতে মল্ল-রাজের কোন দোষ নাই, দুষ্ট মন্ত্রী ভজনলাল আপনাকে অবমাননা

কর্‌বার জন্যই আহ্বান করে' এনেছে। এতে দিল্লীর বাদশার ইঙ্গিত আছে।

হা। তবে কি মহারাজের কন্যা-সমর্পণ একটা চাতুরী?

অ। তাও বুঝি ভাল ছিল! দুর্ভাগিনী কন্যাকে সমর্পণ—

হা। সে ত পরম সৌভাগ্য!

অ। যদি মালদেবের কন্যা কুরূপা হয়,—

হা। হোক্; মধু-মুখ ধ্যানই এ জীবনের ব্রত নয়।

অ। যদি সে বিধবা হয়,—না হয় বাল-বিধবাই হ'ল,—তার পাণি-গ্রহণ কি অবমাননা নয়?

হা। হামিরের কাছে নিজের মানের চেয়ে জাতীয়তার অভি-মান বেশী মূল্যবান্। প্রতিজ্ঞা-পালন রাজপুতের পরম ধর্ম্ম। যখন নারিকেল গ্রহণ করেছি, তখনই কন্যা গ্রহণ করা হয়েছে।

অ। এ বিবাহে আপনি অসুখী হবেন।

হা। বিবাহ ক্ষুদ্র তৃপ্তি নয়,—বৃহৎ সুখের বন্ধন।

অ। তা কি?

হা। সহধর্ম্মাচরণ। মনে ক'রো না, আমি কিছুই বুঝি নাই। এই উৎসবের ব্যাপারে তোরণ রচিত হয় নাই, নগর সজ্জিত হয় নাই,—এর নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। তবু যে সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে' কেন এসেছি, তা শুধু আমিই জানি।

অ। এখনও সময় আছে মহারাণা, সসম্মানে স্বরাজ্যে ফিরে যান।

হা। আমি এই অসম্মানের আঁধারেও মহামানের একটী জ্যোতি দেখ্‌ছি। আমি কাউকে বঞ্চনা করি না ; তবু যদি কেউ আমায় প্রতারণা করে, সে জন্য প্রকৃতি-জননী নিজে ঋণী থাক্‌বেন। ক্ষতির পূরণ তাঁর একটি স্বভাব। পরকে ঘাঁটা'তে গেলে নিজে বেসামাল হ'তে হয়। সেই অসতর্কক্ষণে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেন্। ছিদ্র না পেলে স্বয়ং ভাগ্যের দেবতাও বুঝি মানুষের নিয়তিবয়নে তাঁর সূচী প্রবেশ করা'তে সুযোগ পান না।

অ। মহারাণা, আবার বলি,মহারাজ মালদেব সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

হা। শুধু নির্দ্দোষ নন্, তিনি আমার ভাগ্য-দূত ; আজ আমায় আঘাত করে' তিনি একটি জাতির রুদ্ধদ্বার খুলে দিলেন। আমার মন থেকে কে বল্‌ছে,—চিতোর-উদ্ধারের দিন সমাগত। মৃত্যু-ভয়শূন্য পাঁচ শত অনুচর আমার সঙ্গে আছে, তাদের নিয়ে এখনই দুর্গ-প্রবেশ কর্‌ব। ফের্‌বার জন্য নয়,—চির-অধিকার স্থাপনের জন্য।

অ। যদি মালদেবের কন্যা এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে তিনি এখনই গিয়ে পিতাকে দুর্গরক্ষার জন্য সতর্ক কর্‌তেন।

হা। তার কোন আবশ্যকতা হ'ত না। হামির দুর্গ-স্বামীকে সতর্ক না করে', প্রস্তুত হ'তে না দিয়ে, দুর্গ আক্রমণ কর্‌বে না। হামির চোর নয়,—বীর।

অ। তবু পিতৃ-দুর্গ অধিকারে কন্যার সায় পাওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব হত।

হা। পিতা বড়, না মেবার বড় ?

অ। এ একটা নূতন প্রশ্ন,—অভিনব সমস্যা !

হা। সমস্যা নয়,—স্বচ্ছ মীমাংসা। শুধু পিতা নয়, সমস্ত প্রিয়জন এক দিকে হ'লেও তুলাদণ্ডে মেবারের সমান হবে না।

অ। আমার সব সমস্যার সমাধান হয়েছে ; সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনি জয়ী হ'ন ; কায়মনবাক্যে কামনা করি, মালদেবের কন্যাদ্বারা আপনার বাঞ্ছিত সুখ লাভ হোক্। আর একটা কথা ;—আপনি মহারাজ মালদেবের অমাত্য জালকে যৌতুক স্বরূপ প্রার্থনা করবেন ; তার দ্বারা আপনার বিশেষ সহায়তা হবে।

হা। তুমি কি কোন ছদ্মবেশী মায়াবী ?

অ। আমি ছদ্মবেশী বটি, কিন্তু আপনার অন্য অনুমান ঠিক হয় নাই।

হা। যদি ধৃষ্টতা না নাও, তবে জিজ্ঞাসা করি, তুমিই কি মহারাজ মালদেবের কন্যা ?

অ। আমি আপনার দাসী।

হা। আজ আমি ধন্য !

অ। আসুন দুর্গে,—দাসী আপনার মহাব্রত উদযাপনে প্রাণপণ করবে।

হা। চেয়ে দেখ, কার শ্যামল মাতৃপাণি ঊর্দ্ধ হ'তে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছে। ও সেই 'ম্যয় ভুখা হুঁ'-মায়ী। লেলিহান রসনা লক্ লক্ কাঁপছে, হাতের কৃপাণ ধক্ ধক্ জলছে, কাতর

পিপাসা উষ্ণ শোণিত হ'য়ে টগ্‌বগ্‌ ফুট্‌ছে! তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবো মা, তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবো। আজ খড়্‌গে খড়্‌গে বিভীষিকা খেল্‌বে, মরুভুমিতে রক্ত-গঙ্গা বইবে! যদি সমস্ত পৃথিবী এক হয়, তবু হামিরের চিতোর-দুর্গ অধিকারে বাধা দিতে পার্‌বে না।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কৈলধারা ;—চতুর্ভুজার মন্দির।

(হারাবতী)

হারা। জাগ্রত দেবি, বড় আশায় তোমার দ্বারে এসেছি; বিমুখ হই না যেন। তোর স্বর্গীয় ইঙ্গিত দেখ্‌তে পাই না, তোর দেবভাষা বুঝ্‌তে পারি না; তবু আমায় জানিয়ে দে,—আকাঙ্ক্ষা কি মিট্‌বে? স্বপন কি ফল্‌বে? আশা কি পুর্‌বে? আমার শান্তি-সাধনা কি সিদ্ধি-লাভ কর্‌বে? যদি তোর বর, তোর অভয় করুণা-বারিদানে বঞ্চিত কর্‌বে-স্থির করে' থাকে, তবে মা, মিছে আশায় ঘুরায়ো না। তোমার সাধই মিটুক,—মেবার হিংস্র জন্তুর আবাস-ভুমি হোক, রাজপুত-বংশ বিশ্ব হ'তে লোপ পাক্‌। তুই ত আমার হৃদয়ের শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছিস্‌,—সেখানে নিজের সন্তানের মঙ্গল-কামনা রাজবারার শত শত সন্তানের মঙ্গলে ডুবে' গেছে! হামির যদি জাতিকে বড় কর্‌তে না পারে, সেই বৃদ্ধির সোপান চিতোর-উদ্ধার তা হ'তে না হয়, তবে সে কিসের রাজা? তাকে তুই যে

সিংহাসনে তুলেছিস্, তা থেকে নামিয়ে দে ; যে মুকুট পরিয়েছিস্, কেড়ে নে ; যে রাজটীকা দিয়েছিস্, মুছে ফেল্। সতরঞ্চের রাজার মত একটা অসার গর্ব্বের অভিনয় করতে হাম্মিরের দেহে বুকের শোণিত দিয়ে জীবনী সঞ্চার করি নি। মায়ের কামনা, মায়ের বেদনা তোর মত আর কে বোঝে, জগন্মাতা ? দেখিস্ জননী, আমার মাতৃগর্ব্ব যেন ধূলিসাৎ না হয় !

(কিষণলালের প্রবেশ)

কি। বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌লেম, দুষ্টবুদ্ধি মালদেবের কন্যা-সমর্পণ একটা ছলনা ; মহারাণাকে অবমাননা করাই তার উদ্দেশ্য।

হারা। তোমার মহারাণা আত্মসম্মান রক্ষা করতে জানে।

কি। সেই জন্যই ত মা, আমাদের অত ভাবনা !

হারা। কিষণলাল, হাম্মিরের মা ত হাম্মিরকে ভয় কি ভাবনা করতে শেখায় নি !

কি। মা, কেবল মাত্র পাঁচশত অনুচর নিয়ে পাঁচসহস্র-সৈন্য-রক্ষিত শত্রু-দুর্গপ্রবেশ কখনই নিরাপদ নয়।

হারা। তবে কি হাম্মির কৃত্রিম যুদ্ধেই প্রকৃত সমরপিপাসা মিটাবে ?

কি। মা, শত্রু প্রবলপরাক্রান্ত ; তিনি একা কি করবেন ?

হারা। একা কি না করা যায় ? যখন মানুষ পৃথিবীতে আসে, একলাই আসে ; আবার একলাই চলে' যায়,—কেউ তার সাথে থাকে না। একাই এক শ হ'তে পারে,—এ শুধু মানুষেই দেখিয়েছে।

তার সঙ্গে যে পাঁচ শ আছে, তারা কি মরদ্, না মুর্‌দা ? যেদিন হাম্মির দুর্দ্দান্ত মুঞ্জ সর্দ্দারকে পরাস্ত করেছিল, সেদিন তার সাথে ক'জন ছিল ? সেই যুদ্ধশ্রান্ত সৈন্য নিয়ে সেই দিনই যে আবার বাদশাহী ফৌজকে বিধ্বস্ত করেছিল, তখনই বা তার দলে ক'জন ছিল ? কিষণলাল, হাম্মিরকে মানুষ করা হয়েছে,—পটের পুতুল বানানো হয় নি !

কি। মা, তুমি চক্রী মালদেবকে চেন না।

হারা। রাজপুত তলোয়ার দিয়ে নিজের রাস্তা সাফ্ করে' নিতে জানে। আজ সে রাজা, কাল পথের ভিখারী ; আজ সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে, কাল পতনের আঁধারগহ্বরে। সে অবস্থার দাস নয়,—ঘটনার প্রভু ; সে কালস্রোতে ভাসে না,—কালকে নিজের ছাঁচে গড়ে।

কি। মা, মহারাণার সমূহ বিপদ দেখ্‌ছি।

হারা। যে বিপদ্‌কে আলিঙ্গন কর্‌তে না পারে, সম্পদে তার কি অধিকার ? যে মাথা দিতে না জানে, তার মুকুট পর্‌তে সাধ কেন ?

কি। মা, ভণ্ড ভজনলাল যখন নারিকেল নিয়ে আসে, তখন তা গ্রহণ কর্‌তে কত বারণ কর্‌লেম, মহারাণা শুন্‌লেনই না।

হারা। কেন শুন্‌বেন ? তোমার মহারাণা কি দুগ্ধপোষ্য ? তিনি কি তলোয়ার ধর্‌তে শেখেন নি ? কেমন করে' তা দিয়ে হোরী খেল্‌তে হয়, তা কি তিনি জানেন না ?

কি। যা হবার হয়েছে। এখনকার কর্ত্তব্য ?

হারা। তুমি এক সহস্র বাছা জোয়ান নিয়ে চিতোরাভিমুখে চলে' যাও। এত দিনে আশাপূর্ণা বুঝি মুখ তুলে চাইলেন! আমি হামিরকে বেশ চিনি,—তার নিজের মান অপমান সে গণ্‌বে না; সে নীরব সাধক, কর্ম্মযোগী,—সে সোণার সুযোগ হারাবে না; সে চিতোর দুর্গ অধিকার কর্‌বে। তুমি সৈন্য নিয়ে দুর্গের খুব নিকটেই অবস্থান কর্‌বে। হামিরের যশ-অর্জ্জনে বাধা দিয়ো না! যদি বিপদ আসন্ন দেখ, তবে এক হাজার দশ হাজার হ'য়ে প্রভুকে রক্ষা কর্‌বে।—শুধু প্রভুর প্রাণ নয়, মেবারের মান রাখ্‌বে। রাজাবমাননার প্রতিশোধ এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়,—রাজস্থানের মর্ম্মস্থান চিতোর উদ্ধার এ আহবের লক্ষ্য।

কি। চল্‌লেম মা, সে হৃত মহিমার উদ্ধারে প্রাণ দিতে।

হারা। দাঁড়াও, আর একটা কথা আছে। সাফ্ কথা,—শেষ কথা;—হামিরের দেখা পেলে ব'লো, সে যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে না ফেরে; তা হ'লে গৃহের দ্বার তার জন্যে চিরদিনের মত রুদ্ধ হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

চিতোর;—দুর্গাভ্যন্তর।

(মালদেব ও ভজনলাল)

মা। চাকরীটুকু বজায় রাখ্‌তে, দিল্লীর বাদশাকে খুসী কর্‌তে তোমার বুদ্ধিতে বিধবা মেয়েটি ত হামিরের গলায় গছান' গেল। কাজটা ভালই হ'ল! কি বল, ভজনলাল?

ভ। আজ্ঞে, এই রকম ত মনে হয়।

মা। আচ্ছা, তুমি যখন হাম্মিরের কাছে নারিকেল নিয়ে যাও, তখন সে কি সত্যি সত্যি আমায় 'খিলিজির কুকুর' বলেছিল?

ভ। আজ্ঞে, এই দুটো কাণকে আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন,—আমাকে এদের নিয়েই ঘর-গেরস্থালী করতে হয়।

মা। তোমায় তামাসা করলেম।

ভ। যদি মিথ্যে হয়, কাণ দুটো কেটে দিয়ে আপনার এখান থেকে মানে মানে বিদেয় হব; আর না হয়, আপনার সেই জাল না গাকাল,—সে ই বিদেয় হবে। লোকটা যেমন বেরসিক, তেমনি বেয়াড়া; না বোঝে দুঃখ-ভুলবার দরদ, না জানে মোসাহেবের কদর!

মা। সে বেচারা ত তোমার যুক্তির প্রতিবাদ করে' এখন কারাগারে।

ভ। ওই তার ঠিক জায়গা। ওখানে দুঃখ ভুলবারও বালাই নেই, মোসাহেবেরও বখেরা নেই।

মা। আর সে বেচারা ত বিদেয়ই হ'ল। এই মাত্র হাম্মির তাকে আমার কাছ থেকে যৌতুকস্বরূপ চেয়ে নিয়ে গেল।

ভ। এই রকম দানই বুদ্ধিমানে করে। আর দেখুন না অজয়সিংহের দান,—ছেলেদের ডিঙ্গিয়ে ভাইপোকে গদী দিলে! ফল হ'ল কি?—না বড় ছোকরা 'হা রাজ্য যো রাজ্য' করে' বুকে খিল ধরে' মারাই গেল! ছোটটা গৃহবিচ্ছেদের ভয়ে মেবার ছেড়ে সোজা চম্পট!

মা। তা হামির এবারে খুব জব্দ হ'ল।

ভ। জব্দ কি?—একবারে স্তব্ধ। হবে না কেন? বাচ্ছা অপরাধগুলো না-ই ধরলেন, সেই ধাড়ী অপরাধটার কথা ভাবুন দেখি! বাদশাহী ফৌজকে কি বিচ্ছিরী ভাগানটা ভাগা'লে! তারা না হয় চাষাভুষোর ওপর দিয়ে হাত পায়ের জড়তা ভাঙ্‌ছিল! অনেকদিন বেচারারা লড়াই পায় নাই,—তা বুঝ্‌লেন না গোঁয়াড় গোবিন্দ। আপনার এত সাধের চাকরীটি গেছিল আর কি!

মা। ভাগ্যে তুমি ছিলে! উল্‌টে খেলাত্‌ আদায় কর্‌বো। বাদশাকে খোস্‌ খবরটা এখনই পাঠাতে হয়।

ভ। আজ্ঞে, এখনই। মহারাজ; আমার বুদ্ধি আছে,—বুদ্ধি আছে।

মা। তা আর বল্‌তে! কি যুক্তিটাই দিয়েছিলে! পরের চাক্‌রীও বজায় রইল, নিজের মেয়েরও গতি হ'ল, স্বজাতি-শত্রুর মাথাও হেঁট হ'ল।

ভ। একেবারে এক তীরে তিন শিকার!

মা। দেখ, এখান থেকে যাবার আগে ব্যাপারটা যেন হামির টের না পায়।

ভ। পেলেই বা কি? মালাবদল ত হ'য়েই গেছে।

মা। হ'লে হয় কি? হামির লোকটা সাধারণের মত মোটেই নয়।

ভ। ওই রাণাবংশটা আমি কোন দিনই পছন্দ করি না। এই পোড়া মাটিতে ভগবান কি আজ্‌গুবি চিজ্‌ই পয়দা করেছেন!

মা। তাই ত বলি, শেষকালে খাল কেটে কুমীর আনার ব্যাপার না হয়!

ভ। আজ্ঞে, কুমীরই হন আর হামিরই হন, যাদু এখন খানায় পড়ে'! কর্‌বেন কি? শুন্‌লে না হয় একটু খাবি খাবেন।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। মহারাজ, আমাদের সঙ্গে মহারাণা হামিরের অনুচর-গণের কৃত্রিম যুদ্ধ হচ্ছিল; হঠাৎ মহারাণা উত্তেজিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—'আমি দুর্গ অধিকার কর্‌লেম; মালদেবের সাধ্য থাকে, তিনি সসৈন্যে আমাকে দুর্গের বাহির করে' দিন্।' দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হচ্ছে!

মা। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের পাঁচ হাজার, ওদের পাঁচ শ'কে একেবারে গম-পেষা করে' ফেলুক।

(সৈনিকের প্রস্থান)

ভ। বলেন কি মহারাজ! সত্যি সত্যি যুদ্ধ? দিল্লেগী নয়?

মা। ওকি! তুমি কাঁপ্‌ছ যে? রাজপুতের যুদ্ধই যে আনন্দ।

ভ। ও দেলেশা রাখুন গিয়ে শিকেয় তুলে। হায়, হায়! কি হ'ল রে!

মা। ওকি! কেঁদে ফেল্‌লে, ভজনলাল? চল, শত্রুকে কচু-কাটা করি গে।

ভ। আপনি নতুন জামাই নিয়ে যা খুসি আমোদ করুন গে।

মা। তুমিও এস না?—রগড় দেখ্‌বে।

ভ। আপনার কি মশায় ? আপনার আধখানির ত বালাই-ই নেই ! যে অনাথা বিধবাটির ওপর নজর দিয়েছিলেন, সেও ত পুড়ে' ছাই হয়েছে। থাকবার মধ্যে এক বিধবা মেয়ে, সে না হয় দোসরা দফে বিধবা হবে ; কিন্তু আমার চির-সধবা স্ত্রীটি যে জন্মের মত বিধবা হবে, তা ত আমার সহ্য হবে না !

মা। 'বিধবার ওপর নজর' কি বল্‌লে ?

ভ। আরে জ্বালান কেন মশায় ? হায় হায়, আমার এমন স্ত্রী !—যে মাস মাস জলপানি পেয়ে আমার বিরহটি দিব্যি ভুলে ছিল ! এবারে তা বন্ধ হ'লে যে সে গলায় ফাঁসি লাগাবে !

(সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ)

সৈ। মহারাজ, আমাদের আক্রমণ সহ্য কর্‌তে না পেরে মহারাণার দল ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পড়েছে ; আমাদের জয় হ'ল বলে'।

ভ। বলেছি না,—সিঙ্গী মশাই খানায় পড়ে' খাবি খাবেন ?

মা। চল ভজনলাল, আমরা যাব কি যুদ্ধ ফুরুলে ?

ভ। নয় কেন ? যাদের গায়ে চর্ব্বি আছে, তারা কাটাকাটি করে' মরুক্ গে। আমরা যাব তাদের জন্য দুঃখ কর্‌তে,—শেষে দুঃখ ভুগ্‌তে ! নেহাত্ যাবেনই ?—চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

(সসৈন্যে হাম্মিরের প্রবেশ)

হা। গেল, সব গেল ! এক কর্‌তে আর হ'ল ! যদি আজকের উদ্যমটা জমা রাখ্‌তেম ! যাক্,— আর ভেবে কি হবে ! মর্‌ব ?—

কিন্তু এ দুঃখ ত ম'লেও যাবে না! লাখ লাখ হাম্মির শির দিলেও ত চিতোর উদ্ধার হবে না!

(রঘু পাগলার প্রবেশ)

রঘু। কিন্তু হেঁট মাথার বোঝা ত রাজপুতে বয় না! মাথার এত দরদ তাব নেই।

হা। রঘুনাথ, এ যাত্রা ত জননীর কাছে, স্বজাতির কাছে, মেবারের কাছে ঋণী হ'য়ে চল্‌লেম ;—যদি ফিরে যাত্রায় সে বোঝা নামা'তে পারি!

রঘু। কিন্তু তার আগে মহারাণা, একবার ফাগুয়া খেলে নিই,—প্রাণ ভরে' ফাগুয়া খেলে নিই। আজ হোরী হ্যায়,—হোরী হ্যায়!

হা। বীরগণ, ওই শোন শত্রুর জয়-কোলাহল উচ্চ হ'তে উচ্চতর হচ্ছে। চল, ওই কোলাহলের ওপর খোলা তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়ি,—ওর মর্ম্ম বিদারণ করে' দিই। কিন্তু ও কি শুনি? 'হাম্মিরের জয়' বলে' ও কিসের ভীম নাদ? ও কি আশার ছলনা, না শত্রুর বিদ্রূপ?

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। ও ভাগ্যের সম্ভাষণ। কৈলবারা থেকে আপনার এক দল নূতন সৈন্য দুর্গের বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছিল, আমি দ্বার খুলে তাদের ভেতরে এনেছি; তারা তরুণ উৎসাহে যুদ্ধ কর্‌ছে। যাই, মেহতা-সর্দ্দারকে এখনও কারাগার থেকে মুক্ত করা হয় নাই।

(বেগে প্রস্থান)

হা। রঘুনাথ, এ কি আমারই অঙ্কলক্ষ্মী, না করুণার দূতী ?

রঘু। উনি আবার আপনার কে ?—আমার ছোট মা। আমার পাগ্‌লী মা ওঁকে চালায়। সে হারামজাদী এতও জানে !

হা। আজ আমার মায়ের জন্যে বুঝি বিপদ্মুক্ত হ'লেম।

রঘু। শুধু মায়ের জয় দিলে হবে না ; আঁখি মুদে' জগন্মাতাকে ভাব। একহাতে কৃপাণ দুর্গতির শিরে উদ্যত,—অন্য হাতে পাপের ছিন্ন মুণ্ড ; এক হাতে অভয় জগৎকে আশ্বস্ত কর্‌ছে,—অন্য হাতে বর নবজীবন দান কর্‌ছে ! পদতলে মহাকাল আনন্দে আত্মহারা !

হা। দেখ্‌লেম রঘুনাথ, দেখ্‌লেম। কিন্তু আমি এ মাকে সে মা থেকে তফাৎ কর্‌তে পাচ্ছি নে। জোয়ান সব, চল ; আজ চিতোরের জন্য আত্মবলি,—মেবারের জন্য হৃদয়-দান,—রাজপুতের জন্য সর্ব্ব-সমর্পণ।

(সকলের প্রস্থান)

(ভজনলালকে ধৃত করিয়া জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। আপনি আমাদের বন্দী।

ভ। আমি মহারাজ নই,—আমি নই !

(মালদেবের প্রবেশ)

ওই মহারাজ পালাচ্ছেন ; পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো ! আমি মহারাণার লোক,—মহারাণার লোক।

(সৈনিক কর্ত্তৃক মালদেবকে ধৃত করণ ও ভজনলালের পলায়ন। সহসা জালসিংহের প্রবেশ, সৈন্যকে আক্রমণ ও সৈন্যের পলায়ন)

মা। আমায় উদ্ধার কর্‌লে কেন ?

জা। নিজ হাতে প্রতিশোধ নেব বলে'।

মা। নাও। বিলম্ব ক'রো না।

জা। আমার প্রতিশোধ ত নেওয়া হ'য়ে গেছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

মা। জাল, দেবতা, কোথা যাও ?

জা। আপনার শত্রু-সংহারে।

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। দাঁড়াও, মেহতাসর্দ্দার। শত্রু কে ? পিতা তোমায় মহারাণাকে যৌতুকস্বরূপ দান করেছেন।

মা। পিতৃঘাতিনী, এই তোর মনে ছিল ?

অ। পিতা বড়, না মেবার বড় ?

জা। মা, আমার ধাঁধাঁ মিটেছে ; চল। আমায় মহারাণার আজ্ঞাবহ জান্‌বে। (উভয়ের প্রস্থান)

মা। যাই, শেষ পর্য্যন্ত একবার লড়ে' দেখ্‌ব।

(ভজনলালের পুনঃপ্রবেশ)

ভ। মহারাজ, খোস্‌ খবরটা এখনও দিল্লী পাঠান নি ? এতক্ষণ যে লোক এসে যেত।

মা। দূর হ, বিশ্বাসঘাতী!

ভ। উহুঁ। হঠাৎ কোন দিকে যাচ্ছি না। যে দিকে জয়, সেই দিকে আমি। যাই; এ দিকে ওই কারা আস্‌ছে। আপাততঃ ডুব দেওয়াই ঠিক; তারপব জায়গা বুঝে হুস্ করে' ভেসে উঠ্‌ব। (প্রস্থান)

(সসৈন্যে জাল ও হাম্মিরের প্রবেশ)

হা। আজ অবন্তীর গুণেই জয় হ'ল। মেহতাসর্দ্দার, তোমায় না পেলে এত সহজে ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদেব প্রতি প্রসন্ন হ'তেন না।

জা। মহারাণা, আমি দাস মাত্র।

হা। আজ আমার জন্ম সার্থক, জীবন সফল। মেবার, আমার মায়ী, আমার ইহকাল-পরকাল, আমাব ঈশ্বব! তোমার মাথার মণি তোমায় ফিরিয়ে এনে দিলেম। এত দিনে চিতোর উদ্ধার হ'ল!

সকলে। জয়, মহারাণা হাম্মিরের জয়!

হা। বল, চিতোরের জয়!

সকলে। জয়, চিতোরের জয়!

(চিতোর-দুর্গের ছিন্ন ভিন্ন পাতাকাহস্তে বক্তাক্তকলেবরে রঘু পাগলার প্রবেশ)

রঘু। অত বড় গলায় জয় দেবেন না, মশায়রা। বেহায়া মাগীকে বিশ্বাস নাই। এই দেখুন, হাতে হাতে প্রমাণ। কালও

হা। তুমি কে?

ভ। শ্বশুরের মোসাহেব ছিলেম,—এবার জামাতার দ্বারস্থ। এই রকম করে' দু-দুটো মুনিব সেরে আস্‌ছি। আমি পড়ো-ভিটেচাটা ঘুঘু নই,—সুখের পায়রা। ঘর পুড়্‌লো, কি অম্‌নি ভুড়ুৎ!—একেবারে কপালে' আদ্‌মীর চালে গিয়ে পড়ি। দুঃখের তাপটা আমার ধাতে মোটেই সয় না।

হা। আমার ত বিদূষকের সখ কোন কালেই নাই!

ভ। তবে আপনার শ্বশুরঠাকুরের মত দিল্লী গিয়েই কি আসর জমা'তে হবে? যাক্‌, মহারাণা, লুচি-কচুরির সখও কি আপনার প্রাণে নাই?

হা। আচ্ছা যাও, সে ব্যবস্থা হবে।

ভ। মনে থাক্‌বে ত?—বটতলায় উপোসী একটা জীব বসে' আছে। সেই বটতলা!—ভুল্‌বেন না কিন্তু।

(প্রস্থান)

(রঘুপাগলার প্রবেশ)

রঘু।— (গীত)

আমি মায়ের খাস-আবাদের চাষী প্রজা।
কর্ত্তার জয় দিক্ খুসী যার, আমি ত নই কর্ত্তাভজা।
ফুটো চালা,—তাই মোর ভাল, উপর থেকে আসে আলো;
আমার উঞ্ছবৃত্তি,—সে ত মাতৃ-স্নেহের কীর্ত্তিধ্বজা।
আমি মায়ের মধুর মুটে দুধের সর খাচ্ছি লুঠে,
ঘোল নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি,—হাসি দেখে' ভবের মজা।

মায়ের নামে সৃষ্টি বিকাশ, বাবার নামে মরণ বিনাশ,
দেবোত্তরের সেবায়েত আমি,—কি কাজ আমার রাজা গজা ?

হা। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, পাগলা ঠাকুর ?

রঘু। সেই পাগলী বেটীর কাছে ; আর কোন্ চুলো আছে ?

হা। কি কর্‌ছিলে ?

রঘু। কালা মাগীকে ডাক্‌ছিলেম। বেশ জমে' গিয়েছিল, পালা খাসা লেগে উঠেছিল, এমন সময় তোমার এক বেটা লস্কর গিয়ে হাজির !—বলে, তলব আছে। অমনি জমাট ভেঙ্গে চুর চুর ! আয়েন্দায় হুঁসিয়ার !—গরীবকে নিয়ে টানাটানি আর না হয় ! তা হ'লে সেই ক্ষুদ-কুড়োনী বেটী আমার ভাঙ্গা কুঁড়ের ত্রিসীমানাও মাড়াবে না।

হা। রঘুনাথ, তুমি আমার দুর্দ্দিনের সাথী। যদি সুদিন এসেছে, এস ভাই, তার ভাগও নাও।

রঘু। আহা, কি প্রেম ! বাধিত কর্‌লেন,—বাধিত কর্‌লেন। বলি কাণা, যখন দেখেও দেখ্‌তে পাও না, তখন অন্ধ হ'য়ে বস' না কেন ? তা হ'লে যদি নতুন চোখ ফোটে ! দেখ, রঘু-পাগলা ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে ; তাকে বেশী ঘাঁটিয়ো না, বেসামাল হ'য়ে পড়্‌বে।

হা। তুমি যে চিরটা কালই দুঃখে কাটাবে, তা হ'তে পারে না।

রঘু। কি ! মায়ের নামে নালিশ ? দেখ, দুঃখ কাকে বলে ? সে যে কি চিজ, তা জান্‌লেম না। সে কি কর্‌সা, না

কাল? ঢেঙ্গা, না বেঁটে? অভাব যদি গ্লানি, তবে তা যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত। রোগ যদি ভোগ, তবে যোগের এমন সুযোগ আর কৈ? শোক যদি তাপ, তবে সে বিষ-পরিপাকে অমৃত মিলে কেন? সন্তোষ মায়ের আশীর্ব্বাদ; অসন্তোষ,—অভিশাপ। বেছে নেওয়াই ওস্তাদী।

হা। তবে দুঃখের সত্ত্বা তুমি অস্বীকার কর না?

রঘু। আমার মা ত আমায় দুঃখ চেনায় নি! জগজ্জননী নিজে আনন্দময়ী; তার নিখিল আনন্দ-রচনা! কান্নার অশ্রু-কলঙ্ক মুছে ফেল, দেখ্‌বে,—তা হাসিতে হাসিতে ঝল্‌মল্। ত্রিতা-পের মর্ম্মভেদ কর, দেখ্‌বে,—পার্থ-শরাহত ভোগবতীর মত তা থেকে টগ্‌বগ্ করে' আনন্দের সহস্র-ধারা উঠ্‌ছে! সংসার আনন্দ-ধাম। মানুষ মৃত্যুজয়ী না হোক্,—দুঃখবিজয়ী। মানবজীবন শুধু যুদ্ধ নয়,—আনন্দের বিজয়।

হা। এমন সাতরাজার ধন যে রাজার ঘরে থাক্‌বে, সে রাজা বিশ্বজয়ী। আমি রতনের যতন জানি। চিতোর-উদ্ধারে জাল-সিংহ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তার জন্য তাকে সেনাপতি-পদ দিয়েছি। আর তুমি রঘুনাথ, তুমি যদি মন্ত্রী হও, তবে আমার মত ভাগ্যবান্ রাজা কে? কেমন, তুমি রাজী? চুপ করে' রইলে যে?

রঘু। বলে' যাও—বলে' যাও।

হা। তা হ'লে তুমি আমার মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ কর্‌লে?

রঘু। আহা, দিক্ কর কেন? বলে' যাও—বলে' যাও; দেখি, তোমার দৌড়টা কত!

হা। তুমি যদি এ রাজ্যের কর্ণধার হও—

রঘু। তা হ'লে দেশটা পাগ্‌লা-গারদ হ'য়ে উঠতে পারে!

হা। তা কি হবে, রঘুনাথ?

রঘু। মরুভূমি থেকে 'ম্যয় ভুখা হুঁ'ও যাবে না, সোণার ফসলও ফল্‌বে না! অতএব দয়া করে' আমায় যেতে দিতে হচ্ছে।

হা। তুমি আজ হ'তে তবে আমার মন্ত্রী?

রঘু। দেখ, এই রুক্ষ চেহারা, এই সাততালি দেওয়া ময়লা সাজ দেখে তোমার হোম্‌ড়া চোম্‌ড়ার দল ময়্‌ রাজা মন্ত্রীটাকে ভূত বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

হা। হামির জাতজহুরী, সাচ্চা জহর চেনে। শোন ভাই, তোমার কুটীরখানি ভাঙ্গ, প্রাসাদে এসে বাসা নাও। যাই বল, দৈন্যের মত দুঃখ আর নাই; আমি তোমায় রাজার হালে রাখ্‌ব।

রঘু। হামির, তোমার এতই স্পর্দ্ধা হয়েছে যে তুমি রঘু-পাগ্‌লাকে দয়া দেখা'তে সাহস কর? এই ছিন্ন ক্লিন্ন বেশ দেখে ভেবেছ রঘুপাগ্‌লা দীন? মায়ের দৌলতে এই ব্রহ্মাণ্ডটাই তার,—পৃথিবীর রাজত্ব কোন্ ছার! সুধা খেয়ে যার পেট ভরেছে, মধুতে কি তার আশ মিট্‌বে? সাগর নিয়ে যার কারবার, গোষ্পদে কি তার মন উঠ্‌বে? রঘুপাগ্‌লা ধনমানকে তার এই বামপদের ধূলির মত জ্ঞান করে।

(প্রস্থানোদ্যত)

হা। আর সেই ধূলিতে হামির তার অবনত মস্তকে সগর্ব্বে রাজটীকা পরে। (উভয়ের প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন

দিল্লী ;—গোধূম ক্ষেত্র।

(কৃষকবালকগণের গীত)

গরীবের বাঁচাটা কি ঝক্‌মারী, কি ঝক্‌মারী, কি ঝক্‌মারী !
ঘরে নাই যার কড়ির পুঁজি, তারই আরও পুষ্যি ভারী।
পেটের মধ্যে আছে আগুন, ভোগ না পেলেই জ্বলে দ্বিগুণ,
মানে না রাজা বাদ্‌শা, শোনে না সে হুকুম জারী।
সবাই বলেন 'দোস্তী কি চিজ্‌ !' কাজের বেলায় পথ যার নিজ নিজ,
এই ত আজব দুনিয়া রে ভাই, এই ত আজব দুনিয়াদারী !
মিঞা কয়,—কি ভয় রে ভোলা, খোদার ঘর ত আছে খোলা,
যতই যে ঠকিয়ে জিতুক্‌, শেষটা ঠকা আদত তারই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী ;—রাজপথ।

(মহম্মদ খিলিজি বেড়াইতেছিলেন। রহমতের প্রবেশ)

রহ। জাহাঁপনা, আজ আপনার জন্ম দিন। এই খোস্‌ রোজে গোলামের প্রাণের সেলাম ও শুভ-ইচ্ছা গ্রহণ করুন। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে অধীন বিলম্বে এসেছে।

মহ। দিনান্তের রসে টস্‌টস্‌, রঙে ঝল্‌মল্‌ প্রকৃতির মত এ সেলাম আমার প্রাণকে স্পর্শ করেছে। আজ খোস্‌ রোজই বটে ;

শুধু মালদেবের খবরটা যদি মিথ্যে হ’ত! হামিরের চিতোর উদ্ধারের কথা যদি স্বপ্ন হ’ত!

রহ। হামিরকে উত্ত্যক্ত করার মূলে আমরাই, জাঁহাপনা।

মহ। তার কি হয়েছে? চিতোর আবার আমাদের হাতেই আস্‌বে। এখন ওই দেখ, কতকগুলি তাতারণী উৎসবে মত্ত হ’য়ে এই দিকে আস্‌ছে। চল, একটু আড়ালে দাঁড়াই।

(তাতারণীগণেব প্রবেশ)

তা-গণ।— (গীত)

আজ যে যৌবন-তরী
হাল মানে না ছুটছে উজান।
সহসা হৃদয়-গাঙ্গে দুকুল ভাঙ্গে সাধের বাণ।
রূপ আজ হ’ল চপল,
প্রেম আজ হ’ল পাগল,
সাধ যায় চাঁদের দেশে ভেসে ভেসে
কবি চাঁদের সুধা পান।

(প্রস্থান)

মহ। রহমত্‌, কেমন দেখ্‌লে? কেমন শুন্‌লে? বেশ! বুড়োর মত ভাব্‌ছ কি?

রহ। ভাব্‌ছি, চিতোর-অভিযানের জন্য যে অতিরিক্ত কর ধরা হয়েছে, প্রজার পক্ষে তা একটা জুলুম।

(মালদেবের প্রবেশ)

জা। বাদশা অন্যায় করতে পারেন ? খাঁ সাহেব, আপনি এক নূতন কথা শোনালেন দেখ্‌ছি !

মহ। অন্যায় হ'লেও সেটা আমার প্রয়োজনীয়। 'গরজ না মানে যুক্তির মানা।' মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবিয়ে দেবো। রহমত্, তোমার মনটা মেয়েমানুষের মত মোলায়েম,—একটুতেই গলে! দুনিয়ায় কে কাকে রেহাই দেয় ? দাঁও পেলে আপনার লোকও রেয়াত্ করে কি ? যদি আজ আমি ফকির হ'য়ে বেরিয়ে যাই, কে আমার সঙ্গ নেবে ?

রহ। আপনি এরূপ হৃদয়হীন নূন্, তা আমি বেশ জানি।

মা। উনি মিঠে-কড়া ;—যখন মিষ্টি তখন একেবারে চিনি,—যখন কড়া, ঠিক যেন বুনো ওল।

মহ। রহমত্, যে দিন খোদা আমার প্রেমের সাজান' বাগানের সেই টুকটুকে গোলাপ—দিলের মাকে কেড়ে নিলেন, সে দিন থেকে বুঝ্‌ছি,—দোস্তী, মহব্বত্—ফেরেব্‌বাজী। দুনিয়াদারী ব্যবসা,—শুধু লেন্-দেন সম্বন্ধ। স্ত্রীকে ভালবাস, তাই সে ভালবাসে ; পুত্র উত্তরাধিকারী, তাই সে তোমার কাছে গোবেচারী। রহমত, এ কি খয়রাতের জায়গা ?—এ ফাঁকির ঠাঁই ; সময় হারিয়েছ কি পিছিয়েছ, সুযোগ ছেড়েছ কি ঠকেছ। সেদিনকার রঙ্গিন চোখে যে লালে-লাল দুনিয়া দেখেছিলেম, দাগা পেয়ে বুঝেছি, তা মাকাল। সেদিন থেকে মানুষের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে' গেছি।

মা। চটে' গিয়েই ছেড়েছেন, এ ত তাদের ভাগ্যি!

রহ। জাঁহাপনা, তবে আপনি সমগ্র মানবজাতির কৃপাপাত্র। মানুষ দেবতার চেয়েও বড়; কেননা, তার দুর্ব্বলতা আছে, তাকে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। মানুষ যদি হেয়, তবে কি পয়গম্বর তার রূপ ধরে' দুনিয়ায় আস্‌তেন? তবে কি কোরাণ-শরিফ্‌ মানুষের ভাষায় লিখিত হ'ত?

মহ। যাক্, যখন মালেকের আবশ্যক হয়েছে, তখন মুলুককে তা যোগাতেই হবে।

মা। তা নইলে মুল্লুক গোল্লায় যাক্ না!

রহ। সে দফায় আপনার হাত-যশ খুব, সিংহ জী! জাঁহাপনা, এটা জান্‌বেন,—যে তক্ত প্রজার ভক্ত হৃদয়ের ওপর স্থাপিত নয়, তার পরমায়ু বড় অল্প।

মহ। মহম্মদ নিজের শক্তির ওপর একটু বেশী নির্ভর করে। শোন রহমত্, আমার হুকুম,—তোমাকেই এই অতিরিক্ত কর শক্তাই করে' আদায় কর্‌তে হবে। তখন দেখ্‌বে, জুলুম কেমন বেমালুম হ'য়ে এসেছে। ছাখ, ছেলে শৈশবে মা-বাপ ছাড়া বোঝে না; সেই ফের যৌবনে স্ত্রী নিয়ে মত্ত হয়; প্রৌঢ়ে তার সে মত্ততা সন্তানের স্নেহে গিয়ে দাঁড়ায়; শেষে পুত্রকে ডিঙিয়ে সে স্নেহ পৌত্রে গিয়ে বর্ত্তায়। এই হচ্ছে খোদার পয়দা-জাতের ধাত; একেই বলে মানব-চরিত্র।

মা। একেবারে খাঁটি পরিপাটি সত্য।

রহ। আপনি পোঁ-ধরা সানাই নাকি? সোজা কথা,

জাঁহাপনা, আমি অন্যায়ের সহায়তা ত কর্‌বোই না, সাধ্যমতে বাধা দেবো। রহমতের অভিমান আছে।

মহ। এ যে মালেকের মর্‌জি, রহমত্ খাঁ!

মা। শুন্‌লেন ত?

রহ। আপনার কাণ অনেক কাল গেছে, আমার তা আছে মশায়। জাঁহাপনা, ভেতরের হুকুমে বাইরের হুকুম নাকচ্ হ'য়ে গেছে।

মহ। তোমার সেনাপতি-পদও নাকচ্ হ'ল।

মা। কেরামত্, কেরামত্!

মহ। তফাৎ যাও, বেয়াদব্!

(মালদেবের প্রস্থান)

রহ। আমি যে রেহাই পেলেম, এ জন্য জাঁহাপনাকে ধন্য-বাদ।

মহ। তুমি এত বড় একটা পদের মায়া এত সহজে কাটা'লে?

রহ। যদি কোন দিন চতুষ্পদ হ'তে পারি, আবার আপনার দরবারে উচ্চ পদ দাবী কর্‌ব।

মহ। সে দিন কবে হবে?

রহ। যেদিন খোদা দোয়া ভুল্‌বে, মা সন্তান ছাড়্‌বে, রহমত্ খাঁ ইমান্ খোয়াবে।—এখন তবে আসি। আদাব্ জাঁহাপনা।

মহ। কোথা যাবে?

রহ। যেদিকে দু'চোখ ধায়।

মহ। বুঝি শত্রুদলে নাম লেখাবে?

রহ। - ঠিক ধরেছেন। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে রহমত্ খাঁর সাক্ষাৎ পাবেন।

(প্রস্থান)

(দিলের প্রবেশ)

দি। আপনি কাকে হাল্লা কর্‌লেন?

মহ। একটা বেইমানকে। দিল্, দেখ্‌লেম,—তুনিয়ায় কেউ কারও নয়। খোদারই যখন কলিজা নাই,—

দি। ছি বাপ্‌জান্! খোদার দোয়ায় সকলের তরক্কি হচ্ছে। আমি খোদাকে বড় ভালবাসি।

মহ। খোদা আমায় বড় দাগা দিয়েছে। তোর মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

দি। কিন্তু আমায় কি তোমার বুকে এনে দেয় নি? তা'তে কি তোমার কলিজা ঠাণ্ডা হয় নি?

মহ। দিল্, তুনিয়া আমায় বড় ঠকিয়েছে; শেষে তুইও ত আমায় ফাঁকি দিবি নে?

দি। বাপ্‌জান্, তোমার জন্মদিনে আমায় যে উপহার দিতে চেয়েছিলে, কৈ তা দাও।

মহ। তুই বাদ্‌শাজাদী, তোর কোন্ সাধ অপূর্ণ থাক্‌তে পারে? কোন্ হীরা, কোন্ জহরত্ তুই চা'স্?

দি। আমি হীরাজহরত্ ভালবাসি না। রমত্ চাচার কাছে

শুনেছি, তুমি গরীবের ওপর মাথট চাপিয়েছ ; তা রেহাই দাও বাপজান্,—এই আমার ভালবাসার বক্সিস্।

মহ। তা হ'লে যুদ্ধ চল্‌বে কি করে' ?

দি। খোদার দোয়ায় তোমার একগুণের দৌলত দশগুণ হবে।

মহ। এতে তুই কি পাবি ?

দি। ঘরে ঘরে খুসির রোল উঠ্‌বে, গরীবেরা তোমায় দোয়া কর্‌বে, খোদার মুখ হাসিতে ফেটে পড়্‌বে।

মহ। ঘূর্ণিবায়ুর স্তরে একটা ঠাণ্ডা মিঠি হাওয়া—তুই কে দিল্, তুই কে ? মেঘলা দিনে একটী ছোট্ট আলোর চুমা—বল্ দিল্, তুই কে ? তুই কি আমারই দিল্, না ভর্ দুনিয়ার দৌলত্ ? হঠাৎ দুনিয়ার চেহারা ফিরে গেল ! সে দিনের সেই আমাকে মনে পড়ে' গেল ! নে, তাকে শুদ্ধু আজ উপহার নে। ধন-মান ছাই হোক্,—আয় দিল্, বুকে আয় ; আমি তোকে নিয়ে দুনিয়া ফতে করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর ;—অবন্তীর কক্ষ।

(ময়না)

মা— (গীত)

আমি মনেরে বুঝাই, কাঁদিতে না চাই,

আমার কাঁদন শুধু আসে, আমার কাঁদন শুধু আসে।

এল এল মধু যামিনী, হেসে উঠে যূথী কামিনী,
সকল কুঞ্জ ভরিল ঢল ঢল ফুলবাসে।
সাধের মালাটি বুকে করি' করি' যাপিনু সারারাতি,
সে ত এল না, সে ত এল না ;—
শূন্য হৃদয় পাতিনু বৃথায় কাহার চরণ আশে,
বনে বনে বাজে বাঁশরী, তরুলতা উঠে শিহরি,
অধীর সমীরে ক্ষণে ক্ষণে ওই খল খল খল হাসে।

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। আমাদের সেই গানগুলোই বেশী মিঠে—যা করুণ হ'য়ে করুণাকে জাগায়। বল্ দেখি, তুই কোন্ কাননের ময়না? রোজ রোজ তোর গানেই আমার ভোর হয়, সাঁঝের বাতি জ্বলে, আমার সবুজ বাগ সজীব হ'য়ে ওঠে! আমার জগৎ একটি জলতরঙ্গের গৎ হ'য়ে বেজে উঠে। কিন্তু এ ভুবন-ভুলানো রূপ কোথায় পেয়েছিলি, সর্ব্বনাশী! (ময়না চুলগুলি আলুথালু করিয়া দিল) বাঃ, বাঃ! তুই রূপকে যত ভাগিয়ে দিস্, সে তত তোর পায়ে পড়ে; সে মোহন বয়ন যতই এলিয়ে দিস্, ততই তা ফাঁসীর মত গুছিয়ে ওঠে।—ওকি! তোর চোখের কোণে কালি কেন? ফুলের মত প্রাণটুকুতে যদি কোন দাগ লেগে থাকে,—একটা কাঁটার আঁচড়,—আমায় বল্‌বি নে? বল্ বোন্, তোর কি ঘর-বাড়ীর কথা মনে পড়ে' কষ্ট হয়? তোর কি মা-বাপের জন্যে প্রাণ কেঁদে ওঠে?

ম। আমি পাষাণী!

অ। অভিমান হ'ল ? চোখে জল! বাঃ, কি বেড়ে দেখ্‌তে হয়েছে! তোকে হাসিয়েও সুখ, কাঁদিয়েও সুখ। কাঁদ্‌ছিস্ কেন ? বে হয় নি বলে' ? সে জন্য ভাবনা কি ? নারীর রূপে নারী যখন ভোলে, তখন পুরুষ কোন্ ছার! (ময়না মস্তক অবনত করিল।) লজ্জা হ'ল ? যাদের বে'র যত গরজ, তাদেরই তত বেশী ন্যাকামো! নেকি! একেই বলে স্ত্রী-চরিত্র। দুর্ব্বলের ছলনাই বল।

ম। দিদি, আমি বড় দুর্ব্বল, বড় দুর্ব্বল!

অ। কেন ? উঠ্‌লে কি মাথা ঘোরে ? চোখে কি আঁধার দেখিস্ ? বল্, তবে বদ্যি ডাকিয়ে বড়ির ব্যবস্থা করি।

ম। দিদি, আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই।

অ। কেন ? তুই চুপ্ করে' থাকিস্, আর আমি বকি ? তা বেশ! এবার আমিও তোর খাতায় নাম লেখাব। হয়েছে কি ? কথার আগেই চোখ ছলছল, ঠোঁট থরথর! যে কথাটা বল্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছিস্, সেই কথাটাই যেন মুখ দিয়ে আস্‌ছে না। লক্ষণ ত ভাল নয়! মাথা হেঁট কর্‌লি যে ? চোখ্ দুটো অপরাধীর মত লজ্জায় মরে' রইল কেন ? ব্যাপার কি ? আমায় বল্‌বি নে ? আমি যে তোর দিদি!

ম। মা'র পেটের বোনও বুঝি এমন হয় না!

অ। তবে আমায় সব খুলে' বল্। কপাট যত এঁটে রাখ্‌বি, ধোঁয়ায় তত দম্ আট্‌কে আস্‌বে। আমার কাছে কপাট খুল্‌বি নে ?

ম। আমি বড় দুর্ব্বল, বড় দুর্ব্বল!

অ। একটু মকরধ্বজ এনে দেবো? মাথাও ঠাণ্ডা হবে, বুকটাও তাজা হ'য়ে উঠ্‌বে।

ম। আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস্ ক'রো না দিদি;—আমি কিছু বল্‌তে পার্‌বো না।

অ। গানের বেলায় দেখি সুর সপ্তমে চড়ে! যাক্, একটা কথা জিগেস্ কর্‌বো,—ঠিক উত্তর দিবি?

ম। (ঘাড় নাড়িল)

অ। বল্ দেখি, তোর টাট্‌কা প্রাণটা কোথাও কি আট্‌কা পড়ে' গেছে? বল্—বল্,—তোকে বল্‌তেই হবে, নইলে ছাড়্‌বো না।

ম। আমি বল্‌তে পার্‌ব না। সে কথা বল্‌তে গেলে বুক ভেঙ্গে যাবে।

অ। আচ্ছা, বল্ না তুই কাকে ভালবাসিস্?

ম। শুন্‌বেই? অন্তরে যার সমাধি হয়েছিল, তাঁকে বাই-রের আলোতে আন্‌বেই? কিন্তু তার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অ। মর্‌বার এখনই কি হয়েছে? ভালবাসারই এক নাম মরণ। যা জিগেস্ কর্‌লেম, তার কি?

ম। তবে প্রস্তুত হও। শুনে' ওই রঙ্গভরা চোখ্‌দুটোতে সজল আগুন বেরোবে না ত? একটা হাসিতে-টল্‌মল্ ফূর্ত্তি একটা আর্ত্তনাদে চুর চুর হ'য়ে যাবে না ত? আমি জানি,

ওই আশীর্ব্বাদের স্থির বিদ্যুৎ লহমার মধ্যে অভিশাপের কঠিন বজ্র হ'য়ে উঠ্‌বে! জগতের ওপর তোমার ঘেন্না হ'য়ে যাবে! স্ত্রী-চরিত্রের,—নিজের জাতির ওপর থেকে বিশ্বাস চলে' যাবে। তোমার সেই স্নেহ, আলিঙ্গন থেকে সরা, সেই আশ্‌মান থেকে গড়িয়ে পড়া,—এ ত আমি সইতে পার্‌ব না!

অ। বুঝেছি! যে আনন্দে আমি আত্মহারা, সেই নেশায় তুইও মাতোয়ারা হয়েছিস্! তাতে কি হয়েছে? মানুষ কি মানুষকে ভালবাসবে না? সে যে পৃথিবীর দুখভরা সুখ, কান্নার হাসি, নারী-জন্মের গরলোত্থিত সুধারাশি। প্রেমেই নারীর সৃষ্টি,—প্রেমেই তার অবসান। বোন্, এ সংসারে প্রেমই পুণ্য, ভালবাসাই ভগবান্।

ম। যথেষ্ট, যথেষ্ট! ঋণের ওপর আর ঋণ চাপিয়ো না।

অ। আচ্ছা, না হয় কিস্তী করে' ধার শুধিস্; তার আগে একবার প্রাণভরে' দেখ্‌বি?

ম। না দিদি, অতটা সইবে না। প্রাণপণ স্নেহের ওপর, সরল নির্ভরের কাছে, এমন ত্যাগের সাথে অতটা দাগাবাজি খাট্‌বে না।

অ। খাটে কি না, সে আমি দেখ্‌ব। তোকে দেখ্‌তে বল্‌ছি, দেখ্;—প্রাণ ভরে' দেখ্। দেখ্‌বার জিনিস বটে!

(জানালা খুলিয়া শায়িত হাম্মিরকে দেখাইয়া
অমন্তীর প্রস্থানোদ্যম)

ম। দিদি, যেয়ো না, যেয়ো না।

অ। কেন? ভাব্‌ছিস্, মনটা খাটি করে' তোকে রেখে

যেতে পার্‌বো না? না বোন্, অবন্তীর শাদা প্রাণে কাদা নেই। তুই দেখ্,—প্রাণ ভরে' দেখ্।

(প্রস্থান)

ম। সে বড় সুন্দর! আমি বড় দুর্ব্বল! যেয়ো না দিদি, যেয়ো না—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর ;—হামিরের বিরাম-কক্ষ।

(হামির অর্দ্ধশায়িত, হারাবতীর প্রবেশ)

হারা। হামির, বিশ্রাম কর্‌ছিস্?

হা। (উঠিয়া) না মা, কাল কেমন করে' সৈন্য সাজাব, তাই ভাব্‌ছি।

হারা। অগণ্য শত্রু দ্বারে এসে থানা দিয়ে বসেছে,—তাই চিন্তা হয়েছে? খোদ দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে যুদ্ধ,—তাই জয়ে সংশয় হচ্ছে? তোকে ত অনেকবার বলেছি,—জনবল, ধনবল, বল নয়; প্রকৃত শক্তি সাধু উদ্দেশ্যের মধ্যে লুকায়িত, আত্মার গহ্বরে নিহিত। তা সাধনায় মেলে। হামির, মাতৃদত্ত তলোয়ারের ধারও কি ক্ষয় হ'য়ে গেছে?

হা। কোন ধারই ক্ষয় হয় নি,—তোমার তরবারেরও নয়, তরবারের মতই শাণিত তোমার মহৎ শিক্ষারও নয়। মা, তোমার

কাছে বড়াই করে' বল্‌ছি, দিল্লী ফিরে যেতে বাদ্‌শাহী ফৌজের অতি অল্পই অবশিষ্ট থাক্‌বে।

হারা। এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হলেম না।

হা। কেন মা? ন্যায়যুদ্ধে শত্রুনাশই ত রাজপুতের পরম ধর্ম্ম।

হারা। ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা অত সহজ নয়। যে সিদ্ধির জন্য লালায়িত, জয়ের নেশায় আকুল, যশের তৃষায় পাগল, তার পদে পদে পদস্খলন হয়। কর্ম্মের সার্থকতা উদ্যমে নয়, সংযমে। হাম্বির, বজ্রপাতে পৃথিবী উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে সে কলঙ্ক কালিমায় কি আরও এক পোঁছ কালি মাখাবে?

হা। তবে শত্রুকে আক্রমণ না-ই বা কর্‌লেম; গিরিসঙ্কটে এনে জালবদ্ধ কর্‌ব। কিন্তু মা ডরাই, পাছে কূট-কৌশল শিখিয়ে সিংহের জাতিকে শিবা-বৃত্তিতে প্রবৃত্তি লওয়াই!

হারা। যার উদ্দেশ্য বৃহৎ, পরিণাম মহৎ, তা কৌশল হ'লেও ছলনা নয়। চিতোরেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে যাব। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ একলিঙ্গ তোমার মঙ্গল করুন।

(প্রস্থান)

হা। তবে হাম্বিরের গতি রোধ করে কার সাধ্য?

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। তা কি একেবারেই অসাধ্য?

হা। তুমি কে ?

র। চিন্‌তে পার্‌লেন না ?—না চেন্‌বারই কথা ! যা মর্ম্মে লাগে,তা মর্ম্মে জাগে। যে শেষসীমায় চড়ে, তার কি সিঁড়ি মনে পড়ে ? তাই আপনি ভুলেছেন, আর আমি আজীবন স্মরণ রাখ্‌বো। যাক্‌,—শুনে রাখুন, আমার নাম রঞ্জন।

হা। এখানে কি করে' এলে ?

র। সে কৈফিয়ত্‌ আপনার রক্ষিদের কাছ থেকে নেবেন।

হা। তোমার অভিপ্রায় ?

র। ময়না নামে একজন সুন্দরী গায়িকা আপনার অবরোধে পড়ে' পচ্‌ছে,—তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

হা। অবরোধে পচ্‌ছে ! সে কি কথা ? যিনি অন্তঃপুরের কর্ত্রী, সেই করুণাময়ী ত কাউকে আদর বৈ ভুলেও অবহেলা কর্‌তে জানেন না !

র। ওই আদরই আমাদের কাল হয়েছে। মহারাণা, আপনি তাকে ছাড়ুন। তার গৃহ আছে, স্নেহময়ী মা আছেন,—ঘরের লোক ঘরে ফিরে যাক্‌।

হা। তুমি তার কে ?

র। আপনার লোক।, তার মা তাকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।

হা। আমাদের তাতে কোনই আপত্তি নাই।

র। কিন্তু তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। এ খাঁচায় আপনি কি

পরশ-পাথর লাগিয়েছেন, শৃঙ্খলে কি মধু মাখিয়েছেন,—তার মায়া সে কিছুতেই কাটা'তে পার্‌ছে না।

হা। আমি তাকে দেখিও নি।

র। এটা বিশ্বাস কর্‌তে হবে?

হা। হামির পরস্ত্রীকে কোন দিন আঁখির কোণেও দেখে না।

র। না দেখেও প্রেম হয়।

হা। এই তরবারি স্পর্শ করে' বল্‌ছি, এক মেবার ছাড়া আমার হৃদয়ে আর কারও স্থান নাই,—তার কথা ছাড়া আর কোন চিন্তারই অবসর নাই। মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেমও তাতেই মিশে আছে।

র। সুখের কথা। কিন্তু সেই রূপসী তরুণী যে যেতে চাচ্ছে না, এর ত একটা কারণ আছে?

হা। আমি ত এ রহস্য ভেদ কর্‌তে পার্‌ছি নে। তাকে তুমি নিয়ে গেলেও কি সে যাবে না?

র। না।

হা। তবে কি কর্‌তে হবে?

র। এই তরবারের নীচে আপনাকে মাথা দিতে হবে, মহারাণা। আপনি ইহলোক হ'তে না সর্‌লে, মন্দনার মুক্তি নাই। ভয় হ'য়ে থাকে, আপনার রক্ষিদের ডাকুন।

হা। হামির নিজেকে নিজে রক্ষা কর্‌তে জানে।

র। তবে আসুন।

হা। বীরের অসি নির্বোধীর শিরে পড়ে না।

র। তবে নিজের শিরই দান করুন।

(তরবারি বহিষ্কৃত করিল)

(ছুরীহস্তে বেগে ময়নার প্রবেশ)

ম। খবরদার! দেবতার ওপর হাত তুলেছ, কি মরেছ!

র। বটে, বটে! দেবতা—দেবতা?

ম। রঞ্জন, জান, তুমি আজ কাকে আঘাত করতে যাচ্ছিলে? তাঁর জীবনে যে সহস্র সহস্র জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িত! তাঁর ওপর ভর করে' যে একটা জাতির ভিত্তি দাঁড়িয়ে,—একটা রাজ্যের মঙ্গল মাথা উঁচু করে' আছে! ভাই, ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, ভালবেসে যদি দোষী হ'য়ে থাকি,—সে জন্য দায়ী শুধু আমি।

র। কেননা, সে বড় সুন্দর!—না ময়না?—সে বড় সুন্দর? হাম্বির, খুব বেঁচে গেলে! তোমায় একদিন দেখে' নেবো,—দেখে নেবো।

হা। তবু বীরের অসি নির্দোষীর শিরে পড়ে না।

(রঞ্জনের প্রস্থান)

ম। মহারাণা, আজ হ'তে অপনার মাথা হেঁট হ'ল! যাঁর কাছ থেকে প্রাণপণে প্রাণের যে কথাটা লুকিয়ে রাখ্‌ব ভেবেছিলেম, আজ তাঁরই কাছে তা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ল! সে জন্ম দুঃখ নাই। শুনেছি,—প্রেমেই নারীর সৃষ্টি, প্রেমেই তার অবসান।

হা। প্রেম নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নয়। যাও নারী, নাথ-আতুর, রোগী তাপী তোমার অপেক্ষায় আছে। যাও,

তোমার সেবার অর্ঘ্য নিয়ে তাপিত জগতে সুধা পরিবেশন কর। কাল যুদ্ধ আরম্ভ; এ সময়ে আহতের শুশ্রূষা ভুলে' নারীর পরদুঃখ-কাতর প্রকৃতি কি আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকবে?

(প্রস্থান)

ম। যে রাস্তা চেনা'লে দেবতা, যদি তা হারাই, কোন দুঃখ নাই। আমি শুধু ভালবাস্‌বো,—ভালোবাস্‌বো। আমার সমস্ত জীবন ভালবাসা হ'য়ে ফুটে উঠেছে। যিনি ভালবাসা গড়েছেন, আমি তাঁর ধন দিয়ে তাঁরই পূজা করব। আমার রাণী দিদির কাছে অবিশ্বাসিনী হ'তে পার্‌বো না। মনকে বোঝা'ব,—প্রাণকে ফেরা'ব,—তবু আমার সোণাদিদির পায়ে অপরাধিনী হব না।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

শিঙ্গোলী;—চম্বল নদীতীরে বাদশাহী শিবির।

(মহম্মদ খিলিজি ও ভজনলাল)

মহ। রাজদূত, তুমি দেখ্‌ছি মালদেবের চেয়েও এক কাঠি সরেস।

ভ। আজ্ঞে, মালদেব জানে কি? সে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং রেখে রাজত্ব করেছে বৈ ত নয়!

মহ। তুমি পথ ঘাট চিনিয়ে না আন্‌লে ভয়ানক মুস্কিল হ'ত।

ভ। অতএব আমি মুস্কিল-আসান? আমি যে-সে লোক নই! দু'দুটো দরবার ফেরে আস্‌ছি,—এবার তিনের ধাক্কা। জাঁহাপনা,

আমার একটী টাট্‌কা পড়ে'-পাওয়া স্বজাতি দোস্ত্‌ আপনার দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে বাইরে অপেক্ষা করছে; সে আপনার হ'য়ে লড়া'য়ে যেতে চায়।

(মালদেবের প্রবেশ)

মা। যাকে তাকে নেওয়া কিছু নয়। এ সময় শত্রু মিত্র চেনা দায়।

মহ। তোমার মত বর্ণচোরা আম সবাই না হ'তে পারে। যাও ভজনলাল, তাকে ডেকে নিয়ে এস।

ভ। কি মশায়, কেমন লাগ্‌ছে?

মা। ছুঁচো, আমার সঙ্গে কথা বলিস্‌ নে।

(ভজনলালের প্রস্থান)

(জনৈক সেনানায়কের বেগে প্রবেশ)

সেনা। জাঁহাপনা, বড় দুঃসম্বাদ! আমাদের অর্দ্ধেক ফৌজ পর্ব্বতের রন্ধ্রপথে আট্‌কা পড়েছে!

মহ। এখানে যত সৈন্য আছে, সব নিয়ে তাদের উদ্ধারে যাও।

মা। এদিক্‌কার কি হবে? আপনি গেলে—সমস্ত হিন্দুস্থানটা গেলেও ত আমি রাজী নই।

মহ। আর কিছু না হোক্‌, তোয়াজ্‌ কর্‌তে খুব শিখেছিলে! তোমার মতে চলে'ই ত এই হ'ল। তুমি বল্‌লে, হাম্বির রাজ্য

ছেড়ে পালিয়েছে! (সেনানায়ককে) এদিক্‌কার জন্যে ভাবনা নেই; রাজপুতেরা সব ওই দিকে জমায়েত্‌ হয়েছে।

(সেনানায়কের প্রস্থান)

মা। জাঁহাপনা,—

মহ। চুপ্‌ রও, বেইমান!

(রঞ্জনকে লইয়া ভজনলালের পুনঃপ্রবেশ)

ভ। তৈল দাও, তৈল দাও!

মা। কোথাকার লক্ষ্মীছাড়া পাজী!

র। জাঁহাপনার অনুমতি হ'লে আমিও এই উদ্ধারকারী-দলের সঙ্গে যাত্রা করি। হামিরকে একবার ভাল করে' দেখে নিতে চাই।

মা। অ্যাঁ! একে দেখে মনটা ভিজে উঠ্‌ছে কেন? অনেক দিন চোখের জলের সঙ্গে কারবার নাই,—আজ একি কাণ্ড!

মহ। হামিরের ওপর তোমার এত আক্রোশ কেন?

র। সে আমার এইখানে ছুরী লাগিয়ে সর্ব্বস্ব চুরি করেছে!

মহ। কাঁদ্‌ছ, রঞ্জন?

র। না, রাগে কাঁপ্‌ছি। প্রতিহিংসার নেশায় মাতালের মত টল্‌ছি, তার রক্তের তৃষায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি।

মাল। একি! ওর কাতর গলা শুনে' মনটার মধ্যে একটা ঘা লাগ্‌ল কেন?

মহ। যদি হামিরকে পরাস্ত কর্‌তে পার, উচ্চপদ পাবে।

র। আমি পদ-সম্পদের ভিখারী নই,—আমি চাই হাম্বিরের শির। সে আমার সাধের স্বপন চূর চূর করেছে,—বড় আশায় ছাই দিয়েছে! আমায় বড় জ্বলিয়েছে, বড় দাগা দিয়েছে!

মহ। তুমি রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের বিরুদ্ধে যাবে, তার প্রমাণ?

মা। আজ্ঞে, আমিই সম্মুখে হাজির!

মহ। তোমার কথা জুদা। তোমার তুলনা শুধু তুমি।

ভ। যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।

মা। জাঁহাপনা,—

মহ। এখন এখান থেকে যাও ত। তোমায় দেখ্‌লেই আমার মেজাজ গরম হ'য়ে ওঠে।

ভ। যান্, জাঁহাপনার মেজাজ খারাপ করে' দেবেন না।

মহ। বিশ্বাসঘাতক! শঠ! ভণ্ড!

মা। আপনার চাইতেও? (প্রস্থান)

র। জাঁহাপনা, আমার দেবতা নাই যে তাকে সাক্ষী কর্‌ব, ধর্ম্ম নাই যে তার দোহাই দেবো, বিবেক নাই যে তার শপথ নেবো;—থাক্‌বার মধ্যে আছে শুধু সোণার প্রতিহিংসা। সেই আমার ঈশ্বর,—সেই আমার জামিন।

মহ। আজ হ'তে তুমি আমার একজন সেনানায়ক। যাও,—রন্ধ্রবদ্ধ ফৌজদের উদ্ধার করাই চাই।

র। আদাব, জাঁহাপনা। হাম্বির, তোমায় দেখে নেবো,—দেখে নেবো। (প্রস্থান)

মহ। আচ্ছা, মালদেব তোমাকে দেখ্‌লেই চটে' যায় কেন! ওকে কি তুমি আগে চিন্‌তে?

ভ। আজ্ঞে, কস্মিন্ কালেও না। লোকটার বোধহয় খিঁচুনী রোগ আছে। যাক্; জাঁহাপনা, শুন্‌লেম একটা লড়াই হেরেছেন। এটা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা, সুতরাং দুঃখ ভোলাও আবশ্যক। তার ব্যবস্থাটা কি হবে? হয় ত এমন সময় আর না ও আস্‌তে পারে! তখন ভারী পস্তা'তে হবে।

মহ। ভজনলাল, মহম্মদ খিলিজি বিপদকে দুঃখ মনে করে না, সে তার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।

(দিলের প্রবেশ ও বিরক্তিসহকারে ভজনলালের প্রস্থান)

দি। বাপজান্, এ মারামারি, কাটাকাটি কি থাম্‌বে না?

মহ। ওকি! ঠোঁট দুখানি কাঁপ্‌ছে যে! ডাগর ডাগর চোখ দুটী যে জলে ভরে' আস্‌ছে! এই ত দুনিয়া! দিল্, দুনিয়া বড় বেইমান্!

দি। কিন্তু দীন-দুনিয়ার মালেক্ ত মেহেরবান্।

মহ। তা হ'লে দুনিয়া বেহেস্ত্ হয় না কেন?

দি। রমত্ চাচার মুখে শুনেছি,—যত দিন মানুষ দুষ্‌মনকে দোস্ত্ কর্‌তে না পার্‌বে, দুনিয়া বেহেস্ত্ হবে না। বাপজান্, আমরা কি রাজপুতের সঙ্গে ভাব করে' দিল্লী ফিরে যেতে পারি না? আজ যদি রমত্ চাচা থাকৃত, তা হ'লে বোধহয় এর উপায় হ'ত! বাপজান্, রমত্ চাচার সঙ্গে কি আবার দেখা হবে?

মহ। আর সে কথা কেন দিল্! আমরা সাম্‌নে থাকৃতে শুধু

দেখি, দূরে গেলে চিনি ; মিলনেই হারাই, বিরহে পাই। কিন্তু তীর একবার হাত থেকে ছুট্‌লে আর কি থামে? পাশার দান পড়ে' গেলে আর কি ফেরে? একি! ও কিসের কোলাহল?

(বেগে জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। জাঁহাপনা, শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন। রাজপুতেরা শিবির আক্রমণ করেছে। আমরা জনকয়েক মাত্র! কি কর্‌বো?

মহ। কি কর্‌বি? কাপুরুষের দল! লড়্‌,—মর্‌। মালদেব কোথায়?

প্র। এই মাত্র তিনি ও ভজনলাল বন্দী হয়েছেন।

মহ। তা হোক্‌ ; ফের লড়্‌,— মর্‌। লড়াই ফতে কর্‌।

(প্রহরীর প্রস্থান)

দি। বাপজান্‌, তবে কি হবে?

মহ। দিল্‌, তোকে ডালি দিতে এনেছিলেম! তোর কথাই ঠিক, -আমাদের গত কালগুলো সব বেইমান্‌। কালও আমি মুলুকের বাদশা ছিলেম! আর আজ?—আমার পাছে কেউ নাই!

(বেগে রহমতের প্রবেশ)

রহ। আছে, জাঁহাপনা,—আছে।

দি। রমত্‌ চাচা, রমত্‌ চাচা! (দৌড়িয়া নিকটে গেল)

মহ। অ্যাঁ! তুমি এ সময় এখানে রহমত্‌! অভিপ্রায়?

রহ। আমার ত বলাই আছে,—মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে রহমতের সাক্ষাৎ পাবেন! শুধু আমি আসি নাই,—আমার সাথে হাজার বাছা

জোয়ান আছে। তারা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাক্‌লে কার সাধ্য আপনাদের বাঁচায় ?

দি। রমত্‌ চাচা, তুমি আমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেয়ো না।

মহ। রহমত্‌,—রহমত্‌ ! আমার বিশ্বস্ত বন্ধু !

রহ। আর কথার সময় নাই,—শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করুন্‌ ! ওই রাজপুতেরা এসে পড়্‌ল ! এস, দিল্‌, চলে' এস।

(সকলের প্রস্থান)

(সসৈন্যে জালের প্রবেশ)

জা। এইমাত্র যে বাদ্‌শা শিবির থেকে পালিয়েছে, তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। কি শিকারটাই ফস্‌কে' গেল ! জাল ভেবেছিল, সে আজ দিল্লীর রাঘব-বোয়ালকে আট্‌কাবে ; তা আর হ'ল না ! সৈন্যগণ, ওই দেখ,—বাদ্‌শাহী ফৌজ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে। চল, তাদের মথিত করি। মেবার-আক্রমণের সাধ কি সাধ্য আর যেন তাদের না হয়। কিন্তু ও কে ? সহসা 'দীন্‌ দীন্‌' রবে তরোয়াল নাচিয়ে একদল নূতন ফৌজ নিয়ে আমাদের ব্যূহের বামপার্শ্ব ভীমবিক্রমে আক্রমণ কর্‌লে !

(রঘু পাগলার প্রবেশ)

রঘু। আর কে ?—ও রহমত্‌ খাঁ।

জা। তা হোক্‌। আজ দেখ্‌ব, কার প্রভুভক্তি জেতে !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর ;—সেবা-শিবিরের সম্মুখ।

(অবন্তী ও ময়না)

অ। শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়্‌ছে ; এই খানে একটু বিশ্রাম করি।

ম। শরীরের আর অপরাধ কি ? সেবা-শিবিরের আদ্ধেক খাটুনীটা একলাই খাট্‌লে ! এত বেলা হয়েছে, মুখে একটু জল দাও নি ! এ তোমার যেন একটা নেশা !

অ। আর তুই যে আমার সঙ্গে সঙ্গে খাট্‌লি, তা বুঝি কিছু নয় ?

ম। তা হ'লেও এ কাজের তুমি কর্ত্রী, আমি সাহায্যকারিণী ; তুমি গুরু, আমি শিষ্যা।

অ। দূর থেকে নির্ঝরের মিঠে গলা কাণে আস্‌ছে। ওই আনন্দ-গানের সঙ্গে মানুষের আর্ত্তনাদের যোগ নাই কেন ?

ম। আমার প্রাণটা কিন্তু সেবা-শিবিরে গিয়ে জুড়োয়। কেমনা, সেও একটা শ্মশানের মতই। আমি শ্মশান বড় ভালবাসি।

অ। আমিও তাই।

ম। কেন ? নিজের জ্বালা জুড়োয় বলে' ?

অ। তা নয়, পরের জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়া যায়।

ম। দিদি, তুমি দেবী।

অ। আর ওই তোর দেবতা এই দিকেই আসছেন। পালাচ্ছিস্ যে ? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌তে সাধ নাকি ?

ম। আমায় উপহাস করে' অবিশ্বাসিনী ভেবো না। আমি এক মুহূর্তের জন্যেও তোমার কাছে অপরাধিনী হব না। যাই, শিবিরবাহিরের কি করছে দেখে আসি। ওদের শাদাসিধে সুখদুঃখের কাহিনী আমার বড় ভাল লাগে।

(প্রস্থান

(হামিরের প্রবেশ)

হা। এত বেলা কি হ'ল অবন্তী ? মুখ নত করলে যে, লজ্জা হয়েছে ? হবারই কথা। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যায় করার প্রধান শাজা ধরা পড়া। দেখ, সংসারে দু রকম চোর আছে,— একের লোভ পরধনে, অন্যের—পরকালে। একজন পরের, আর এক জন পারের কড়ি জমা করে। এ সিঁদ কাটে ধনীর ঘরে, ও কাটে ভগবানের ভাণ্ডারে।

অ। জানি মহারাণা, আমি যেখান থেকে আসছি, আপনার সেইখানকারই ফেরতা। আপনার যুদ্ধেরই হাতিয়ার—তরবার তার পারের অস্ত্র—অশ্রু।

হা। তবু তোমায় আমায় ঢের তফাৎ। আমার ভালর মধ্যেও একটা মত্‌লব আছে ; তোমার ভাল,—শুধু ভাল।

অ। মত্‌লবটা কি, শুন্‌তে পারি না ?

হা। কেন পার্‌বে না ? এ চুরি নয়, কাজেই বাহাদুরীও নাই ;—অতি সোজা কথা। আমার এক প্রাণঘাতী শত্রু আছে ; যুদ্ধে তাকে স্বহস্তে আহত করেছি। ইচ্ছা আছে, আবার সেই হাতেই সেবা করে' তাকে বাঁচাব।

অ। ও, এই মত্‌লব ! এ দুরভিসন্ধির দায় যে স্বয়ং দয়াময় মাথা পেতে নেন্ !

হা। সবটা শোনই আগে। একটা পুরোনো কথা আছে, —শত্রুও ভাল ব্যবহারে মিত্র হয়। কথাটা ঠিক কিনা, দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে। বহুরূপী মানব-চরিত্রের এই রহস্যটা পরখ্‌ কর্‌বার জন্যেই আমার এ মাথাব্যথা। কিন্তু তোমার যা, সে হৃদয়-বেদনা।

অ। নাম যা-ই হোক্‌, এ কাজ একমাত্র মহারাণা হামিরের পক্ষেই সম্ভব।

হা। আর শত হামিরের পক্ষেও যা অসম্ভব, এক অবন্তীতে তা সম্ভব হয়েছে। দরদী, পরের জন্য এ দরদ্‌ কোথায় পেয়েছিলে ?

অ। মহারাণা, আমার আর এক দরদী বোন্‌ আছে, সেও দরদে ফেটে পড়ে ; কৈ, তাকে ত কিছু বল্‌লেন না ?

হা। পরের ভাল যার ব্রত, ভাল শোন্‌বার দিকে তার ঝোঁক না থাকাই ভাল। প্রশংসা শুন্‌লে মরা মানুষও তাজা হয়, যশের

নেশায় আসল কাজ ভেসে যায়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার ধাঁধাঁ আছে।

অ। কি?

হা। পিতার মুক্তির ব্যবস্থা কি কন্যার সর্ব্বাগ্রে করণীয় নয়?

অ। পিতা বড়, না মেবার বড়?

হা। হাজার হোক্ তিনি তোমার পিতা, আমার পূজনীয়; তাঁকে মুক্ত করে' দিয়েছি। কিন্তু বুঝ্‌লেম অবন্তী, তুমিই ভক্ত।

অ। যাই, কাল মায়ের শিবচতুর্দ্দশীর উপোস্ গেছে, আমায় গিয়ে পারণের উদ্যোগ কর্‌তে হবে।　　(প্রস্থান)

হা। সেবা-শিবির থেকে রঞ্জন ভেগেছে। তার আঘাত সাংঘাতিক না হ'লেও গুরুতর। শুশ্রূষাকারীদের কাছে শুন্‌লেম, তার ক্ষতগুলি দিয়ে রক্তস্রাব হচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই বেশী দূর যেতে পারে নি। ওই ঝোপের দিকটা আমার দেখা হয় নি। (অগ্রসর হইয়া) একটা কি নড়্‌ছে না! ওই সেই। (রঞ্জনকে তুলিয়া আনিয়া) আমি যে তোমাকেই খুঁজ্‌ছি, রঞ্জন!

র। এত অনুগ্রহ কেন?

হা। রঞ্জন, আমাদের ওই 'কেন'গুলোই শুধু সম্বল। 'কেন'র জবাব আসে ওপর থেকে।

র। আমায় এ সময়েও কি রেহাই দেবে না?

হা। তার একটা মস্ত কারণ আছে। যে হাতে তোমার ক্ষতি করেছি, সেই হাতেই তা পূরণের ইচ্ছা আছে। তোমায় আমি বাঁচাব।

র। সারাটা জীবন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার্বার জন্যে বুঝি? আমাকে যদি বাঁচাতেই চাও, একদম্ শেষ কর।

হা। বন্দী হবে ভাব্ছ, রঞ্জন? সে ভয় নাই। যদি কোন দিন তোমায় বাঁধ্তে পারি, তবে সে প্রেমের ডোরে।

র। বৃথা চেষ্টা। জঙ্গলের বাঘ পোষ মানে না, আদরে সে শিকার ভোলে না। আমায় শেষ কর। আমার জীবন থাক্তে তোমার জীবনের আশা নাই।

হা। এই ত কথা?

র। জীবনের চেয়ে বেশী কি?

হা। জীবনের কাজ।

র। তা হ'লে আমায় বাঁচাও। আমার জীবনের কাজও বাকী রয়েছে। কিন্তু হামির, এই খেয়ালের জন্যে তোমায় বেশী-হাতে লোক্সান দিতে হবে।

হা। সখ্ থাক্লেই তার দাম দিতে হয়। এখন আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(গাইতে গাইতে সেবা-শিবিরস্থ শুশ্রূষাকারিণীগণের প্রবেশ)

উজল মোদের সোনার অতীত, উজল মোদের বর্ত্তমান,
মানব-সেবাই মোদের ধর্ম্ম, পুণ্যভূভাগ জন্মস্থান।
আমরা গড়িব ভবিষ্যত না করি ভ্রাতার রক্তপাত,
আমরা আনিব প্রাচী হইতে আবার জগতে সুপ্রভাত,
হৃদয় চিরিয়া করিব আমরা যুগের চরণে অর্ঘ্য দান।

আমরা জানি, বর্ব্বর প্রথা—যুদ্ধ,
সীতা সাবিত্রী মোদের জননী, গুরু—গৌতম বুদ্ধ,
আমরা মুছাব রক্ত-কালিমা ঘুচাব ধরার দৈন্য,
আমরা করিব বিশ্ব-বিজয় পাঠা'য়ে প্রেমের সৈন্য,
আমরা প্রথম স্বর্গ গলায়ে এনেছি ধরায় শান্তিগান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর ;—অন্তঃপুর।

(ক্ষেতু ও দিল্)

ক্ষে। ভাই, তুমি খালি খালি কাঁদ কেন? খেল্‌তে খেল্‌তে খেলা ভুলে' চোখ্ মুছ্‌তে থাক! তোমার কি হয়েছে, বল। তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার যে কান্না পায়!

দি। ভাই, আজ কতদিন বাপজান্‌কে দেখি নি! আমি সাথে না বস্‌লে তার খাওয়া হয় না, আমি কাছে না শু'লে তার ঘুম হয় না। সে কি আমায় না দেখে' এখনও বেঁচে আছে?

ক্ষে। ভাই, তোমার বাবা কোথায়?

দি। শুনেছি, তোমার বাবা আমার বাবাকে কয়েদ্ করে' রেখেছেন। রমত্ চাচাকেও শুন্‌লেম কয়েদ্ করা হয়েছে। সেও আমাকে ছাড়া কিছু জানে না!

ক্ষে। ইস্! বাবা কেন তাদের কয়েদ্ করে' রাখ্‌বে?

কিসের জন্যে? আমি এখনই বাবাকে বলে' ছুটী করে' আন্‌ছি। তা হ'লে ত তুমি আর কাঁদ্‌বে না? ওই যে বাবা আস্‌ছে—

(হামিরের প্রবেশ)

বাবা, দিলের বাবাকে তুমি কেন কয়েদ্ করেছ?

দি। শুধু বাপজান্‌কে নয়, রমত্ চাচাকেও।

ক্ষে। বাবা, তাদের এখনই ছুটি করে' দাও।

হা। কেন রে ক্ষেতু?

ক্ষে। 'কেন' আবার কি? সে যে দিলের বাবা! দিল্ যে তার জন্যে কাঁদ্‌ছে!

হা। না রে প্‌াগলা, সে হয় না।

ক্ষে। তা হ'লে আমি খাব না, নাইবো না; পায়রা উড়িয়ে দেবো, পোষা ভেড়া ছেড়ে দেবো; এই তলোয়ার নিজের বুকে বসিয়ে দেবো।

(হারাবতীর প্রবেশ)

হারা। হামির, এর ওপরও কথা আছে নাকি? এখনই সসৈন্যে বাদশাকে মুক্ত করে' দাও।

দি। আর রমত্ চাচাকেও।

হা। ক্ষেতু, দাঁড়া; আমি মুক্তি-পত্র লিখে আন্‌ছি, তুই গিয়ে বাদশাকে ছুটী করে' আন্‌বি। দিল্, আমার ওপর রেগে-ছিলে, এবারে খুসী হ'লে?

(প্রস্থান)

ক্ষে। দেখ্‌লে দিল্, তোমার বাবা তোমাকে যেমন ভালবাসে, আমার বাবাও আমায় তেমনি ভালবাসে। এখন আর মুখ ভার কেন? হাস।

দি। ভাই, খোদা তোমার ভাল কর্‌বেন।

হারা। দিল্, আমায় ত কিছু বল্‌লে না? দিল্লী গিয়ে এই বুড়ো দিদিকে মনে থাক্‌বে?

দি। থাক্‌বে না আবার? তোমরা আমায় কত আদরে রেখেছ।

ক্ষে। কে দিল্লী যাবে? আমি যেতে দিলে ত!

(হামিরের পুনঃপ্রবেশ)

হা। এই নাও, মেহতা-সর্দ্দারকে এটা দেখিও।

ক্ষে। এস দিল্. এস।

দি। রমত্ চাচা কখন ছুটী পাবে?

হা। মা, তোমার রমত্ চাচার খবর আমি সব জানি। সে এখনই ছাড়া পাবে।

দি। তার জন্যে কেউ ত গেল না?

হা। সে জন্যে ভাবনা নেই, আমি এখনই রহমত্ খাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি।

(রঘুপাগলার প্রবেশ)

র। সে লোক আমি। একটি লোকের মত লোকের

একটু উপকার,—এ যে বহু তপস্যার ধন! আমি এ ভার আর কাউকে নিতে দিচ্ছি নে।

(মুক্তিপত্র লইয়া প্রস্থান এবং গলাগলি ধরিয়া ক্ষেতু ও দিলের প্রস্থান)

হারা। হামির, একটা ছবি দেখ্‌লি?

হা! শুধু চোখে দেখি নি, প্রাণে এঁকে নিয়েছি। যেন ফুলে পরিমলে গলাগলি!

হারা। এ হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিত্র। এ ছাড়্‌তে চায় না, ও ছাড়া'তে চায় না,—তবু ভাগ্য এসে তফাৎ করে' দেয়। হামির, আমাকেও বিদায় দিতে হবে,—আমারও আজ তীর্থযাত্রার দিন।

হা। মা, গৃহ কি তীর্থ নয়?

হারা। ঠিক বল্‌তে পারি না। কিন্তু যখন বাইরের ডাক শুনেছি, আমায় ধরে' রাখ্‌তে পার্‌বে না।

হা। মা, চিরটাকাল পরের গৃহে কাটা'লে; যদি বা নিজের ঘর-সংসার হ'ল, সেই জম্‌জমা হাটটি ভেঙ্গে দিয়ে যাবে কোন্‌ সুখের আশায়?

হারা। হামির, সুখ ঘরেও নাই, বনেও নাই,—সুখ যার যার মনে। আমি ক্ষুদ্র সুখের জন্য লালায়িত নই। তোর কাছে এক বড় সুখের দাবী আছে,—আমার শিক্ষা ভুলে' যাস্‌ নে। আজ ভগবানের কৃপায় তুই জয়ী। আমি জয়কে বড় ডরাই,—সুদিনকে বড় অবিশ্বাস করি।

হা। সে জন্য চিন্তা নাই। তোমার শিক্ষার বলে হাম্বির ভাগ্যের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে।

হারা। আশীর্ব্বাদ করি, তাই হোক্। তুমি দাঁড়াও রাজচক্র-বর্ত্তি, হিন্দুস্থানের মুখ উজ্জ্বল করে'। উত্তর কাল সবিস্ময়ে ভাবুক্,—উঠেছিল একটি তামসী নিশায় একটা ক্ষিপ্ত দীপ্ত গ্রহ পৃথিবীকে আলোকের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে!

হা। মা, ক্ষেতুকে আশীর্ব্বাদ করে' যাও।

হারা। সে বাপ্‌কা বেটা হোক্।

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর ;—কারাগার।

(মহম্মদ খিলিজি)

মহ। কাল সেবা-শিবির হ'তে কারাগারে এসেছি। মাথার ঘা সেরে গেছে, শরীর এখনও সারে নি। কিন্তু কারাগারই বন্দীর উপযুক্ত আবাস। আচ্ছা, দিল্ কোথায়? রহমতেরই বা কি হ'ল? কাঁটার আঁচড়টি যার সয় না, সে কি এই কালসমরে রক্ষা পেয়েছে? এ শত্রুপুরীতে আমায় দিলের সংবাদ কে এনে দেবে? কিন্তু সেই সেবা-শিবিরে কে একজন আমার ক্ষতগুলি আপন হাতে ধুইয়ে দিত, তাতে ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে দিত, আমায় ঘুমের দাওয়াই খাওয়া'ত! তাকে দিলের কথা কতবার জিজ্ঞেস্ করেছি,

তার পরিচয়ও চেয়েছি, সে শুধু ঠোঁটের ওপর তর্জ্জনী রেখে আমায় নীরব থাক্‌তে ইঙ্গিত কর্‌ত। আবৃছায়ার মত তাকে মনে পড়ে। সে নারীরূপিণী কি মেবারের লক্ষ্মী, না বেহেস্তের দোয়া? ওই যে কে আস্‌ছে! ওই ত সেই! আমার সমস্ত হৃদয় যেন সন্তান হ'য়ে ওই আনন্দময়ীর চরণে লুটিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছে!

(অবন্তীর প্রবেশ)

ওগো, তুমি কে? তোমার আগমনে নিমেষের মধ্যে আঁধার কারাগার হেসে উঠ্‌ল! খোলা আশ্‌মানের একটা মিষ্টি বাতাস হুহু করে' এই অন্ধকূপে ব'য়ে গেল! তুমি মানুষের কল্পনা, না দেবতার সান্ত্বনা?

অ। সম্রাট্, আমার অজ্ঞাতে আপনি এখানে প্রেরিত হয়েছেন। আমি আপনাকে আবার সেবা-শিবিরে নেবার ব্যবস্থা কর্‌তে এসেছি। আপনার শরীর এখনও সারে নি।

মহ। আমার ভাল হ'য়ে কি হবে? আমার বাঁচ্‌বার সাধ আর নাই। মিছে আর নাড়াচাড়া কেন?

অ। আমি কি আপনার কোন উপকার কর্‌তে পারি?

মহ। খোদা যাকে মেরে রেখেছেন, মানুষে তার কি কর্‌বে? মা, আমার এক মেয়ে ছিল, তার নাম দিল্,—ভর্‌দুনিয়ায় একটা সাচ্চা দিল্। যেমন পৃথিবী রবিকিরণে হাসে, আমার জীবনও সেই আশ্‌মানী রোশ্‌নিতে আলোকিত হ'ত। এই তার তস্‌বীর।

(বস্ত্রান্তরাল হইতে ছবি বাহির করিলেন।) এমন রূপ কি লোকালয়ে মেলে? আমার সেই রূপের ডালি,—সোহাগের কলিকে এই খানে এনে বিসর্জ্জন দিয়েছি! আমার দুনিয়াদারীর সুখ উঠে গেছে! দিল্ যেখানে গেছে, আমিও সেখানে যাবার জন্য দিন গুণ্ছি। সে যে আমার তিলেকে হারায়! তার অদর্শনে আমার পলকে প্রলয়!

অ। দিল্ বেঁচে আছে। সে মহারাণার আদরে মহাসুখে প্রাসাদে অবস্থান কর্ছে। তার এক নূতন ভাই জুটেছে, সে এই রাজ্যের রাজকুমার। সম্রাট্, দিল্কে দেখ্লে কি আপনার সব সাধ মেটে?

মহ। মা, কেন আর আমায় মিথ্যা আশ্বাসে ভুলাও? আমি ছায়া নিয়ে সুখে আছি, কেন আর কায়ার লোভ দেখাও?

অ। তবে শুনুন।—আমার কর্ত্তব্য স্থির হ'য়ে গেল; ভেতরের যুক্তি লহমার মধ্যেই ঠিক হ'য়ে গেল। আমি সন্তানের মা; নিজের রক্তমাংস কি, তা বুঝি। শুধু দিলের সঙ্গে মিলন নয়, আপনাকে কারাগার থেকে এখনই মুক্ত করে' দেবো। আপনি দিল্কে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যান।

মহ। এ কি স্বপ্ন, না সত্য?

অ। সত্য।

মহ। করুণাময়ী, তুমি কে? তুমি কি আমারই মা, না সমগ্র মানবজাতির জননী?

অ। আমি সেবা-শিবিরের একজন সেবিকা।

মহ। তবে সেই সেবিকার কাছে বুঝি স্বয়ং বেহেস্তের রাজাও স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে চরিতার্থ হন্!

অ। ওই যে মেহতা-সর্দ্দার এই দিকেই আস্‌ছেন। ওঁরই কাছে কারাগারের চাবি।

(জালসিংহের প্রবেশ)

মেহতা-সর্দ্দার, এই বন্দীকে এই দণ্ডে মুক্ত করে' দাও।

জা। মা, মহারাণার আদেশ আছে কি?

অ। আমি মেবারের মহারাজ্ঞী আদেশ কর্‌ছি; তাই কি যথেষ্ট নয়?

জা। বোধহয় নয়, মা!

অ। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা? যদি সাহসে না কুলোয়, আমায় চাবি দিয়ে চলে' যাও; আমি স্বয়ং এঁকে মুক্ত করে' দিচ্ছি।

জা। মা, বৃথা এ উপরোধ! মহারাণা আমার ওপর কর্ত্তব্যের পাষাণভার চাপিয়ে গেছেন; সমস্ত পৃথিবী এক হ'লেও আমায় সেখান থেকে নড়াতে পার্‌বে না।

অ। তুমি জান, কার আদেশ অমান্য কর্‌ছ?

জা। জানি, মহারাণীর আদেশ অবজ্ঞা করা হচ্ছে; তার চেয়েও জাল যেটা উঁচু মনে করে,—সেই মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন হচ্ছে। কিন্তু মা, জাল তার কর্ত্তব্যের দেমাকে এমনি ফুলে' আছে যে, সে আজ রাজরোষ, মাতৃ-অভিশাপেরও পরোয়া রাখে না।

অ। তুমি কি ভুলে' গেছ মেহতাসর্দ্দার, একদিন কে তোমার কারাবাস মোচন করেছিল?

জা। আমার কৃতজ্ঞতা সে কথা মনে রেখেছে, কিন্তু কর্ত্তব্য তা ভুলেছে।

অ। তোমার এ ধৃষ্টতার প্রতিফল শীঘ্রই পাবে।

জা। তার বিলম্ব কেন? একবার কারামুক্তি দিয়েছিলে, (তরবারি দিয়া) এবার চিরমুক্তি দাও; কিন্তু বিশ্বস্ততার বল পরীক্ষা করতে গিয়ে সন্তানের প্রাণে আর ব্যথা দিয়ো না, মা!

(ক্ষেতুসিংহ ও দিলের প্রবেশ)

ক্ষে। মেহতা-সর্দ্দার, বাবা এই লিখে দিয়েছেন, (পত্র দান) দিলের বাবাকে ছেড়ে দাও।

দি। বাপজান্, বাপজান্—

মহ। দিল্, দিল্—

অ। মেহতা-সর্দ্দার, আমায় মাফ্ কর।

জা। তার চেয়ে যে মা তলোয়ারের ঘাও ভাল ছিল! তুমি দরদের জ্বালায় আমায় আঘাত করেছিলে, আমার দরদী মা! যাও মা, কিন্তু দয়া করে' বার বার তুমি এস। পৃথিবীর বড় মায়ের প্রয়োজন।

(অবন্তীর প্রস্থান)

জা। (দ্বার খুলিয়া) সম্রাট্, আপনি মুক্ত।

মহ। (বাহির হইয়া দিল্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া) দিল্, আর তোকে ছাড়্‌ছি না।

দি। বাপজান্, তোমাকেও আমি আর ছেড়ে দেবো না।

জা। আসুন রাজঅতিথি, মহারাণা আপনার অপেক্ষা করছেন।

মহ। রহমতের মুক্তি না হ'লে আমি এখান থেকে যাব না।

দি। ঠিক বলেছ বাপজান্, আমার মনের কথা বলেছ।

জা। সে জন্য আমার চিন্তা কম নয়, জাঁহাপনা। আপনি আসুন, আমি সব কর্ছি।

মহ। রহমত্ এখানে না আসা পর্য্যন্ত আমি এ কারাগার ছেড়ে এক পাও নড়্বো না।

(রঘু পাগ্লা ও রহমতের প্রবেশ)

রঘু। এই ত রহমত্ খাঁ হাজির। ইনিও আপনার মুক্তির সংবাদ না জানা পর্য্যন্ত কিছুতেই কারাগার ত্যাগ কর্ছিলেন না।

দি। রমত্ চাচা, রমত্ চাচা!

রহ। দিল্, কতদিন তোমায় দেখি নি!

দি। (ক্ষেতুকে) ও কি ভাই, তুমি মুখ ভার করে' দূরে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ক্ষে। তোমার সঙ্গে আড়ি, আর তোমার সঙ্গে ভাব কর্বো না।

দি। রাগ কর্লে, ভাই?

জা। আসুন জাঁহাপনা, মহারাণা হয় ত ব্যাকুল হচ্ছেন।

রহ। (রঘু ও জালকে) আপনাদের গুণের তুলনা নাই।

জা। নির্গুণের মধ্যেও গুণ দেখা গুণীর একটা দুর্ব্বলতা।

(রঘুপাগলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

রঘু। বস্! ওঁরা দেখি আপনা আপনি জয় গেয়ে চলে' গেলেন! কিন্তু যার জন্য অঘটন ঘটে, অসম্ভব সম্ভব হয়—সেই সব-জান্তা, সব-করনেওয়ালীর জয় ত কেউ দিলে না? রঘু, তোর ভাঙ্গা গলায় যত জোর্ পাস্ তা দিয়ে একবার সেই জয়-দেওয়া বেটীর জয় দে ত।

(গীত)

অমি যে দিকে চাই, দেখি শুধু জয় জয়কার জগৎময়।
জয়ের শিখা জ্বালায় রবি, শোভা ফুটায় কুসুমচয়।
জয়ের ভেরী বাজায় সিন্ধু, পূজার থালা সাজায় ইন্দু,
পাগল পবন সকল ভুবন জয়ের বিজয় ধ্বজা বয়।
গ্রহ হ'তে উপগ্রহে　　জয়ের ঢেউ যাচ্ছে বহে'
সকল ধারা মিশে মা তোর জয়-সাগরেই পাচ্ছে লয়!

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর;—ময়নার বাসগৃহের সম্মুখ।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। এই ত ময়নার মহল,—আমার প্রেমের চিতার মঠ! আচ্ছা, ময়না রাজ-অন্তঃপুর ছেড়ে পৃথক বাড়ীতে এল কেন? সবাই বলে, মহারাণীর অনুগ্রহ; কিন্তু আমি জানি, এ হামিরের কার্সাজী। হায় হায়! এত করে'ও আমার কুসুম-পথের কণ্টক দূর কর্তে

পার্‌লেম না! ময়না, ময়না! তোর আশা এখনও ছাড়্‌তে পারি নি; কখনও পার্‌বও না। সর্ব্বনাশি, তোর জন্যে গৃহ আমার শ্মশান, জীবন—মরুভূমি। আমার দিনগুলি অগ্নিকুণ্ড, রাতগুলো কণ্টকশয্যা! কি কর্‌লে এই অট্টালিকার একটা ইষ্টক হ'তে পারি?—তা হ'লে তার চরণ দু'খানি কি মধুর ছন্দে হৃদয়ের তালে তালে এসে হৃদয়ে পড়্‌ত;—জড় জন্ম ধন্য হ'ত! গভীর রজনী আজ স্বপ্নে বিভোর! ময়নাও হয় ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখ্‌ছে। প্রেমের স্বপন! কিন্তু তা'তে ত আমার ছবি নাই,—আমার মর্ম্মঘাতী শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি ফুটেছে! মর্ম্মঘাতী কেন? আমার জীবনদাতা প্রতিপালককে হত্যা করেছে,—তাই? না, না, ব্যর্থ প্রেম আজ বিদ্বেষের অজগর হ'য়ে মায়া দয়া কৃতজ্ঞতা সব গ্রাস করে' বসেছে। সংসারে যত ভাব আছে, প্রেম-প্রতিযোগিতার মত এমন তীক্ষ্ণ, এমন তীব্র আর কিছু নাই। ময়না, আমার ময়না,—ময়না না জানি কি রূপের ঘুমই ঘুমুচ্ছে! হয় ত কালো কেশ এলিয়ে, ঠোঁটে হাসির স্থির বিদ্যুৎ ফুটিয়ে, মুখে স্বর্গের সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে, জগত দগ্ধ কর্‌তে, যোগীর যোগ ভাঙ্গ্‌তে, একটা রূপ চোখ' মুদে ধ্যান কর্‌ছে! আর ত নিজকে সাম্‌লাতে পাচ্ছি নে! শুধু দেখ্‌ব,—একটিবার দেখ্‌ব; তারপর যদি সব দেখা ফুরিয়ে যায়! সেই মধুর শেষ, সেই মিষ্ট স্মৃতি নিয়ে বিস্মৃতিতে ঝাঁপ দেবো। যাই, ওদিকে একটা গাছের ডাল ছাদের ওপর হেলে পড়েছে, ওই গাছ বেয়ে ছাদে উঠি।

(প্রস্থান)

(রুস্মার প্রবেশ)

রু। কি ভীষণ রাত্রি! যেন সমস্ত সাড়া শব্দ কোন দানবের রূপার কাঠির স্পর্শে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে! যেন প্রকৃতির গভীর ষড়যন্ত্র নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঢাকা আছে! মাঝে মাঝে শিবার হাহাকার আর পেচকের বিকট চীৎকার নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে' দিচ্ছে। এ সময়ে নিশাচর হিংস্র জন্তুও বুঝি মুহূর্ত্তের জন্য রক্ত-তৃষা ভুলে' বিরাম-দায়িনীর কোলে শান্তির স্বপ্ন দেখ্ছে! আর আমি বুকের ভেতর বিছা নিয়ে ছট্ফট্ করে' বেড়াচ্ছি! সেই যে ঝোঁকের মাথায় চলে' এয়েছি,—আস্তেই অনেকটা রাত হ'য়ে গেল; ময়নার বাড়ী খুঁজে নিতে গিয়ে দেরী হ'য়ে পড়্ল! দ্বার রুদ্ধ; হয় ত ময়না এখন ঘুমিয়েছে। তবে কি ফিরে যাব? ফির্বার আর জায়গা কৈ? এই খোলা আঙ্গিনায়ই পড়ে' থাক্ব। হায় হায়! আমি কি সেই প্রবলপরাক্রান্ত সর্দ্দারের আদরিণী?—যার ইসারায় সুখ-সাধ উঠ্ত বস্ত! শেষটা পরের ঝাঁটা লাথীও কপালে ছিল! ওকি! একটা ভারী জিনিস পড়্বার শব্দ হ'ল না? একটা আর্ত্তনাদ শুন্লেম না? আবার সব চুপ্! ওই কে কাঁদে,—ওই আবার হাসে! আমি আমার মনের ছবি দেখ্ছি। ওকি! ও কার গলা? ময়না, ময়না!

(রক্তাক্ত ছুরিকাহস্তে ময়না দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল)

ম। চুপ্ চুপ্! আমি খুন করেছি,—খুন করেছি। উঃ!

মানুষের মুখ দিয়ে এমন আর্ত্তনাদ বেরোয় ? মানুষের বুকে এত যাতনা জমে' থাকে ?

রু। হতভাগী, চীৎকার করিস্ না। কাকে খুন করেছিস্ ? হামিরকে ? তবে আয়, তোর সব জ্বালা এই দগ্ধ বুকে ঢেলে দে। আমি যে তোর মা ;—মা যে সর্ব্বজ্বালাহরা। দে, তোর রক্তমাখা ছুরী দে ; তার সঙ্গে আজ সই পাতাব।

ম। মা, দেবতাকে কে মার্‌বে ? আমি একটা চোরকে খুন করেছি। নিশীথে সে আমার সর্ব্বস্ব লুঠ্‌তে এসেছিল। জান, সে কে ? যে পথের ভিখিরী মুমূর্ষুকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছিলে, দুধ দিয়ে যে কাল-সাপ পুষেছিল,—এ তস্কর সেই রঞ্জন !

রু। এ অসম্ভব হ'তেও অসম্ভব !

ম। আমি আমার চোখ্‌কে অবিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না। তার বুকে সন্ত এই ছুরী মেরেছি। সে চীৎকার করে' ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে' অন্ধকারে মিশিয়ে গেল ! হো হো ! আমি খুন করেছি,—আমি খুন করেছি।

রু। তোকে মনের বাঘে খেয়েছে। হামির তোকে যাদু কারছে। আমি রঞ্জনকে চিনি। আমার জ্বালা জুড়িয়ে দেবে বলে' সে-ই শুধু আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। কুলনাশিনী, কি করলি ? বাপকে খেলি, ভা'য়ের বুকেও ছুরী দিলি ?

ম। রঞ্জন ভাই ? তবে ভাই দানবের সৃষ্টি,—সে নাম ভগবানের রাজ্যে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু মা, আমি খুন করেছি,—খুন করেছি। হো হো ! মানুষের মুখ দিয়ে

এমন আর্ত্তনাদ বেরোয় ? মানুষের বুকে এত যাতনা জমে' থাকে ?

রু। ভ্রাতৃঘাতিনী, তোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়।

(প্রস্থান)

ম। গেলে মা! নিজের গরবে নিজে ছিলেম,—তারও শেষ হয়েছে! নর-শোণিতে দেব-মন্দির কলঙ্কিত করেছি। ওপরে নীচে দুই দেবতারই দয়া হারিয়েছি। আজ চিরক্ষমাময় অনন্ত-নির্ভর মাতৃকোল হ'তেও বঞ্চিত হ'লেম! ঘরে ঘরে এখন কত লোক শিশিরস্নাত শেফালির মত শাদা মন নিয়ে ঘুমিয়ে আছে, কাল নূতন কিরণের সঙ্গে তারা হেসে উঠ্‌বে ;—আর আমি সেই আলো দেখে শিউরে উঠ্‌ব,—লজ্জায় মরে' যাব! বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পাপে ছুঁলেও তাই। ছুরি, তুই আজ আমায় আঁধার স্মৃতির হাত থেকে চুরি কর্, ক্রুদ্ধ বিবেকের হাত থেকে উদ্ধার কর্।

(বেগে রঘুপাগলার প্রবেশ)

রঘু। আমি তোমায় উদ্ধার কর্‌তে এসেছি। ছুরী ফেল,—ও ত আলোর দূত নয়, ও যে লহমার মধ্যে তোমায় আঁধার গর্ত্তে ফেলে দিত!

ম। তুমি জান না, আমি কি করেছি! আমি হত্যা করেছি,—নরহত্যা! শুনে' চম্‌কে উঠ্‌লে না ? ঘৃণায় মুখ ফেরালে না ?

রঘু। আমার মা ত আমায় ঘেন্না কর্‌তে শেখায় নি! সে

পাষাণীর বেটীর পিত্তির নাড়ী নেই ! তুমি আমায় চেন নি,—আমি তোমায় জানি। যে দেয়, সে ভোলে ; যে পায় সে, মনে রাখে। একদিন আমায় মুক্ত করেছিলে, আজ তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি। তুমি কোথায় থাক ? এখানে কবে এলে ?

ম। তুমি কে ?

রঘু। পাগল।

ম। পাগল, তুমি আমায় পাগল করে' দিতে পার্‌বে ?

রঘু। আমায় যে পাগল করেছে, সে কি তোমার বেলা কসুর কর্‌বে ? দেখ, আমার এক পাগ্‌লী মা আছে—অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া ! তার চোখ নেই, সব দেখে ; কাণ নেই, সব শোনে। সে কাঁদা'তেও যেমন মজবুত, হাসা'তেও তাই। কিন্তু পাপীতাপীর ওপর তার ভারী দরদ্। সেই জন্যে তার একনাম দরদী। তার পায়ের নীচে মরণ লজ্জায় মরে' আছে, আর সেই সোণা পা দিয়ে অমৃত ঝর্‌ছে। চল, সেই বিশ্ব-জ্বালার ঠাণ্ডি-দাওয়াই তোমায় পিয়াব মায়ি।

(রুক্মার পুনঃপ্রবেশ)

রু। ফের্ ময়না, ফের্। এরই মধ্যে মায়া কাটা'তে পেরে-ছিস্ ?

ম। এসেছ মা ? দয়া হয়েছে ?

রু। মা কি কখনও পর হয় ?

ম। যাও পাগল, আমি মাকে পেয়েছি।

রঘু। তবে আমার কাজও ফুরিয়েছে। তোমায় একটা কথা বলে' যাই,—বিশ্বের সব মা দিয়ে আমার মা তৈরী হয়েছে, দুর্দ্দিনে সুদিনে এটা মনে থাকে যেন।

(প্রস্থান)

রু। আমি ক্ষ্যাপার মত অন্ধকার হাত্ড়ে রঞ্জনকে খুঁজ্‌লেম, কোন সন্ধান পেলেম না। আর ত পারি না। আমার নিজের মাংস নিজে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ময়না, আমি যার বাড়ী ছিলেম, সে লোকটা আমার প্রতি কি দুর্ব্ব্যবহারই না করেছে! রোজ ভুট্টার পোড়া রুটির সঙ্গে অশ্রুর নুন মিশিয়ে উদর পূর্ত্তি করেছি! কিন্তু আজ যখন সে আমায় কুলটা বলে' বিদ্রূপ কর্‌লে, সব বাঁধ ভেঙ্গে গেল,—অর্দ্ধভুক্ত রুটি তার মুখে ছুড়ে মার্‌লেম। সে আমায় প্রহার কর্‌তে কর্‌তে বাড়ীর বা'র করে' দিলে।

ম। মা, তোমার কপালে এতও ছিল! ধিক্ আমাকে! আমি রাজভোগ খাচ্ছি, আর তোমার ভাগ্যে প্রহার? এস মা, আমার গৃহে। অবন্তীরাণী তোমায় কত আদরে রাখ্‌বে।

রু। পরের উচ্ছিষ্ট এত ভাল লেগেছে, কুকুরী! বরং কুষ্ঠ হ'য়ে রাস্তায় পচে' গলে' মর্‌ব, শৃগাল-কুক্কুরও আমায় ছোঁবে না, শকুনী-গৃধিনী আমায় ত্যাগ করে' যাবে,—তবু এ পাপ পুরীর ছায়াও মাড়াব না। সেই খুনীর রাজ্যে এখনও আছি, এতে আমার ইহকাল পরকাল তিল তিল করে' দগ্ধ হচ্ছে। পাষাণী, মনে পড়ে সেই ছিন্ন শিরঃ? আততায়ীর সেই কেশাকর্ষণ? প্রিয়জনের

সাক্ষাতে মহতের অবমাননা? সেই নিষ্ঠুর গর্ব্ব? তুই কি রক্ত-মাংসের উপাদানে গঠিত? তুই কি মানুষের বুকের রক্ত চুষে' বাঘিনী হয়েছিস্?

ম। তবে চল; যেখানে মা, সেখানে মেয়ে। মা যদি পোড়া-রুটী খায়, তার প্রসাদ পেয়ে মেয়ে বর্ত্তে' যাবে। মায়ের ছেঁড়া কম্বলীর পাশে মেয়েরও জায়গা হবে।

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভ। ও সব কিছুই কর্‌তে হবে না। আমার মুনিব দিল্লীর বাদ্‌শা মুক্ত হ'য়ে দিল্লী যাচ্ছেন। আপনারা কেন সেই মহৎসঙ্গ নেন্ না? তা হ'লে আপনি যা চান, তা পাবেন; আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ব। দিল্লীর বাদ্‌শা সহায় থাক্‌লে কি না হ'তে পারে?

রু। তুমি জ্যোতির্ব্বিৎ, না মায়াবী?

ভ। আমাকে সন্তান বলে' জান্‌বেন।

রু। সন্তান! হো হো, আমাতে মাতৃত্ব কৈ? আমি স্বামী খেয়ে ডাইনী হয়েছি; ছিন্ন মুণ্ডের শোণিত পিয়ে ছিন্নমস্তা সেজেছি! তবু চল। আয় ময়না, চলে' আয়।

ম। মেবার, তবে বিদায়। মৃত্যুকালেও কি তোমায় দেখ্‌তে পাব না?

(সকলের প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন

জনার ক্ষেত্র।

(কৃষকরমণীগণের গীত)

আমার পরাণখানি লুঠ হয়েছে
সে এক ফাগুন মাসে ;
যখন কুহুর দেশে পড়ে সাড়া
ফুলের জোয়ার আসে।
যখন ভরা-চাঁদের ভরা-শোভায়
স্বর্গ গলে' ধরা ডোবায়,
বাতাস যখন আকাশময়
বেড়ায় কা হুতাশে।
যখন কাঁচা বেলোর তাজা ঘ্রাণে
হারানো গীত জাগে প্রাণে,
মন খুলে' মন বলে' ফেলে
কারে ভালবাসে।
যখন মধুভরা ফুলের চুমো
অলিরে কয়—'ঘুমো, ঘুমো',
পরাণ উঠে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের সুধাবাসে।

সজাগ ঘরে আমার,—ওরে
সিঁদ কেটেছে মোহন চোরে,
পরাণ আমার খোয়া গেছে
সেই এক মধু মাসে ;
একটি মধু-মুখের শুধু একটি মিঠে হাসে ।

পঞ্চম দৃশ্য

দিল্লী ;—গোলাপ-বাগ ।

(রুক্মা)

রু। আজ কতদিন দিল্লী এসেছি। কোথায় মেবার, আর কোথায় দিল্লী ! কিসের টানে আমি উন্মাদিনীর মত ছুটে এসেছি, তা কেউ জানে না ;—ময়নাও না। ময়নার ওপর বাদশার নজর পড়েছে। তা'তে বাধা দেওয়া দূরে থাক্, আমি সায় দিচ্ছি ; কিন্তু ময়না এ সব কিছুই জানে না। বাদশা যাতে ময়নাকে বিবাহ করে, এজন্য বাদশাকে সর্ব্বদাই জেদ করছি। আচার বিচার, সমাজ ধর্ম্ম, কোন দিকে লক্ষ্য নাই ; আছে শুধু প্রতিহিংসা ;—সেই আমার স্বর্গ, সেই আমার মোক্ষ। বাদশার সঙ্গে যদি আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবেই হামিরের নিপাত সম্ভব। কিন্তু ময়না কি এ বিবাহে রাজী হবে না? দিল্লীর সিংহাসন তুচ্ছ করলেও সে কি মা'র কথার অবাধ্য হবে? বাদশা আমাকে এইখানে অপেক্ষা করতে বলেছে,—আজ শেষ উত্তর দেবে। ওই যে বাদশা আসছে।

(মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ)

কি স্থির করলেন, জাঁহাপনা ?

মহ। আমি কিছুতেই দিলের মনে আঘাত দিতে পারব না।

রু। আঘাত কিসে হ'ল ?

মহ। আঘাত নয়,—নিপাত। দিলের বিমাতা ঘরে আনা,—তার গর্ভে যে সন্তান হবে, তাকে দিয়ে দিলের হকে হক্ বসানো,—এ কি পিতার কাজ ?

রু। তবে ময়নার আশা ত্যাগ করুন। দু'দিক রাখা চলে না। ময়না আপনার এখানে বাঁদী হ'তে আসে নি।

মহ। আমি ত তাকে বেগমের হালে রেখেছি।

রু। কিন্তু সে ত বেগমের গৌরবে নাই। যদি আপনি তাকে ধর্ম্ম-পত্নী না করেন, তবে দয়া করে' বিদায় দিন্।

মহ। আমার পত্নী কি এর চেয়ে বেশী ভালবাসা, বেশী সম্মান পেয়েছিল ?

রু। পরিণয়হীন প্রেম প্রাসাদে থাকলেও তার দৈন্যদশা ঘুচে না।

মহ। রুস্তা, ময়না যে আমার ফোট-ফোট' রূপের স্বপন, আধ-আধ' গোলাপী নেশা ! ধরি-ধরি-অথচ-ধরতে-পারি-না, এই-পাই-এই-হারাই ! দিলের মাও আমায় একদিন এমনি হয়রাণ করেছিল। তার সঙ্গে ময়নার চেহারায় কি আশ্চর্য্য মিল ! ঠোঁটের তিলটি পর্য্যন্ত একই রকম খপ্‌সুরত ! রুস্তা, তুমি যা চাও দেবো, কিন্তু আমার ময়নাকে আমার চোখের আড়াল ক'রো না।

রু। জাঁহাপনা, আমরা বড় ঘরের ঘরোয়ানা। বিপাকে প'ড়ে আজ আপনার এক টুক্‌রো রুটীর ভিখারী! কিন্তু মনেও ভাব্‌বেন না, জীবন থাক্‌তে কন্যাকে আপনার লালসার কাছে পৃথিবীর রাজ্য-পণেও বিক্রয় কর্‌বো।—বড় জ্বালায় জ্বলে' আপনার আশ্রয়ে জুড়োতে এসেছিলেম! না হয় আজীবন দগ্ধ হব, তবু কন্যার নারী ধর্ম্ম ডালি দিতে পার্‌ব না।

মহ। তোমার কন্যা ত পবিত্র কুমারী-গৌরবে এখানে রয়েছে। দিল্ তাকে গ্রাস করে' বসেছে; সেও দিল্‌কে নিয়ে মস্‌গুল্ হ'য়ে আছে। আমি যতদূর তাকে লক্ষ্য করেছি, সে সামান্যা রমণী নয়। সে দিল্লীশ্বরী হ'তেও বোধহয় রাজী হবে না।

রু। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। সে ছেলেবেলা আর একজনকে ভালবাস্‌ত। কিন্তু জাঁহাপনা, পুরুষের চেয়ে স্ত্রী-চরিত্রে দখল স্ত্রীলোকেরই বেশী। প্রেমের জন্যে নারীর মত অত ক্ষেপ্‌তেও কেউ জানে না, আবার অমন জুড়িয়ে যেতেও কেউ পারে না। যদি সে রাজী না-ই হয়, আমি তার মা, আমি আপনাকে অধিকার দিচ্ছি, আপনি বলপূর্ব্বক তার পাণিগ্রহণ করুন। নারী অন্যগতচিন্তা হ'লেও তার জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীর নিকট শেষটা ধরা দেবেই।

মহ। কিন্তু রুক্মা, তুমি ত দিল্‌কে দেখেছ, তার সঙ্গে কথা ক'য়েছ; তবু তুমি কোন্ প্রাণে আমায় সাদি কর্‌তে বল?

রু। জাঁহাপনা, আমরা আপনাদের পিতাপুত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটা'তে আসি নি; আপনার অনুগ্রহ হ'তে বিদায় নিতে এসেছি।

মহ। রুক্মা, তুমি কি নিষ্ঠুর! ময়না যে আমার আরামবাগের ময়না; আমি তার গানে রাজ্য ভুলে' আছি, কার্য্যে অবহেলা করতে শিখেছি; প্রতিদিনের নেমাজেও গরহাজির হ'তে পেরেছি! মেজাজও খারাপ হ'তে সুরু করেছে! তুমি আমার সেই হৃদ্-পিঞ্জরের পাখীকে কলিজা ভেঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?

রু। জাঁহাপনা, ও আলগা আদ'র আপনার ক্রীতদাসীরা গলে' যাবে। ময়না ভাগ্যবানের সোহাগে পালিতা, যতনে লালিতা। সে সুখের মুখও ঢের দেখেছে,—ঢের আদর পেয়েছে; সে সামান্যা ভিখারিণী নয়। আমি আজ আপনার কাছে সাফ্ কথা শুনতে এসেছি। একটা ঠিক করে' ফেলুন;—হয় দিল্, না হয় ময়না। আপনি বলছেন, ময়নাকে ভালবাসেন; দেখা যাক্, তার দৌড় কতখানি।

মহ। সে ভালবাসা তুমি কি বুঝবে? তুমি কি জান, ময়নার ঠোঁটের সেই তিলটির সঙ্গে আমার সাম্রাজ্য বিনিময় করতে পারি? না, না,—রসো, থামো, একটু সবুর। বুকের মধ্যে লড়াই চলছে,—খতম্ হোক্। মাথার ভেতর ঘূর্ণিবায়ুর ঝড় একটু ঠাণ্ডা হোক্; দাঁড়াও,—দেখি। বস্,—ঠিক হয়েছে!—দিল্ জিতেছে। রুক্মা, তুমি আমার জীবনের সব কথা জান না। দিল্ যখন ৬'মাসের শিশু, তখন তার মা বেহেস্তে চলে' যায়। সেই থেকে দিল্‌কে আমি কলিজার মধ্যে টেনে নিয়েছি। এই দেখ—(বস্ত্রান্তরাল হইতে ছবি বাহির করিয়া) এমন কোথাও মেলে কি? আমি কি শুধু দিলের বাবা?—আমি তার মা-বাপ, সেও আমার সর্ব্বস্ব। দিল্ যখন

হাসে, ছনিয়া হাসে ; সে যখন কাঁদে,—মনে হয়, জগৎ একটা অশ্রুর পাথার। বরং আমি স্বকৃত ব্যাধিতে তিল তিল করে' ক্ষয় হব, তবু দিলের কাছে বেইমান্ হ'তে পারবো না। কিন্তু রুক্সা, ময়নাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না, আমি দিনান্তে শুধু একটিবার তাকে চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই।

(প্রস্থান)

রু। আজ আমার আশার প্রাসাদ চূর্ণ হ'ল। ভেবেছিলেম, ময়না দিল্লীশ্বরী হবে; আমি সেই জোরে এই বিশাল সাম্রাজ্যে আমার আধিপত্য বিস্তার করব; প্রতিহিংসার সর্পযজ্ঞে বিষের আহুতি ঢেলে দেবো! আজ সে মর্ম্মান্তিক কামনার জীবন্তে সমাধি হ'য়ে গেল! তবে আর কেন? আমি প্রাসাদে, আর সে?— ধিক্ আমাকে! যেখানে পতি, সেখানে পত্নী।

(ছুরী বাহির করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত এবং রঞ্জনের প্রবেশ ও বাধা প্রদান)

র। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

রু। একি! রঞ্জন? তুমি?

র। মা, প্রতিহিংসার নামে মড়াও অজ নাড়া দিয়ে ওঠে; আমি ত মৃত্যুর কাছাকাছিও যাই নি। ময়নার ছুরী তেমন লাগে নি, কিন্তু সে ছাদ থেকে আমায় যে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, তা'তে বাঁ পায়ের এই দশা হয়েছে। এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলি। বোধ হয়, এটা জীবনের সাথীই হ'ল। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ এই যে, ময়না

আমায় কি ভুলটাই বুঝলে! যাক্‌, আমার মন আগা-গোড়াই এক রকম। তাই, তখন-তখনই লজ্জার মাথা খেয়ে ভজনলালকে দিয়ে আমিই আপনাদের দিল্লী আনাই,—যদি দিল্লীশ্বরকে দিয়ে হামিরকে জব্দ করতে পারি। আপনারও যে জ্বালা, আমারও যে সেই জ্বালা! আপনি ত জানেন মা, সর্দ্দারের জন্যই আমার জীবন। আপনাদের গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখ্‌ছি, কিন্তু নিজে দেখা দিই নাই। কি বলে' আপনাকে মুখ দেখা'ব! ময়না কি আমার মুখ আর রেখেছে? শেষটা, আপনি মা,—আপনার কাছেও অবিশ্বাসী হ'লেম!

রু। রঞ্জন, বাবা আমার, আমি জানি ময়নার মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি কিছু মনে ক'রো না বাছা! এখন আমার কাণে, আমার প্রাণে আর কোন কথা পৌঁছয় না। যে জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তা আমিই জানি। কিন্তু আজ সব শ্রম পণ্ড হ'ল!

র। মা, প্রবল ইচ্ছার জয়, যদি মাথার উপরে কেউ থাকেন, তিনিও থামা'তে পারেন না। আমি বাদশার মেজাজ-মর্জ্জি সব জানি। শুধু দিল্‌ নয়, রহমত্‌ও আমাদের পথের কণ্টক। তার সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে; সে আপনাদের অত্যন্ত বিরোধী। ময়নার ওপর বাদশাহের নজর পড়েছে, তাই নাকি রাজ-কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘট্‌ছে! দিলের সঙ্গে রহমত্‌কে সরা'তে পারলে ময়নার দিল্লীশ্বরী হওয়া নিশ্চিত। বাদশা দুর্ব্বলপ্রকৃতি, ময়না সংসার-অনভিজ্ঞা; কার্য্যতঃ আমরাই এ সাম্রাজ্য চালা'ব, আর তা হ'লে হামিরের উৎখাতও অবধারিত।

রু। রঞ্জন, বাবা! পারবি?—না আমায় মিছে লোভ দেখাতে এসেছিস্?

র। এতদিন ভেবে ভেবে আমি সব ঠিক করেছি। রহমতের হস্তাক্ষর জাল করে' ময়নাকে এই প্রেমপত্র লেখা হয়েছে। এ চিঠি বাদ্‌শাকে মালদেব দেবে। সে আমাদের বন্ধু। তাকে চিতোরের শাসনকর্ত্তা কর্‌বো বলে' আশ্বাস দিয়েছি। এই চিঠিতে রহমতের শির যাবে। এই মিষ্টি-বিষের তৈরী লাড্ডু; এতে বিষের প্রক্রিয়া বাইরে প্রকাশ হবে না, স্বাভাবিক মৃত্যুর মত মনে হবে। দিলের ওপর এর গুণ পরখ্ করুন। আমি যে এখানে আছি, ময়না যেন তা টের না পায়; তা হ'লে সব ভেস্তে যাবে। মা, হামিরের উচ্ছেদ নির্ঘাত।

রু। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। মেয়ের মান, নিজের অভিমান, সত্যের মর্য্যাদা, কোন দিকে চাইবার শক্তি নাই। আমার প্রতিরোমকূপ দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে,—প্রতিহিংসা! প্রতি-নিশ্বাসে সেই বিষের জ্বালা বেরুচ্ছে! আমার পৃথিবী শত্রুর তপ্ত শোণিতের গন্ধে অন্ধ হ'য়ে রাক্ষসীর বেশে সপ্ত ভুবন গ্রাস কর্‌তে চলেছে! দে বাবা, আমার বৈধব্য ঘুচিয়ে দে।

(প্রস্থান)

র। এ বেচারী ত প্রতিহিংসায় অন্ধ। কিন্তু অতি বড় ক্ষুর-ধার বুদ্ধিও বুঝি আমার নির্দ্দোষিতায় সন্দেহ কর্‌তে পার্‌ত না। এমন জল-জ্যান্ত মিছে কথা কি আগে সাজিয়ে বল্‌তে পার্‌তেম? আর এখন?—ডাহা জালিয়াৎ সেজেছি,বেমালুম জোচ্চোর বনেছি। ভজন-

লালকে অর্থে বশীভূত করে,' মালদেবকে আশ্বাসে ভুলিয়ে, তাদের দিয়েও কি অকার্য্যই না করাচ্ছি ! ময়না, আমার এই অধঃপতনের জন্য দায়ী তুমি ! যে দিন প্রেমের বিনিময়ে এই বুকে ছুরী দিলে, জীবনে একটা প্রলয় এল। ময়না, তোমার চিন্তাতে আর সুখ নাই, তোমার সর্ব্বনাশও এখন আমার কামনা। যে বলে বলুক 'প্রেম সুধা', আমার ভাগ্যে সে অমৃত গরল হয়েছে ! সেই বিষাক্ত হৃদয় দিয়ে পৃথিবীকে শিখিয়ে যাবো,—কেউ যেন আর ভালবাসে না।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লী ;—মোতি-মহাল।

(ময়না)

ম। (গীত)

বাধা পেলে জ্বলে আরও
এই ত প্রেমের ধারা ;
সরমে মরমে শেষে
আপনি আপনাহারা।
চকোরিণী চাহে চাঁদে,
পড়ে সেধে মায়া-ফাঁদে,
তবু সে চাহে না কভু
ত্যজিতে সে সুখ-কারা।

অবহেলা তারই বেলা

আসে যে হৃদয় দিতে,

সেধে পড় যার পায়

সে দলে চরণঘাতে ;—

নিরাশে পিয়াসা বাড়ে

ছাড়া'লে প্রেম না ছাড়ে,

কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু

জীবন জনম সারা।

(দিলের প্রবেশ)

দি। ময়না দিদি, তোমার সুন্দর মুখের সুন্দর গান শুন্‌লে বুকটার মধ্যে কেমন কর্‌তে থাকে ! শুন্‌তে ইচ্ছা হয়, অথচ শুন্‌লে কান্না পায়।

ম। তবে আজ থেকে আর গাইব না।

দি। তুমি আমার জন্য গান ছাড়্‌বে ?

ম। তুই যে আমার গানের প্রাণ।

দি। ময়না দিদি,তোমায় পেলে বাপজান্ আর রমত্ চাচাকেও ভুলে' যাই।

ম। দাঁড়াও, আমি তাদের বলে' দেবো।

দি। খবরদার, ব'লো না ; তারা গোঁসা হবে।

ম। তোর কি মনে হয়, আমি বল্‌ব ?

দি। আমার মনটাও তোমার জন্যে যেমন করে ময়না দিদি, তোমার প্রাণটাও যে আমার জন্যে তেমনি হয় !

ম। আচ্ছা বল্ দেখি, তুই তোর বাবাকে, না তোর রমত্ চাচাকে বেশী ভালবাসিস্ ?

দি। দু'জনকেই সমান।

ম। আমার মনে হয়, তুই তোর রমত্ চাচাকেই বেশী ভালবাসিস্।

দি। চুপ্, বাপজান্ শুন্‌লে ভারি বেজার হবে।

(রুক্মার প্রবেশ)

রু। বাদ্‌শাজাদী, তোমার জন্যে কেমন খাসা লাড্ডু এনেছি ; নাও, খেয়ে ফেল।

ম। দাও, আমি দিল্‌কে খাইয়ে দিই। (লাড্ডু গ্রহণ করিয়া দিল্‌কে) খাও।

দি। ময়না দিদি, আগে তুমি মুখে দাও, তারপরে আমায় দাও।

রু। তুমি ওটা খাও, তোমার ময়না দিদিকে আর একটা এনে দেবো।

দি। না, এইটেই আমরা দু'জনে ভাগ করে' খাব। ময়না দিদি, তুমি বড়, তুমি আগে খাও।

(ময়না খাইতে উদ্যত)

রু। (ময়নার হাত ধরিয়া) খবরদার, খেয়ো না !

ম। কেন ?

রু। ও যে বাদশাজাদীর জন্যে এনেছি।

দি। তা হ'লই বা ! ময়না দিদিও যে, আমিও সেই। তুমি খাও, ময়না দিদি।

রু। ময়না, খেয়ো না বল্‌ছি ; কথা আছে।

ম। কি কথা ?

রু। সে পরে হবে।

ম। পরে কেন ? এখনই বল না ?

(মালদেবের প্রবেশ)

মা। এই ময়নী বেগমকে দেখ্‌লে, সন্তানের জন্যে মায়ের স্তনে যেমন দুধ ক্ষরে, আমার চোখ দুটিও জলে ভরে। যাহোক, ইনি ত আমাদেরই লোক ! মা, তোমায় বল্‌তে বাধা কি ? (কাণে কাণে বলিলেন)

ম। অ্যাঁ ! (লাড্ডু ফেলিয়া দিয়া) দিল্‌, তোমায় কেউ কিছু খেতে দিলে আমায় না দেখিয়ে কখ্‌খনো খেয়ো না।

দি। কেন ময়নাদিদি ?

ম। আমিও তোমায় না দেখিয়ে খাব না।

দি। বেশ, তাই হবে।

রু। (লাড্ডু কুড়াইয়া লইয়া মালদেবকে) কর্ম্মনাশা, দূর হ।

(মালদেবের প্রস্থান)

দি। কি হয়েছে, ময়না দিদি ?

ম। আমার বুকে একটা ব্যথা উঠেছিল, এখন সেরে গেছে।

দি। বাপজানের কাছ থেকে কতকগুলি আসর্‌ফি এনেছি

গরীবদের দিতে। ওদের দুঃখের কথা শুন্‌লে আমার বড় কান্না পায়। রমত্‌ চাচা বলে, যে গরীবকে দেয়, খোদা তার ওপর বড় রাজী। চল, ময়না দিদি, চল।

ম। তুমি যাও দিল্‌, আমি এখনই যাচ্ছি।

দি। এস কিন্তু; তুমি না থাক্‌লে আমার কিছুই ভাল লাগে না।　　　　(প্রস্থান)

ম। মা, তুমি জেনে শুনে এই কাজ কর্‌ছিলে? এ দুধের বাছাকে প্রাণে মার্‌তে চায়, এমন লোকও পৃথিবীতে আছে? বল, কে তোমার এই মতি লওয়া'লে?

রু। আমি কোন কথার জবাব দেবো না।　　　　(প্রস্থান)

ম। অ্যাঁ! আজ আমিই নিজ হাতে দিলের মুখে বিষ তুলে দিচ্ছিলেম! যদি হঠাৎ বাধা না পড়্‌ত, তবে দিল্‌ কি আর বাঁচ্‌ত?

(রহমতের প্রবেশ এবং অপরদিকে মালদেবের
প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

রহ। (ময়নার হাত ধরিয়া) তাই বুঝি পস্তাচ্ছ? সব শুন্‌লেম; পাপ ক'দিন চাপা থাকে? মনে করেছ, দিল্‌কে মেরে দিল্লীশ্বরী হ'য়ে বস্‌বে? তা হবে না। দিল্‌কে খোদা দেখ্‌ছেন।

মা। (অন্তরাল হইতে) আর আমি তোমায় দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

ম। আমায় ছেড়ে দাও, আমি নির্দ্দোষী। না, না,—আমিই দোষী।

রহ। শয়তানী, তোমার জন্য রাজকার্য্য গোল্লায় যাচ্ছে। ধন-দৌলত, ইজ্জৎ হুরমত, সব ছাবথার হ'তে চলেছে। বল, তোমার মতলব কি? তুমি কি চাও? বল, বল; আজ আমার প্রাণপণ, তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌ব না। তুমি সহজে পড়্‌বে না, শেষ না ক'রে যাবে না; আজ জবরদস্তিতে সব আদায় কর্‌ব। তোমার মনে কি আছে, দেখ্‌তেই হবে। যখন ধরা পড়েছ, আর ছাড়া পাচ্ছ না। তোমার ওই কালরূপ সর্ব্বনাশের আর কিছুই বাকী রাখে নি।

(বর্শা হস্তে মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ)

মহ। বেশ, রহমত্‌, বেশ!

রহ। জাঁহাপনা, এই পাপিষ্ঠার কাছ থেকে আমি একটা কথা বের কববার চেষ্টা করছি।

মহ। আমার সব মালুম আছে। বাদশা সবজান্তা; সে খোদার প্রতিনিধি। ওকে ছাড়, তোমার সঙ্গে নিভৃতে কথা আছে। (রহমত্‌ ময়নার হাত ছাড়িয়া দিল)

(ময়নার প্রস্থান)

এই প্রেমপত্র তোমার রচনা? তোমার না বড় চরিত্রের দেমাক?

রহ। আমার হস্তাক্ষরের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু এর ভাষা কি ভাব আমার কল্পনারও অতীত!

মহ। তবে কি এটা উড়ো চিঠি? মালদেব!

(মালদেবের প্রবেশ)

তুমি এ সম্বন্ধে কি জান ?

মা। (রহমতকে) কেন খাঁ সাহেব, এই চিঠি কি আপনি আমায় ময়নীবেগমকে দিতে বলেন নি ?

রহ। খোদা, তুমি কি শয়তানকে রাজ্য দিয়ে খালাস হয়েছ ?

(মালদেবের প্রস্থান)

মহ। বিশ্বাসঘাতক, লম্পট ! তোমার নির্দ্দোষিতার সাক্ষী কে ?

রহ। শুধু আমি—না না, আর একজন আছে।

মহ। কোথায় ?

রহ। (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) ওইখানে।

মহ। ভণ্ড, এবার ওখানেই তোমায় পাঠাচ্ছি।

রহ। আমিও তাই-ই চাই। এখানে মানুষে মানুষ খেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু দুঃখ এই, যা সব চেয়ে ঘৃণা করি, সেই লাম্পট্য পরিবাদও আমার ভাগ্যে ছিল ! জাঁহাপনা, আপনার কাছে শেষ আরজ আমায় একটুখানি সময় দিন্, আমি আখেরের কথা ভাব্‌ব। যখন হাত তুল্‌ব, বুঝ্‌বেন, সময় হয়েছে।

(জানুপাতিয়া বসিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে হাত তুলিলেন)

মহ। তুমি প্রস্তুত ?

রহ। সর্ব্বাংশে।

(বেগে দিলের প্রবেশ)

দি। মেরো না, রমত্ চাচাকে মেরো না !

(মহম্মদের বর্শা নিক্ষেপ ও দিলের বক্ষে লাগিয়া দিলের মৃত্যু)

রহ। হো হো হো! বাদশার কলিজা নাই, দুনিয়ার মহব্বত্ নাই। (দিলের নিকট বসিয়া পড়িলেন)

মহ। অ্যাঁ! কি করলুম্! দিল্, দিল্! না, কাঁদ্‌ব না, মন ভিজ্‌বে। ভাব্‌বো না, প্রাণ গল্‌বে। যে আগুনে দুনিয়া ভস্ম হবে, সে আগুন নিভে যাবে। তবে আর কেন? দয়া ধর্ম্ম, বিবেক বিশ্বাস, যেটুকু তহবিল ছিল, আজ দিলের সঙ্গে গোর দেবো; তারপর বেরোব মানুষ শিকারে। খোদা, আজ হ'তে আমি তোমার বিদ্রোহী।

(রঞ্জন ও মালদেবের প্রবেশ)

মা। জাঁহাপনা, রহমতের শাস্তি কি হবে?

মহ। কে আছ? (রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)
এ কাফেরকে কারাগারে নিয়ে যাও।

(রক্ষীদ্বয় রহমত্‌কে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

রহ। মেরা হুয়া কিয়া, ঘর জ্বল্ গিয়া,—হুয়া কিয়া, ঘর জ্বল্ গিয়া!

র। ময়নার সম্বন্ধেও আদেশ হোক্।

মহ। যাও, ময়নাকেও বন্দী কর গে।

(রহমত্‌কে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান)

র। জাঁহাপনা, যে ময়নায় জন্য সব গেল, তার শাজা প্রাণ নাশ

নয়,—তার চেয়েও যা বেশী, তাই। আর ময়নাকে যে চালায়, সেই হামিরকেও শিক্ষা দিতে হবে।

মহ। রঞ্জন, তবে (দিল্‌কে দেখাইয়া) ও দিকে আর নজর দেবো না; তা হ'লে হিংসার ঝোঁক ছুটে যাবে, খুনের গরমি জুড়িয়ে যাবে। চিন্তা নাই, আমি রসাতলের শেষ ধাপে নাম্‌ব। যা কিছু ভাল, তার দুশ্‌মন হব।

র। হামিরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হোক্‌, আমি তার সঙ্গে লড়্‌বো।

মা। চলুন জাঁহাপনা, তার চেয়ে অবিলম্বে মেবার আক্রমণ করি; পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ নিই।

মহ। বেশ বলেছ,মালদেব! এ একটা নীচের দিকে নামবার সিঁড়ি। ধর্ম্মসন্ধি ভাঙ্‌ব; আতিথ্যের আদর ভুল্‌বো; কন্যার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব। তবে জাগ কৃতজ্ঞতার রোমাঞ্চ কৃতঘ্নতার সজারুকণ্টক হ'য়ে উপকারীকে অরিভাবে আলিঙ্গন করতে। শুধু মেবার নয়, হৃদয়ের মধ্যে সমরানল জ্বাল্‌ব। সে কালানলে ময়না তিল তিল করে' পুড়্‌বে। হামির সবংশে ভস্ম হ'য়ে যাবে। আমি নিজে উচ্ছন্ন যাব, দুনিয়াকে উচ্ছন্নে দেবো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেবার সীমান্ত ;—রাণার ছাউনী।

(জ্বলন্ত মশালহস্তে ভজনলাল ও রঞ্জন)

ভ। ওই যে লাল তাবু, ওটা রাণার খাস-শিবির। এখানে একলাই তিনি রাত্রিতে শয়ন করেন ; এতক্ষণ ঘুমিয়েও পড়েছেন। এই যে বাণার জাত, এ এক আজগুবি চিজ্। হামির যখন খাটে, তখন বিশ্রাম জানে না ; যখন বিছানায় পড়ে, চিন্তা-ভাবনা সব মগজের মধ্যে তালা চাবি বন্ধ করে' সটান নিদ্রা দেবে,— বে-ফিকির!—বেপরোয়া! আমি এ কয়দিন রাজপুতশিবির তন্ন তন্ন করে' ঘেঁটে দেখেছি। ভায়া হে, তোমার জন্য খাট্‌তে কসুর করি নি!

র। তোমার গুণ হাজার মুখে গাইলেও ফুরোয় না।

ভ। গণক সেজে আপনার জাতের সঙ্গে কি জোচ্চোরীই খেলা গেল! এক মালদেব ছাড়া এর তুলনা কোথাও নেই। সাপও বুঝি তার জাতভাইকে এমন করে' ঠকায় না! এক একবার বুকটার ভেতর ধক্ করে' উঠ্‌ত, পাকানো বুদ্ধি কেমন মুসড়ে নেতিয়ে পড়্‌ত! আবার দুই তুড়িতে উঠ্‌ত চাঙ্গা হ'য়ে।

র। তুমি না হ'লে আমার কোন কাজই সিদ্ধ হ'ত না। যদি দিনেব দেখা মেলে, তোমাকে আচ্ছা হাতে খুসি কর্‌ব।

ভ। সে তোমরা জান আর তোমাদের ধর্ম্মে জানে। কিন্তু ময়নী বেগমের সম্বন্ধে মালদেবকে দিয়ে যা করা'লে, তা'তে তার কোন অপকার নাই ত ?

র। না। থাক্‌লেই বা তোমার কি ?

ভ। আমি আঁটকুড়ে। একটী পালিতা শিশুকন্যাব ও'ব আমার সব মমতা ঢেলে দিয়েছিলেম। সে মেয়েটীকে হাবিয়ে আমার অধঃপাতের সূত্রপাত। মানুষের একটা জায়গায় বাঁধন না থাক্‌লেই সে বিগ্‌ড়ে যায়। মেয়েটীর ঠোঁটের তিলটী ঠিক ময়নী বেগমের মত। সে থাকলে অত বড়ই হ'ত। কেন যেন ময়না বেগমকে দেখ্‌লেই আমার সেই মেয়েটীর কথা মনে হয়।

র। ঠিক বলেছ ; বাঁধন না থাক্‌লে বা ছিঁড়ে গেলে মানুষ বেগড়ায়ই বটে। তাই বলি, রাণার তাঁবুতে আগুন দেওয়া যাক্।

ভ। বেশ, দাও।

র। তুমিও এস।

ভ। ভায়া হে, সেটী হচ্ছে না। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের যা বল্‌বে, বাকী রাখ্‌ব না ; কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডের ভেতর নেই। লুকোচুরিতেই আমি বাহাদুর, খোলাখুলির ব্যাপারে আমার মগজের আর কব্‌জির জোর দুই-ই কেমন ম্যাড়্‌ ম্যাড়্‌ কর্‌তে থাকে।

র। তবে মশাল ধরিয়ে এনেছ কি আমার মুখে আগুন দিতে ?

ভ। সে লোক এখনও তৈরী হয় নি। ভায়া, বুঝ্‌তে পার্‌লে না, রোশ্‌নাই হাতে কেন বেরিয়েছি? দিল্লীর অলি গলি একটা গোলোক-ধাঁধাঁ! রাত করে' কার ঘাড়ে গিয়ে পড়্‌ব, কে মেহের-বানী করে' জন্মের দরদ্‌ মালুম করিয়ে দেবে! শেষটা আমার খরচায় তোমরা যে দুঃখ কর্‌বে,—শেষে দুঃখ ভুল্‌বে,তা হ'তে দিচ্ছি নে! আমার বুদ্ধি আছে, ভায়া, আমার বুদ্ধি আছে।

র। বুদ্ধি ত আঠার আনা, হিম্মত্‌ যে কাণাকড়িরও নাই! আমার ত এই খোঁড়া পা, কিন্তু এর দৌড়টা একবার দেখে নাও। ভয় কি? আমরা আগুন দিয়েই সরে' পড়্‌ব। দেখ্‌ছ না, এই জন্যে একটা হাতিয়ার পর্য্যন্ত আনি নি! এস, এস!

ভ। উহুঁ। ওই রাণাবংশটার ওপর আমার চিরকেলে অনাস্থা। হামিরটাকে যদি নিজ চোখে মর্‌তে দেখি,—শুধু মরা নয়, চিতায় পুড়্‌তে দেখি,—তারপর হঠাৎ হুড়ুস্‌ করে' তার এক-মুঠো ছাই 'হর হর, বোম্‌ বোম্‌' বলে' তরোয়ার নিয়ে লাফিয়ে ওঠে, আমি ত তা'তে অবাক্‌ হব না। ভায়া হে, যথেষ্ট আপ্যা-য়িত করেছ, এখন ছুটি দাও! তোমার জন্যে খিচুড়ি চাপিয়ে এসেছি, তার একটা হেস্ত নেস্ত করি গে; শেষকালে যে তুমি লঙ্কাকাণ্ড সেরে আমায় ধরে' খেতে চাইবে, অতটা পিরীত আমার বরদাস্ত হবে না!

(প্রস্থান)

র। মালদেবই বা আস্‌ছে না কেন? যাক্‌, একাই সব কর্‌বো। হামির, তুমি যেমন আমায় দগ্ধে' দগ্ধে' মার্‌ছ, আজ তার

শোধ। আমি তোমায় জ্বালিয়ে মার্‌ব ; তোমায় পুড়িয়ে মার্‌ব,—পুড়িয়ে মার্‌ব।

(রঘুপাগলার প্রবেশ)

রঘু। এত রাত্রে মশাল হাতে কে তুমি ? শত্রু, না মিত্র ?

র। চুপ্‌ ! নইলে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে তোর মুখ চেপে ধর্‌ব।

রঘু। ও, এ যে সেই ! হামির, হুঁসিয়ার ! শত্রু এসেছে, শত্রু !

র। চুপ কর্‌, নইলে মর্‌লি।

রঘু। এই মুহূর্ত্তে যদি হাজারটা গলা পেতেম, স্কন্ধচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত তা দিয়ে প্রাণভরে' চেঁচিয়ে মহারাণাকে সতর্ক কর্‌তেম। সৈন্যগণ, জাগো, জাগো ! শত্রু শিবির জ্বালা'তে এসেছে !

(মশাল ছাড়াইবার চেষ্টা ও যুদ্ধ ; মালদেবের পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ)

মা। এখনও বল্‌ছি, চুপ করে' সরে' দাঁড়াও, নইলে মর্‌বে !

রঘু। আমি কি মালদেব ? হামির, সাবধান ! শত্রু,—শত্রু !

মা। তবে মালদেবের ঠ্যালা খেয়ে নাও। (পুনরায় আঘাত)

রঘু। রাণা, জাগো,—জাগো ! শত্রু শিবির—

মা। আর তুমি ঘুমোও। (মালদেবের পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত, রঘুনাথের পতন ও অদূরে কোলাহল) আর হ'লনা। চলে' এস, রঞ্জন, চলে' এস। (প্রস্থান)

র। হামির, এ যাত্রাও বেঁচে গেলে,—বড় বেঁচে গেলে !

(প্রস্থান)

(হামিরের প্রবেশ)

হা। একি! পাগল রঘুনাথ, এ দশা তোমার কে কর্‌লে?

রঘু। (উঠিয়া বসিয়া) হামির! বেঁচে আছ? মা, তোমারই মহিমা! শত্রু তোমার শিবির জ্বাল্‌’তে এসেছিল হামির, আমি চীৎকার করাতে—

হা। সবাই জাগ্‌লো,—আমি রক্ষা পেলেম! কিন্তু, তুমি কেন আমার জন্য প্রাণ দিলে, উদাসীন?

রঘু। আমি ত তোমার জন্য মরি নি! মেবারের রাণার জন্য, রাজস্থানের গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেম; আমার রাজকর চুকিয়ে দিয়ে গেলেম! আমার মত সুখী কে?

হা। মেবার, তুমি রত্নগর্ভা, কিন্তু রতনের যতন তুমি জান না!

রঘু। দুঃখ কেন ভাই? মায়ের ইচ্ছার জয় হয়েছে। সহস্র রঘুনাথ শত জন্ম ধরে’ ঘাতকের হস্তে হৃদয়-রক্ত দান করুক, তবু মায়ের ইচ্ছার জয় হোক্। (পড়িয়া গেলেন)

হা। কোথা পালাও, রঘুনাথ?

রঘু। চুপ্ চুপ্! ওই মা এসেছে। মনে পড়েছে পাগলি? তবে কোলে তুলে নে মা! (মৃত্যু)

হা। গেলে রঘুনাথ? মৃন্ময়ীর বুক খালি করে’ চিন্ময়ীর কোলে চলে’ গেলে? তবে আবার তুমি এস ভাই! যখন কর্ম্মের উত্তেজনায় ধর্ম্মের মর্ম্ম শুকিয়ে যাবে, স্বার্থের আবর্জ্জনায় সত্য চাপা পড়্‌বে, বুদ্ধি বিবেকের শিরে পদাঘাত কর্‌বে,—তখন তোর সোণার মাতুনী ‘নয়ে সেই ভক্তি-বিশ্বাসের দুর্ভিক্ষে আবার দেখা দিস্ ভাই! মহ-

ম্মদ খিলিজি, কৃতঘ্ন, প্রতারক, আবার পররাজ্য হরণ করতে এসেছ ? কিন্তু কাপুরুষ, জান,—আজ কোন্ বুকের রক্তপাত করেছ ? সে যে তপস্যার জ্বালারাশি ! আজ রাজপুতের বর্শায় আগুন খেল্বে, হামিরের তরোয়ালে উল্কা ছুট্‌বে ! তা'তে দিল্লীর মস্‌নদ ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে' যাবে, পাঠান-সাম্রাজ্য ইন্দ্রজালে পরিণত হবে। আজ জ্বলে ওঠ ক্ষত্র-তেজ, যাতে বারবার পৃথিবী ভস্ম হয়েছে, আবার সে কালানলে ঘৃতাহুতি পড়ুক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাদশাহী তাঁবু-প্রাসাদের নাচঘর।

(মহম্মদ খিলিজি, ভজনলাল ও নর্ত্তকীগণ
ভজনলাল মদ্য ঢালিয়া দিতেছেন)

নর্ত্তকীগণ— (গীত)

ঢাল, ঢাল, মদিরা ঢাল।
নয়নে আননে বাসনার শিখা
জ্বাল,—আজি জ্বাল।
মুহু মুহু ওই কুহু বোলে,
অধীর হৃদয় সুখে দোলে,
ঢাল,—সুরা ঢাল।

হতেছে সঘনে পিয়ালা পুরা,
জ্বলিছে জ্বল্ জ্বল্ পরাণের সুরা,
নিভে গেছে আর সব আলো।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

মহ। রঞ্জন কি দুটী চিজই আমায় চিনিয়েছে! সুরা, আর নারী! অনেক দিন আগে কেন এ দুটী জিনিসের আস্বাদ বুঝি নি, ভজনলাল?

ভ। জাঁহাপনা, সময় থাক্‌তে দুঃখ না ভুল্‌লে পস্তা'তে হয়। এ এলেমে ওস্তাদ্‌জীর চেয়ে সাকরেদ্ কেলা যায় না। তবে সিদ্ধির বদলে সুরা, নাচ গানের জায়গায় জলজ্যান্ত নারী, এ (প্রণাম করিয়া) গুরুজীরই মৌলিক আবিষ্কার।

মহ। ভজনলাল, দুঃখ ভোল্‌বার এমন মিঠি সরবত্, কলিজা-জ্বালা রোগের এমন ঠাণ্ডি দাওয়াই আর নাই।

(জনৈক অমাত্যের প্রবেশ)

অ। জাঁহাপনা!

ভ। সাহেব, এখন যান না! আমরা একটু দুঃখ ভুল্‌ছি।

অ। জাঁহাপনা, শিবিরে মড়ক লেগেছে।

মহ। তাকে শূলে দাও।

অ। দিল্লীর সংবাদ,—প্রজারা রাজস্ব বন্ধ করেছে।

মহ। তাকে গারদ থেকে খালাস দাও।

অ। জাঁহাপনা, আমাদের সেনাদল আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব প্রকাশ কর্‌ছে।

মহ। তাদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও।

ভ। সাহেব, আর জ্বালান কেন? মুনিব সাফ্ সাফ্ হুকুম দিচ্ছেন, আপনি জল্‌দি জল্‌দি তামিল করুন গে। আমরা ততক্ষণ একটু দুঃখ ভুলি।

(অমাত্যের প্রস্থান)

মহ। রাতটাকে প্রায় সেরে এনেছি। কোথায় দিয়ে যে সময়টা ভাগ্‌ল, মালুমই হ'ল না! আঁখি ঢুলুঢুলু, দেহ টল্‌মল্, প্রাণ ডগমগ, দুনিয়া যেন টল্‌তে টল্‌তে কোথায় ঘুরে' পড়্‌ল, মন গল্‌তে গল্‌তে যেন দরিয়া হ'য়ে গেল! ভজনলাল, এই কি বেহেস্ত্?

ভ। তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? তবে কথা কি জাঁহাপনা, একটা রাতেরই এত দৌড়! যখন রাতকে রাত ফর্সা হবে, তখন বেহেস্তের ওপরও সিঁড়ী লাগাবার সখ যাবে! একি! জাঁহাপনা, ময়নী বেগমকে মালদেব চুলে ধরে' আপনার কাছে নিয়ে আস্‌ছে! আদেশ করুন, মালদেবকে শিক্ষা দিই।

মহ। আমার আদেশক্রমেই এ সব হয়েছে। ওকে আমি চাই।

ভ। ও, বুঝেছি। ওঃ, এ ত দেখা যায় না! (মালদেব ও দুইজন সৈন্যকর্তৃক ধৃত হইয়া আলুথালু বেশে ময়নার প্রবেশ এবং তাহার বাহুতে কোন চিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়ে) একি! একি! এই কি সেই? দেখি, এর রক্ষার কোন উপায় হয় কিনা। হয়েছে,—উপায় মনে হয়েছে।　　　　(বেগে প্রস্থান)

মহ। (ময়নার হাত ধরিয়া মালদেবকে) তুমি যাও।

মা। এ মেয়েটার জন্যে মনটা এমন হয় কেন? ওকে স্পর্শ করে' মনটা এমন আর্দ্র হয়েছিল কেন? তখন ভেবেছিলেম, ও কিছু নয়! কিন্তু এখন যে আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে! জাঁহাপনা,—

মহ। ভাগ্ বেতরিপৎ, ভাগ্। (মালদেবের প্রস্থান)

ম। সম্রাট্, এই কি আশ্রয়দাতার কাজ? এই কি সম্পূর্ণ নির্ভরের পুরস্কার?

মহ। ময়নী বেগম, একটু সরাব খাবে?

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। কেমন লাগ্‌ছে, ময়না?

ম। মা'র কাছে শুনেছি, তুই মরিস্ নি,—তুই এখানে আছিস্। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আমাকে মুখ দেখালি, পিশাচ?

র। আমি পিশাচ, আর সে দেবতা? যেমন দেবা, তেমনি দেবী। এবার দুজনেরই বড়াই চূর্ণ! কেমন জব্দ? সে বড় সুন্দর, না ময়না?—সে বড় সুন্দর!

(প্রস্থান)

মহ। আমার ময়নী বেগম, তুমি আমায় একটু ভালবাস,—একটুখানি, খুব অল্প। দুনিয়ায় আমার কেউ নাই!

ম। আমি একজনকে ভালবেসেছি।

মহ। কাকে?

ম। ভালবাসা যাঁর রচনা, তাঁকে।

মহ। আচ্ছা, ভাল না বাস্‌তে পার, আমায় সাদি কর।

জীবন-যাত্রার জন্যে,—একজন বাদ্‌শা তোমার গোলাম হবে, এই খাতিরে,—আমায় সাদি কর।

ম। তার চেয়েও উঁচু ঘরে আমার বে হয়েছে!

মহ। তোমার পতির নাম?

ম। বিশ্বপতি।

মহ। তবে তুমি অত সুন্দর হ'লে কেন? ঠিক তার মত দেখ্‌তে হ'লে কেন? তোমায় ছাড়্‌তে পার্‌বো না। যখন ধরা দিলে না, জবরদস্তি কর্‌ব। (ময়নাকে টানাটানি)

ম। বাদশা, জানি তুমি ডাকু। ছেড়ে দাও বল্‌ছি,—ছেড়ে দাও।

মহ। রাগ ক'রো না, ময়নী বেগম। রাগ্‌লে তোমায় আরও সুন্দর দেখায়।

ম। সম্রাট্‌, তোমার কাছে দিল্‌ও যা, আমিও তাই।

মহ। দিল্‌ কে? তোমার ঠোঁটের তিল আজ দিল্‌ কেড়ে নিয়েছে। ছিল বটে এক দিল্‌, সে কলিজার দিলাশা লুট হ'য়ে গেছে! ভাল কথা মনে করেছ,—দুনিয়ার সাথে সাথে তোমাকেও যে তার খেসারত্‌ দিতে হবে। চেয়ে দেখ, রজনী চল্‌তে চল্‌তেও থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে,—প্রভাতের প্রথম চুমোটি না নিয়ে সে যাবে না। আমার লজ্জাবতী, তুমি কি অম্‌নি অম্‌নি পালাবে?

(ছুরীহস্তে বেগে রুক্মার প্রবেশ)

রু। শীঘ্র সতীকে ত্যাগ কর, নইলে এই ছুরী তোমার কল্‌জে উপ্‌ড়ে আন্‌বে। (মহম্মদের ময়নাকে ত্যাগ ও ময়নার প্রস্থান)

মহ। রুক্মা, তুমি কোন্ সাহসে এখানে এলে ?

রু। যে সাহসে উদাসীন খালিহাতে বাঘভালুকের জঙ্গলে যায়, যে সাহসে সত্য মিথ্যার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও সেই রক্তাক্ত ছুরিকার মুখে পুনরায় বুক পাতে। শুনে' অবাক্ হচ্ছ ? সে রুক্মা আর নাই। তোমার পৈশাচিক তাণ্ডবে তার পাপের ফণা ভেঙ্গে গেছে,—সে আজ দৈববলে বলী।

মহ। তোমার মুখ ঘোড়ার ডুম্ দিয়ে সেলাই করে' দেবো।

রু। বাদশা, কাকে ভয় দেখাও ? তুমি কি আজীবন মৌনী-দের সংযমের কথা জান না ? আমি সেই তপস্যার ক্ষেত্র—হিন্দু-স্থানের মেয়ে।

মহ। কারাগারে তোমায় না খেতে দিয়ে কঙ্কালসার করে' পলে পলে মারবো।

রু। সম্রাট্, তুমি কি অনশন-শুষ্কা উমার কথা শোন নি ? তুমি কি অম্বা ও বেদবতীর কৃচ্ছ্রের কথা অবগত নও ? আমি সেই সংযম-উপবাসে সিদ্ধ সন্ন্যাসী-ভূমি ভারতবর্ষের মেয়ে।

মহ। তোমায় তপ্ত লোহা দিয়ে দগ্ধে' দগ্ধে' শেষ করবো।

রু। মূর্খ, তুমি কি সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার কথা অবগত নও? তুমি কি এরই মধ্যে মেবারের সীতা পদ্মিনীদেবীর কথা ভুলে' গেছ ? আমি সেই শত শত সতীর জনমে পাবিত হিন্দুস্থানের সন্তান। আমি সেই জহরব্রতের লীলানিকেতন সতী-স্বর্গ মেবারের মেয়ে।

মহ। একি ! আজ অনেক দিন পরে একটা হারানো পথের সন্ধান পেলেম !

রু। সম্রাট্, এখনও শোধ্‌রাবার উপায় আছে।

মহ। এত কাল যক্ষের ধনের মত যা পাহারা দিয়ে রক্ষা করে' আস্‌ছিলেম, একটী নিমেষের একটু ভুলে সে অমূল্য নিধি হারিয়ে ফেলেছি। কৃপণ আজ দেউলে, বাদশা ফতুর। বল দেবি, বল, কি কর্‌লে আবার সেই চরিত্র ফিরে পাই?

রু। আমি দেবী নই,—দানবী। তুমি জান না, আমিই তোমার অধঃপতনের মূল। আমিই দিল্‌কে জহর খাওয়াতে গিয়েছিলেম,—ময়না তা'তে বাধা দেয়। রহমত্ খাঁ ভুল করে' ময়নাকে ধরে। তারপর যা ঘটেছে, তুমি জান। এখনই চম্‌কে উঠো না, আরও অদ্ভুত কথা আছে। এ কাণ্ডের প্রধান নায়ক,—তোমার, আমার, ময়নার, সকলের অনিষ্টের মূল,—তোমার কপট বন্ধু রঞ্জন। ময়নার উদ্দেশে প্রেমপত্র তারই রচনা। রহমতের হস্তাক্ষর মালদেবের জাল। আমার পতিহন্তা হামিরের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি পাপিষ্ঠের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি হয়েছিলেম।

মহ। কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

রঞ্জনকে এখনই বন্দী করে' জল্লাদের হস্তে সমর্পণ কর। অদূরে ওই যে আম্রবন, ওখানে মরলে নাকি হিন্দুর সদ্‌গতি হয় না;—সেইখানে তার খতম্ হবে। দিল্লীতে অশ্বারোহী দূত পাঠাও,—রহমত্ খাঁকে যেন অবিলম্বে কারামুক্ত করে।

(রক্ষীর প্রস্থান)

এবার তোমার বিচার,—

রু। আমি নিজ হাতে কর্‌ছি। অনুতাপের নিষ্কৃতিই মর্ম্মদাহ, শাস্তি,—শান্তি! এই বিষের লাড্ডু দিল্‌কে দিয়েছিলেম; রঞ্জন বলেছিল,—এ মিঠে বিষের মৃত্যুও মিষ্টি। সেই থেকে যন্ত্রণাময় জীবনের হাত থেকে বাঁচ্‌তে আমি এই সুধা কলিজার মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি। আজ তা যন্ত্রণাময় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাক্ (লাড্ডু ভক্ষণ)। আমি প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়েছিলেম; আজ বুঝ্‌লেম, এক পাপের পাছ ধর্‌লে মানুষ শুধু সহস্র পাপের নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে। আজ প্রতিহিংসার শেষ আহুতি। নিজের ওপর নিজের বিচার। আজ প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।

মহ। এ কাহিনী, না কল্পনা, রুক্মা?

রু। এ চন্দ্রসূর্য্যের মত সত্য। সম্রাট্, আমার জীবনের মত আমার জীবনের ইতিহাসও জটিল। আজ তা ভেঙ্গে না গেলে ছলনার শেষ হবে না। আমি একজন দরিদ্র কৃষক-কন্যা; শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। জ্ঞাতির চক্রে সেই কোরক-বয়সেই মুঞ্জসর্দ্দারের পরিচারিকারূপে তাঁর অন্তঃপুরে প্রেরিতা হই। পরে সেই গৃহে গৃহিণী না হ'লেও গৃহস্বামীর হৃদয়ের অধিকারিণী হয়েছিলেম। মন্ত্রপাঠ ব্যতীত যদি বিবাহ সম্ভব হয়, তবে সর্দ্দারের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। আমি কায়মনোবাক্যে সতী। তুচ্ছ সেবাদাসী নই,—অবিবাহিতা সহধর্ম্মিণী। সমাজের ভয়ে তিনি যথাশাস্ত্র আমার পাণিগ্রহণ না কর্‌লেও আমি পত্নী-গৌরব হ'তে বঞ্চিত হই নাই। আমার পৃথক্ মহল ও দাসদাসী ছিল।

মহ। ময়না কি তোমারই গর্ভজাত মুঞ্জসর্দ্দারের কন্যা ?

রু। না, সে আমার পালিতা কন্যা। একজনের কাছ থেকে তাকে কিনি। ময়না সর্দ্দারের স্নেহে তার দুহিতা বলে' পরিচিতা হয়েছিল। পাপিষ্ঠ রঞ্জনও তাঁর গৃহেই পালিত হয়। সর্দ্দার আহেরিয়ায় গিয়ে সেই বসন্তরোগগ্রস্ত শিশুটিকে পান। এখন বড় সুখে চলেছি পতির সঙ্গে মিল্‌তে! যদি ভালবাসায় মুক্তি থাকে. তবে আমার স্বর্গ নেয় কে ?

মহ। ভাল কথা,—জালিয়াৎ মালদেবের বিচার এখনও বাকী।

রু। তার অত দোষ নেই, সে রঞ্জনের চালিত। সব নষ্টের মূল রঞ্জন।

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভ। জাঁহাপনা, মালদেবকে শাজা দেবার ভার আমার ওপব পড়ুক্‌।

মহ। তাই ঠিক হবে। সে তোমার চিরশত্রু।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জাঁহাপনা, রাজপুতসৈন্য সজ্জিত হ'য়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে; বোধহয় শিবির আক্রমণ কর্‌বে।

মহ। ভয় নাই, এ জেহাদের ডাক। আমি নিজে আজ সৈন্য-চালনা কর্‌ব ;—হয় ফতে, নয় রোকৃশোধ্‌।

(উভয়ের প্রস্থান)

ভ। মা, আড়াল থেকে যা শুন্‌লেম, তা'তে একটী হারানিধির সন্ধান হ'ল।

রু। ভজনলাল, আমার আর দেরী নাই। আমার কি আছে, তোমায় দেবো? এ সময় তোমাকে শুধু আশীর্ব্বাদ করে' যাচ্ছি। আজ তুমি আমায় সংবাদ না দিলে ময়নার ইজ্জত্ যেতো।

ভ। মা, আমি অমনি করি নাই,—প্রাণের টানে করেছি। ময়নার বাহুতে 'গঙ্গা' লেখা চিহ্ন দেখে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জেগে ওঠে।

রু। রঞ্জনের বাহুতেও ওই চিহ্ন আছে।

ভ। তবে আর আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর ছলনা!

রু। তুমি কি বল্‌ছ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। থাক্, আমি ত চলেছি; ময়না রইল, তাকে দেখো।

ভ। আমা হ'তেও তার আপনার লোক আছে,—তাকে সংবাদ দিতে চল্‌লেম। মালদেবকে এই জন্যই বাদশার খপ্পর থেকে ভাগিয়েছি। (প্রস্থান)

রু। ও কি আবল-তাবল বকে' গেল? লোকটা হঠাৎ ক্ষেপ্‌লো নাকি? না আমিই আমার উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুন্‌ছি। (করতালি দিয়া) হো হো, আমি পাগল হয়েছি,—পাগল হয়েছি? ওই আকাশ জুড়ে' বাজনা বাজ্‌ছে,—বাতাস লাজা-গুলি ছড়াচ্ছে, সব লাজ মরে' গেছে। জীবন ছাঁদ্‌লা সাজাবে, মরণ মন্ত্র পড়্‌বে,—আমাদের বিয়ে হবে। তারারা বাসর জাগ্‌বে, চাঁদ মশালচী হবে, মেঘ মাদল বাজাবে, বিজলীবালারা নৃত্য কর্‌বে। হো হো! আজ আমার বিয়ে,—আজ আমার বাসর-শয্যা!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল।

('হর হর বম্ বম্' রবে সসৈন্যে হামিরের প্রবেশ এবং অপর দিক দিয়া 'আল্লাল্লা হো' শব্দে সসৈন্যে মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ ও যুদ্ধ)

(বেগে হারাবতীর প্রবেশ)

হারা। (উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া) অস্ত্র সম্বরণ কর, অস্ত্র সম্বরণ কর।

হা। একি! মা, তুমি! (পদধূলি গ্রহণ)

মহ। আপনি কে?

হারা। আমি ভিখারিণী, তোমাদের কাছে জাতির মঙ্গল ভিক্ষা নিতে এসেছি।

হা। মা, এখানে? এমনি সময়ে?

হারা। হামির, আমি নিকটে এক ধর্ম্মশালায় ছিলেম। শুন্‌লেম, আবার ভা'য়ে ভা'য়ে হানাহানি; তাই স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না।

মহ। মহারাণা, এ মহীয়সী কে?

হা। বাদশা, ইনি আমার মা।

মহ। (সেলাম করিয়া) আমার মনে হয়, ইনি আপনার মা নন্, ইনি শুধু 'মা'।

হা। মা, কতদিন তোমায় দেখি নি!

হারা। যদি মায়ের শিক্ষাই ভুল্‌তে পেরে থাক, মাকেও ভুল্‌তে পার্‌বে।

হা। মা, দিল্লীশ্বর তোমার সম্মুখেই উপস্থিত, তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর, তিনি কোন্ বিচারে ধর্ম্ম-সন্ধি ভেঙ্গে আবার রাজপুতের রাজ্য আক্রমণ কর্‌তে এসেছেন! আমি কি পিতৃপিতামহের অধিকার রক্ষা কর্‌ব না?

মহ। রাজমাতা, আমিই এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। আমিই ইচ্ছা করে' ধর্ম্ম-সন্ধি ভেঙ্গেছি। আগে মেতেছিলেম জেদের টানে, আর আজ উন্মত্ত হয়েছি জেহাদের আহ্বানে। পূতিগন্ধে এক ছিটে খোস্‌বোর মত আমার জমাট অন্ধকারে একটা আলোর ঝলক দেখেছি, সেই নিশানা মিলিয়ে যেতে না যেতে অন্ধকারে ডুব দেবো। মহারাণা, রাজপুতের তলোয়ার কি এখন একটা পোষাকের অঙ্গ হয়েছে? আসুন, বিলম্ব কেন?

হা। আসুন বাদ্‌শা! হামির সাধক রঘুনাথের রক্তে আপনার জন্যে তলোয়ার শাণিয়ে এনেছে।

হারা। ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট হয়েছে। ভুলেছ, তোমরা কোন্ দেশবাসী! সে যে আলোকের উদয়-শিখর। সেই আলোকের জন্মস্থান থেকে মর্ম্মস্থান ভেদ করে' প্রথম শান্তি-মন্ত্রের আলোক-ঝঙ্কার বিশ্ববীণার তারে তারে বেজে উঠেছিল। একবার ভেবে দেখ দেখি, তোমরা কে?—সেই আলোকের অলকা ভারতভূমির দুইটি বিশাল স্তম্ভ। একজন দিল্লীর বাদ্‌শা, আর একজন মেবারের মহারাণা; একজন ইস্‌লামের

প্রতিভূ, আর একজন সনাতন সমাজের প্রতিনিধি। এই দুই মহাশক্তি কি আজ কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত আপনা আপনি মাথা ঠোকাঠুকি করে' মর্‌বে? যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ, চরিত্রগত অক্ষমতা এ আহবের কারণ হয়, তবে নাব,—এখনই গদী হ'তে নাব; ও উচ্চাসন তোমাদের সাজে না। তা যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত করে' বিদ্বেষের পিপাসা মেটাও গে, জেদের বিজয়-ধ্বজা উড়াও গে। জাতিকে বিনষ্ট কর্‌তে, সাম্রাজ্যকে উচ্ছন্ন দিতে তোমাদের কি অধিকার?

মহ। একি! হাতের তলোয়ার শ্লথ হচ্ছে কেন?

ছারা। জানি না সে কবে পৃথিবী প্রথম নরশোণিতে কলঙ্কিত হয়েছিল! সেই থেকে এক যুগ আর এক যুগের ওপর শোধ তুল্‌ছে, এক জাতির পূর্ব্ব-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আর এক জাতির হাতে হচ্ছে। সন্তানের রক্তপানে ধরণীর মাতৃবক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে, তাই বিশ্বের মঙ্গল পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে,—আর না। আর পরশ্রীকাতরতা নয়, পরস্বহরণ নয়, পরপীড়ন নয়। শান্তি হোক্, শান্তি হোক্।

হা ও মহ। এই আমরা অস্ত্র ত্যাগ কর্‌লেম। (অস্ত্র ত্যাগ)

ছারা। তবে একবার তোমরা দুজনে গলাগলি ধরে' দাঁড়াও দেখি,—যুগের দীর্ণ বুক যোড়া লাগুক্। একবার "ভাই, ভাই" বলে' ডাক ত,—মায়ের কাণ জুড়িয়ে যাক্, মায়ের প্রাণ বিশ্বছন্দে নাচুক, মায়ের মান জগতের মস্তক-মণির মত জ্বলে' উঠুক্।

মহ। কে তুমি মা তুমিই কি হিন্দু-মুসলমানের জননী?

তোমার একহাতে গৈরিক নিশান, অন্যহাতে অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা! এক কোলে কোরাণ, অন্য কোলে বেদ! তোমার শঙ্খে ডাকে "হর হর বম্ বম্," তোমার শিঙ্গার বাজে "আল্লা আল্লা হো' !

হা। দাঁড়াও মা, তবে তোমার বরাভয় নিয়ে। তোমার মন্ত্র-শক্তিতে আজ দুই ভেঙ্গে আমরা একটা জাতি হ'য়ে গড়ে' উঠি।

হারা। যদি তা পার, তবে সেই প্রেমের সোপান বেয়ে তোমাদের পরবর্ত্তিগণ একদিন সুমেরু হ'তে কুমেরুতে, উদয়-শিখর হ'তে অস্তাচলে মিলনের সেতু গড়ে' তুলবে। সেদিন স্বর্গ এসে পৃথিবীকে চুম্বন করবে। সেদিন সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁর সৃষ্টির চরমতা মানুষের মধ্যে পূর্ণপ্রকটিত দেখবেন।

হা। চল মা শিবিরে। মেবার তোমার বিরহে আজ মাতৃহারা।

হারা। সময়ান্তরে আমার সাক্ষাৎ পাবে! আমার সঙ্গীগণ আমায় না দেখে ব্যাকুল হচ্ছে। বৎস, এখন বৃথা আমার অনুসরণ ক'রো না।

মহ। আমার কলিজা যে শোকে জ্বলছে, সে জ্বালার ঔষধ কি মা?

হারা। স্মৃতির পূজা কর, কলিজা ঠাণ্ডা হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

হা ও মহ। মা, আমাদের শেষ-আশীর্ব্বাদ করে' যাও।

হারা। তোমরা প্রকৃত জয়ী হও। মনে রেখো,—জয় রক্তপাতে নয়, প্রেমে; যুদ্ধ পশুবলের স্ফূর্ত্তি; জগতের একমাত্র নিস্তার শান্তি।

বৎসগণ, স্বরাজ্যে ফিরে যাও। যার যার ন্যায্য প্রাপ্যে সন্তুষ্ট থেকে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিকে মন দাও; প্রজার উন্নতির সহায় হও। সখ্যের জয় হোক্, সাম্যের জয় হোক্, শান্তির জয় হোক্। এই আমার মঙ্গল-কামনা, এই আমার মাতৃ-আশীর্ব্বাদ।

(সকলের প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন

মেবারের পথ।

(ময়নার প্রবেশ)

ম। (গীত)

কচি বুকের কাঁচা রুধির, এতই মিঠে তোর পাষাণি ?
এখন তৃষা মিট্‌ল ত তোর, সুখে থাক ও ঈশানি।
বুঝ্‌লেম তোমার দরদ যত, চিন্‌লেম চিরদিনের মত,
ওমা, তুই যে কালা, তুই যে কাণি,—
ঘরে ঘরে ধরে' চরণ, ও নাম না নেয় কর্‌ব এমন,
ভক্তের বড়াই ভাঙ্গ্‌লে যেমন, ভাঙ্গ্‌ব তোরও গরবখানি।

চতুর্থ দৃশ্য

উভয় শিবির মধ্যস্থ প্রান্তর।

(হাম্মির ও মহম্মদ খিলিজি)

মহ। মহারাণা, আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্‌তে হবে ; আমি বেইমানের কাজ করেছি।

হা। দিল্লীশ্বর, ভা'য়ে ভা'য়ে প্রেমালিঙ্গনের সময় বিচার বিবেচনা স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

মহ। ভাই, আমি দয়ামায়াশূন্য বর্ব্বর হ'তে পারি, কিন্তু আমি যৌবনের মোহ হ'তে নিজকে সামাল দিয়েছিলেম। উদ্যমের সময়টা নির্ব্বিঘ্নেই কেটেছিল। কিন্তু যেটা ফাঁড়া কাট্‌বার বয়স, সেই অসময়ে আমি আছাড় খেয়ে নীচে পড়্‌লেম,—পরস্ত্রীতে আসক্ত হলেম। স্বর্গবাসিনী সহধর্ম্মিণীর প্রেমের অবমাননা হ'ল । যে মদ্যপান নিষিদ্ধ, তা'তে অভ্যস্ত হলেম। স্বর্গীয় দিলের স্বর্ণ-স্মৃতি ভেসে গেল !

হা। অ্যাঁ ! দিল্ নাই ! হতভাগ্য ক্ষেত্রসিংহ আজ ভগ্নিহারা হ'ল। হা দিল্ !

মহ। দিলের কথা আর এখানে নয়। সে আশ্‌মানী গোলাপের পাপড়ি পৃথিবীতে ভুলে খসে' পড়েছিল !—এখন এই সান্ত্বনায় নিজকে ভোলাতে চেষ্টা পাচ্ছি।

হা। ভাই, তোমার সাম্রাজ্যের, তোমার সমাজের সেই গৌরব-মিনার রহমত্ খাঁই বা কোথায় ?

মহ। আর রাজপুতের সেই জীবন্ত ছবি, মানব জাতির বল-ভরসা, তোমার সেই আঙ্গুলকাটা সেনাপতিকেও ত দেখ্‌ছি নে?

হা। আমি মেহতা সর্দ্দারকে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে চিতোরে রেখে এসেছি।

মহ। আর আমি রহমত্‌কে পাথর ভাঙ্গার ভার দিয়ে দিল্লীর কারাগারে বিদায় করেছি। এখন বুঝে দেখুন,—কে সমঝ্‌দার, আর কে গোঁয়ার? কে মহারাজ, আর কে দাগাবাজ? কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ, আমার অধঃপাতের জন্য আপনাদের জাতির একটি কলঙ্ক একমাত্র সেই রঞ্জনসিংহই দায়ী।

হা। রঞ্জন! রঞ্জন!

মহ। আপনি তাকে চেনেন কি না জানি না. কিন্তু তার প্রাণের বিষাক্ত বিদ্বেষ আপনাকে মর্ম্মে মর্ম্মে চিনে রেখেছে। এখন জল্লাদের হাতে তার মাথা যাচ্ছে।

হা। কোথায়, কখন এ হত্যাকাণ্ড হবে?

মহ। আপনি হয় ত জানেন, এই প্রান্তরের পরে যে আম্রবন, জনশ্রুতি, সেখানে কে আত্মহত্যা করেছিল। সেখানে ম'লে নাকি হিন্দুর সদ্‌গতি হয় না। সেইখানে আজই তার শেষ হবে।

হা। ও, সেই সকষ্‌কা বাগ? আমি চল্‌লেম।

মহ। শত্রুর মাথা নিজহাতে কাট্‌তে? বোধহয় এতক্ষণ সব শেষ হ'য়ে গেছে।

হা। আমার অশ্ব প্রস্তুত। হয় ত এখনও সময় আছে।

মহ। কিন্তু জল্লাদের হাতেই তার মৃত্যু শ্রেয়। সে শুধু

আপনার শত্রু নয়, আপনার প্রতি তার একটা অমানুষিক বিদ্বেষ, উৎকট ঘৃণা।

হা। সেই জন্যই ত তাকে আমার বেশী প্রয়োজন। (বৃক্ষপত্র কুড়াইয়া ছুরী বাহির করিয়া হাত হইতে রক্ত বাহির করিলেন) ভাই, আমার শেষ অনুরোধ, ছুরিকাগ্রভাগ দিয়ে (রক্ত দেখাইয়া) এই লাল কালীতে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দাও।

মহ। আমার 'না' বল্‌বার শক্তি দিশাহারা হয়েছে। বিস্ময়ে সম্ভ্রমে তার কণ্ঠরোধ হয়েছে। (বৃক্ষপত্রে মুক্তিপত্র লিখিয়া দিলেন)। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাজপুত কি দেবতার জাতি ?

হা। তারা শুধু হিন্দুস্থানের ছেলে। (প্রস্থান)

মহ। হাম্বির আজ কি আনন্দে গৃহে ফির্‌বে! সে ঘরে ফিরে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে কত আদর পাবে! আজ তার জম্‌জমাট, আর আমার 'হায় হায়!' আমি ত নিজের ঘর নিজেই পুড়িয়েছি! আর দিল্লী ফিরে কি হবে? দিল্লীর প্রাসাদ আমার কয়েদখানা, মসনদ কণ্টকাসন। কিন্তু আমার ধর্ম্ম-মা ত বলে' গেলেন—'স্মৃতির পূজা কর, কলিজা ঠাণ্ডা হবে।' সে শান্তিময়ী যে শান্তি দিতেই এসেছিলেন! দিন গুজরাণের, দিল্‌ ভুলাবার এক জায়গা—দিলের কবর। সেইখানে গিয়ে জীবনের বোঝা নামাব। দিল্লী যাব ;—কিন্তু আর রংমহালে নয়। তক্তের পায়ে জন্মের মত সেলাম্‌। ঠেকে শিখ্‌লেম সুখ বাদ্‌শাহীতে নাই, সুখ ছেঁড়া কম্‌ড়ীর মধ্যে। (প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন

আম্রবন।

(রক্ষিগণবেষ্টিত রঞ্জন ও ঘাতক)

ঘা। এবারে ওপরের মালেক্‌কে শেষ আরজ্ জানিয়ে নাও।

র। আমার মালেক আমি নিজে। আমার ঈশ্বর নাই।

ঘা। তবে কি আছে?

র। আমি কিছুই মানি না। ঈশ্বর মানি না, পরলোক মানি না, পাপপুণ্যের বিচার মানি না। আমি একটা মূর্ত্তিমান্ 'মানি-না।'

ঘা। তবে শয়তানকে স্মরণ কর।

(অসি উদ্যত করিল এবং হামির বেগে প্রবেশ
করিয়া তাহা ধরিলেন)

হা। অপরাধীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হয়েছে। এই সম্রাটের মুক্তি-পরোয়ানা।

(ঘাতক ও রক্ষিগণের প্রস্থান)

হা। (রঞ্জনের বন্ধন খুলিয়া) যাও, তুমি মুক্ত।

র। এ উপকারে রঞ্জন ভোলে না। প্রাণ মেরে তারপর চিকিৎসা! হামির, তোমায় দেখে নেবো,—দেখে নেবো।

(প্রস্থানোদ্যত)

হা। তার জন্য হামির থোড়াই পরোয়া করে।

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দিল্লী ;—দিলের কবর।

(রহমত্)

রহ। হো হো হো !! বাদ্‌শার কলিজা নাই, ত্বনিয়ার মহব্বত্ নাই। সেরা হুয়া কিয়া, ঘর জল্ গিয়া—হুয়া কিয়া, ঘর জল্ গিয়া!

(মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ)

মহ। কে, রহমত্? ভাই, তুমি আদত্ সেয়ানা, তাই দেওয়ানা হয়েছ। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে আছ যে? দেখ্‌ছ না, আমি একটা অকালবৃদ্ধ, দম্ভের ভগ্নাবশেষ, মূর্ত্তিমান্ পরাজয়?

রহ। হো হো হো! বাদশার কলিজা নাই, ত্বনিয়ার মহব্বত্ নাই।

মহ। রহমত্! ভাল করে' তাকাও, মাথা ঠিক করে' দেখ,—আমি সেই, রহমত্, আমি সেই।

রহ। ও,—জাঁহাপনা? দিল্ কি তবে বেঁচে উঠেছে?

মহ। হা রহমত্, এ জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞান ভাল। ভাই, আবার তুমি দেওয়ানা হও।

রহ। বাদশা, তোমার তক্ত-তাউস্?

মহ। ওই কবরে। আমি খালাস,—একেবারে খালাস। ভাই, আমরা ত্বটী ভাগ্যের ত্যাজ্য সন্তান, ত্বটী অকালবৃদ্ধ! এস, এই কবরের ভিটায় আখেরের বাসা বাঁধি।

রহ। ওই শোন, দিল্ কাঁদ্ছে! কি কাতর স্বর। ছুনিয়ার ছাতি ফেটে গেল,—বেহেস্তের কল্জে ফুটো হ'য়ে গেল! না না, দিলের কল্জে ফুটো হ'য়ে গেছে। তা দিয়ে তর্ তর্ রক্ত উঠ্ছে, দর্ দর্ ধারা ছুট্ছে! লালের ফোয়ারা, হো হো,—লালের ফোয়ারা!

মহ। রহমত্, জাগো ভাই, ভুল ভাঙ্গো। শোন,—একটা কথা শোন। বল ত ভাই, কোন্টা ভুল? জাগরণ, না স্বপ্ন? বল ভাই, বল।

রহ। খবরদার, খবরদার! আবার দিল্ জ্বালায় ছট্ফট্ কর্ছে! তার বুকে বড় বেজেছে,—আবার সে কাঁদ্ছে! কি সর্ব্বনেশে কান্না! ছুনিয়া একটা হাহাকার হ'য়ে ঘূর্ণিবায়ুর দেশে উড়ে গেল! দিল্,—দিল্!

মহ। উঃ! আর সহ্য হয় না! রহমত্, ভাই! দে,—আমায় দেওয়ানা করে' দে।

রহ। চুপ্ করে' দেখ,—ওই কবর নড়ে' উঠ্ছে! দিলের বুকের ঘা দক্ দক্ কর্ছে! তা'তে বড় দরদ—বড় দরদ! তাতে ওই আকাশ ধ্বসে' নাম্ছে,—মাটী থর থর কাঁপছে,—দিল চাপা পড়্ল,—চাপা পড়্ল! মাটী কাট,—মাটী কাট; কবর খুঁড়ে দিল্কে তোল! কি? কবর মুখ খুল্লো না? হো হো! চাপা পড়েছে,—দিল্ চাপা পড়েছে!

মহ। ভাই, আমি মানুষ না হই, আমি পিতা। আমি যে এখনই একটা স্নেহের আর্ত্তনাদ হ'য়ে ফেটে পড়্ব! রহমত্,

একটা কথা শোন,—একবার কথা কও। শোন ভাই,—শোন, একবার শোন।

রহ। ও,—জাঁহাপনা?—কেন?

মহ। কলিজা ঠাণ্ডা কর্‌তে এসেছি। দিলের কবরে দিলেশার জন্যে এসেছি। আমরা এই স্মৃতি-ভাণ্ডারের দুটী রক্ষক; এস, কাজ ভাগ করে' নিই। (রহমতের তন্দ্রার ভাব)—একজন সন্ধ্যার,—আর একজন প্রভাতের। একজন চেরাগ জাল্‌বে,—আর একজন গোর সাজাবে। একজন আর্ত্তনাদ কর্‌বে,—আর একজন গুমরে মর্‌বে! একি! এ আমি কাকে বল্‌ছি! রহমত্ কি ঘুমিয়ে পড়্‌ল? থাক্,—একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক্। (জানু পাতিয়া) এ খোদা! যদি দিল্‌কে দিয়েছিলে, তবে আমায় রহমতের ছাঁচে গড়্‌লে না কেন? হায়, রহমত্ ছাড়া দিলের কদর কেউ বুঝ্‌লে না! এ বাদ্‌শার বাদ্‌শা! এ আখেরের মালেক্! আমায় দোয়া কর। আমার কলিজা ঠাণ্ডা করে' দাও। দিল্—খোদা,—খোদা—দিল্—

রহ। (হঠাৎ জাগিয়া) মেরা হুয়া কিয়া, ঘর জল্ গিয়া,—হুয়া কিয়া, ঘর জল্ গিয়া!

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিতোর ;—রাজান্তঃপুরসংলগ্ন অলিন্দ।

(অবন্তী ও পরিচারিকার প্রবেশ)

অ। দেখ্, রংতামাসা, উৎসব, রোশ্‌নাই—এ আমোদের কাজে কারও শ্রান্তি হয় না। অন্ধ খঞ্জ, অনাথ আতুর,—এর ভার চিরকালই অন্তঃপুরের। তুই শুধু এই কর্ব্বি—কার খাওয়া হ'ল না, কে শীতবস্ত্র পেলে না, কার দান মেলে নি, সে দিকে কড়া নজর রাখ্‌বি ; যেন একজনও অভুক্ত কি বঞ্চিত হ'য়ে না ফেরে। গরীবের জন্যই ভগবান্‌কে ভজা।

পরি। রাণী-মা, তোমার কাছে থেকে থেকে মনটাও যেমন দরাজ হয়েছে, হাতটাও তেমনি খুলে গেছে। খুব দু'হাতে বিলোতে শিখেছি।

অ। হায়, এমন দিনে মা আর ময়নার কথা বারবার মনে উঠ্‌ছে! আর কি তাদের দেখ্‌তে পাব ?

(হারাবতীর প্রবেশ)

একি! নাম করতে করতেই মা যে! (প্রণাম করিলেন)

হারা। আমি এই মাত্র আসছি।

অ। মা, এত দিনে মনে পড়্‌ল ? যদি শুভ দিনে, আনন্দের ব্যাপারে দেখা দিয়েছ, আর তোমাকে ছেড়ে দেবো না। গৃহের মায়া না কাটালে কি পুণ্যসঞ্চয় হয় না ?

হারা। নিজের মুক্তির জন্য গৈরিক চীরধারণ সন্ন্যাস নয়,—আত্ম-চিন্তা।

অ। তবে সন্ন্যাস কি ?

হারা। জগতের মুক্তিকামনা।

অ। আমার মনে হয়, তার চেয়েও নারীর একটা সহজ সাধনা আছে।

হারা। কি ?

অ। মানবজাতির সেবা।

হারা। কে জানে, এ পথ সহজ না কঠিন! তবে এটুকু বল্‌তে পারি, এ মানব-পূজার অর্ঘ্য বিশ্বদেব পান। অবন্তি, আমার ঘরের লক্ষ্মী, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হোক্‌। তুমিই মায়ের মন্দিরের সার্থক সেবিকা।

অ। মা, আমি শুধু আপনার শিষ্যা। আজ মেবারের কি সুদিন! তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঘরে ফিরে এলেন! অভিষেক-উৎসবের যে প্রধান অঙ্গ শূন্য ছিল, তা পূর্ণ হ'ল। আসুন মা, ওঁকে, ক্ষেতুকে দেখ্‌বেন চলুন।

হারা। আমি একলাই যাচ্ছি, আমার জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। তোমার আজ অনেক কাজ, সে সব গুছিয়ে পরে এস। বৌমা, ক্ষেতু কি আমার কথা এখনও বলে ?

অ। ঠাকু'মা তার জপমালা।

হারা। যাই, ক্ষেতুর জন্য কিছু এনেছি,—দিই গে।

অ। কি এনেছেন ?

হারা। আমার নিত্যআশীর্ব্বাদের ঝুলিটি। হামিরকেও বৃদ্ধ মহারাণা চিতোর-উদ্ধারের পুরস্কার পাঠিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অ। কি পুরস্কার, মা ?

হারা। এই ভুট্টা। মহারাণা আমায় এইটে দিয়ে বল্‌লেন,—মাটীর কাজের পুরস্কার মাটী ছাড়া আর কে দিতে পারে ? যাই,—হামিরকে দিই গে। সে এ পুরস্কার আশীর্ব্বাদের মত মাথায় রাখ্‌বে। (প্রস্থান)

(ময়নার প্রবেশ)

অ। একি ! আজ বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, আনন্দের ওপর আনন্দ ! আমাদের সৌভাগ্যের তহবিলে এত পুঁজিও জমা ছিল ! তুই আমাদের ছেড়ে কোথায় ছিলি, বোন্ ? তোর কত খোঁজই না করেছি !

ম। দিদি, আজ মহারাণার অভিষেকোৎসব, তাই আমার নজরানা দিতে এসেছি।

(বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

অ। ময়না, ময়না, দিদি আমার ! অবশেষে আত্মঘাতী হলি ? (পরিচারিকাকে) ছুটে যা,—মহারাণাকে খবর দে, বদ্যি ডেকে নিয়ে আয়।

ম। ওগো, তুমি যেও না। আমি রাজভেটের জন্য আমার মর্ম্ম বিদারণ করে' ফেলেছি।

অ। কেন এ কাজ কর্‌লি, হতভাগিনি?

ম। আমি পৃথিবীতে থাক্‌তে মহারাণার ওপর থেকে রঞ্জনের আক্রোশ যাবে না। আমি গেলে যদি তা যায়। তাই আজ বড় সুখে মর্‌ছি।

অ। বোন্‌, একবার শেষ দেখা দেখ্‌বি?—প্রাণ ভরে' দেখা, জন্ম-শোধ দেখা?

ম। ছি ছি! আমার ভালবাসার নাম কল্‌জে উপ্‌ড়ে দেবার সাধ। সে সাধ মিটেছে,—এখন আমায় একবার তোমার ঘরে নিয়ে চল। (অবন্তী ও পরিচারিকা ময়নাকে ধরিয়া তুলিলেন) সেই ঘরে দিদি,—যেখানে প্রথম আমি তোমায় ভালবাসার কথা বলেছিলেম। যেখানে তুমি আমায় বলেছিলে,—"প্রেমই পুণ্য, ভালবাসাই ভগবান্‌।" আমি সেই ঘরের ধূলো মাথায় নিয়ে মর্‌ব।

অ। ময়না, তোর ওই বিদীর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে অমর আখরে লিখে রেখে গেল,—"প্রেমই পুণ্য, ভালবাসাই ভগবান্‌।"

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

চিতোর ; রাজসভা।

(সিংহাসনে হাম্বির, পার্শ্বে মিত্ররাজবৃন্দ, সর্দ্দারবর্গ, অমাত্য ও চারণগণ।)

মারবারপতি। মহারাণা, আজ রাজস্থানের সুপ্রভাত, রাজপুতের সুপ্রভাত। আপনার প্রতিজ্ঞাপালন হয়েছে ; আজ রাজবারার একচ্ছত্রী ভূপালকে অভিনন্দন কর্‌বার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি।

(অদূরে কোলাহল এবং রঞ্জনকে ধৃত করিয়া জালসিংহের প্রবেশ)

জা। মহারাণা, এই তস্কর একটা বর্শা তুলে আপনার দিকে লক্ষ্য কর্‌ছিল।

হা। তুমি এবার কি মত্‌লবে, রঞ্জন ?

র। সেই এক মত্‌লব,—সেই পুরোনো আখেজ।

হা। তোমার কি শাস্তি হ'তে পারে ?

র। আমি সব রকম শাস্তির জন্য প্রস্তুত।

জা। মহারাণা, একে অর্দ্ধপ্রোথিত করে' সাপ দিয়ে খাওয়ানো হোক্।

হা। আমি তার চেয়েও একটা অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌ছি ; তার নাম "অব্যাহতি।"

জা। এ কি আদেশ, মহারাণা ?

হা। আমি আপাদমস্তক রাজপুত।

জা। অপরাধীর বিচার রাজধর্ম্ম।

হা। বিচারের উদ্দেশ্য জীবন-নাশ নয়,—জীবন-সংশোধন। মেহতাসর্দ্দার, আমরা সবাই যে ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছি। যে দিন ডাক পড়্বে, কি সম্বল নিয়ে সেই মহাবিচারকের সভায় উপস্থিত হব? একমাত্র ভরসা,—তাঁর দয়া, আর ক্ষমা। এই দুর্লভ মানবজন্মে যে টুকু অধিকার পেয়েছি, যদি তার অবমাননা করি, যদি সেই মহাধর্ম্মাধিকরণের আদর্শ হারিয়ে ফেলি, তবে কোন্ বলে ওপরকার মালিকের দয়া ক্ষমা প্রত্যাশা কর্‌ব? যাও রঞ্জন, আশা করি, পূর্ব্বের ভাব ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে।

র। যদি শতবর্ষ পরমায়ু পাই, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে প্রাণের সে দাগ যাবার নয়। মড়াকে বার বার তাজা কর্‌ছো; শবকে ঘাঁটানো ভাল নয়, সে তোমায় শ্মশানে আকর্ষণ কর্‌বে।

হা। তবু এই তৃতীয়বার তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লেম।

র। তবে চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত থাক।

জা। (তরবারী খুলিয়া) কি অকৃতজ্ঞ নরপিশাচ!

(মালদেবের ও ভজনলালের বেগে প্রবেশ)

মা। (জালের তলোয়ার ধরিয়া) ক্ষান্ত হও, জাল। সভাস্থ সকলে শুনুন,—আমি একটা গল্প বল্‌ব।—কোন রাজপুত সর্দ্দারের ঔরসে গঙ্গা নামে একটি দরিদ্রা বিধবার দুটী সন্তান জন্মে। প্রথমটী ছেলে, দ্বিতীয়টি মেয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই সর্দ্দারের নেশা ছুটে যেতে, পতিতা শিশু দুটিকে নিয়ে পথে

দাঁড়ায়। শেষে তাদের একদিন এক দূর আত্মীয়ের কাছে মনের কপাট খুলে হাতে হাতে সঁপে দিয়ে, অভাগিনী সকল জ্বালা জুড়োয়। সেই আত্মীয়টির গ্রামে তখন ভয়ানক মড়ক। এমন কি, মৃতের সৎকার পর্য্যন্ত অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। আশ্রয়-দাতাকে স্বপ্নে আদেশ হ'ল, বালক-বালিকার বাহুতে তাদের মায়ের নাম অঙ্কিত কর, তারা নিরাপদ হবে। বেচারা তাই কর্‌লে, কিন্তু অচিরেই ছেলেটি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। আশ্রয়দাতা একদিন মৃত জ্ঞানে তাকে ফেলে দিয়ে, মেয়েটিকে নিয়ে দেশান্তরে পালায়। মুঞ্জ সর্দ্দার আহেরিয়ায় এসে রোগশীর্ণ বালককে কুড়িয়ে নিয়ে বাঁচায়।

র। অ্যাঁ, তবে আমিই কি সেই কুড়ানো বালক ?

মা। কিছুদিন পর মেয়েটিকে ছেলেধরায় চুরি করে' মুঞ্জের কাছেই বিক্রয় করে।

র। (দুই হাতে বুক চাপিয়া) ওঃ ! আর না—

মা। আর একটু আছে। ভাই বোন্ একই জায়গায় মানুষ হ'ল, অথচ কেউ কারও পরিচয় পেল না। অন্যেও এ কাহিনী জান্‌লে না। সম্প্রতি পূর্ব্ব-আশ্রয়দাতা তাদের চিন্‌তে পেরে আমার কাছে সব প্রকাশ করেছে। সেই ভাই বোন্—রঞ্জন আর ময়না ! একজন গত, আর একজন সম্মুখে উপস্থিত।

র। ওঃ—

জা। তাদের পিতা ?

মা। সে আর কেউ নয়, (নিজকে দেখাইয়া) এই নরাধম।

ভ। আর তাদের আশ্রয়দাতা এই পাষণ্ড। যেখানে ময়না গেছে, সেই খানে চল্‌লেম।

(প্রস্থান)

র। উঃ! উঃ! (হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া প্রস্থান)

মা। কোথা যাস্ হতভাগ্য, কোথা যাস্? (প্রস্থান)

হা। মেহতা সর্দ্দার, তুমি ওঁদের দেখ। (জালের প্রস্থান) মারবার পতি, আপনার বক্তব্য সমাপ্ত করুন।

মা-প। মহারাণা, রাজা যুধিষ্ঠির যে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, আপনি মেবারে আবার তার অনুষ্ঠান কর্‌লেন। কিন্তু আজ যা দেখ্‌লেম, তার ভাব, তার ভাষা প্রকাশ আমার সাধ্যাতীত! আজ সমস্ত মিত্ররাজগণ গদ্‌গদচিত্তে প্রকৃত জয়ী বলে' আপনার বশ্যতা স্বীকার কর্‌ছেন।

কিষণলাল। মহারাণা, আজ তোমায় প্রাণ ভরে' দেখি। মাথায় মুকুট, হাতে রাজদণ্ড, শিরোপরি রাজছত্র। এই শোভা, এই উৎসব, এই গৌরব দেখ্‌বার জন্য অশীতিপর বৃদ্ধ এখনও বেঁচে আছে।

হা। ভ্রাতৃরাজগণ, প্রভুভক্ত কিষণলাল! সমবেত বন্ধুগণ! আজ আমি প্রত্যেকের কাছে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি; এটা রাজপুতের কাছে রাজবারার দাবী। আমি সকলের শুভ ইচ্ছার বলেই এতটা পথ অগ্রসর হ'তে পেরেছি। কিন্তু এখানেই আমার আশার অবসান নয়,—আমি রাজপুতের ছিন্নভিন্ন রাজ্যকে একটা অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত কর্‌ব। ক্ষত্রতেজ যাতে আত্ম-

কলঙ্কের রাহুগ্রাস হ'তে মুক্ত হ'য়ে একটী গৈরিক পতাকার নীচে মিলিত হয়, তা কর্‌বো। রাজস্থানের চিরকীর্ত্তিস্রোতে এমন তরঙ্গ মেশাব, যা অনন্ত যুগ, অনন্ত কাল ধরে' হরজটাস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় মস্তকে বহন করে। আমি যাব একটা জাতিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেধে কর্ম্ম-সাগর পাড়ি দিয়ে মনুষ্যত্বের কূলে। শিরে দেবতার আশীর্ব্বাদ,—বক্ষে মাতার মহাশিক্ষা,—হস্তে সাধক রঘুনাথের হৃদিবক্ষাঙ্কিত সাধনলোকের মানচিত্র!

সকলে। জয়, মহারাণা হামিরের জয়!

(চারণগণ ও সভাস্থ সকলের গীত)

সার্থক তোমার জনম, ধন্য জীবন নৃমণি।
উজ্জ্বল তব যশোকিরণে আসমুদ্র অবনী॥
আনিলে অতীত বৈভব
হয়েছিল যাহা লুপ্ত,
জাগালে পূর্ব্ব গৌরব
যাহা ছিল অবসাদ-সুপ্ত,
দিলে জীবনে জীবনী;—
পাল সুখে প্রজা, দীর্ঘজীবী ভব,
নৃপকুলচূড়া, জয় জয় তব,
অম্বরে রচে তব চরিত
দেব-দেব আপনি॥

যবনিকা পতন।